মুক্ত জীবনে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ, ফিরলেন মাতৃভূমিতে পৃষ্ঠা ১৬

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

27 June 2024, Thursday, 8th Year, Issue 380, 40 Pages

মুসলিম দেশ তাজিকিস্তানে নিষিদ্ধ হিজাব পৃষ্ঠা ২৬

২৭ জুন ২০২৪, ১৩ আষাঢ় ১৪৩১, ২১ জিলহজ ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ , সংখ্যা ৩৮০, পৃষ্ঠা: ৪০

এবার এনবিআরের মাহমুদের সম্পত্তি ক্রোক, ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ

ঢাকা অফিস

মাহমুদ ফয়সাল

আয়কর বিভাগের (ট্যাক্স লিগ্যাল ও এনফোর্সমেন্ট) প্রথম সচিব কাজী আবু মাহমুদ ফয়সালের নামে-বেনামে থাকা বিপুল স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও ব্যাংক হিসাব ফ্রিজের (অবরুদ্ধ) আদেশ দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেনের আদালত এ আদেশ দেন।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

বৃহস্পতিবার রাতে দুই বৃদ্ধের বিতর্ক!

নির্বাচন ২০২৪

জো বাইডেনের বয়স ৮১ বছর। ট্রাম্পের ৭৮। দুই বৃদ্ধ বেশ আগে থেকেই এ বিতর্কের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ইব্রাহীম চৌধুরী

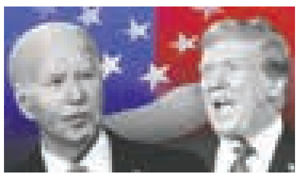

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে একের পর এক নজিরবিহীন ঘটনা ঘটছে। ক্রিকেট জনপ্রিয় না হলেও, আমেরিকার রাজনীতিতে ক্রিকেট খেলার মতো নতুন নতুন রেকর্ড গড়ে উঠছে। প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের রাজনৈতিক বিতর্কের আরেকটি মাইলফলক হয়ে উঠেছে 27 জুন বৃহস্পতিবার। এর আগে আমেরিকার কোন জাতীয় নির্বাচনের এতো আগে প্রার্থীদের সরাসরি কোন বিতর্ক হয়নি। এমন বয়স্ক দুই প্রার্থীর দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে বিতর্ক করার কোন পরীক্ষা দিতে হয়নি। দলের জাতীয় কনভেনশনে অনুমোদনের

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ফাহিম সালেহ হত্যায় সহকারী দোষী সাব্যস্ত

ইমা এলিস

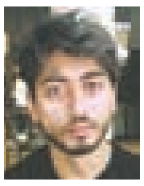
ফাহিম সালেহ

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি তরুণ ও পাঠাওয়ের সিইও ফাহিম সালেহকে নৃশংস হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

দেশ কি বিক্রি হয়ে গেছে?

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক

তানভীর সিদ্দিকী

সাল ২০২৪ সাল। আর্টিফিশিয়াল টেকনোলোজির- এআই এ যুগের প্রশ্ন । ভারতের কাছে বাংলাদেশ কি বিক্রি হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। এ প্রশ্ন কতটুকু যৌক্তিক। ২৫ জুন মঙ্গলবার ভারত সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। উল্টো তিনি প্রশ্ন করেছেন ভারতের কাছে বাংলাদেশ বিক্রি হয় কীভাবে? তিনি বলেছেন, যারা বলে ভারতের কাছে বাংলাদেশ বিক্রি হয়ে যাবে, আমার প্রশ্ন বিক্রিটা হয় কীভাবে? আসলে যারা এ কথা বলে তারা নিজেরাই

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার, কে নেবে বেনজীরের দায়?

ঢাকা ডেস্ক

বেনজীর আহমেদ

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের 'পাসপোর্ট' কেলেঙ্কারির দায় নিতে রাজি নয় কেউ-ই। পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কেউ কেউ অন্যের ঘাড়ে দায় চাপাতে মরিয়া। কেউ আবার বেনজীরের ক্ষমতার কাছে পরাজিত

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

বর্ষা বর্ষায় পানিতে টইটম্বুর সিলেটের খাল-বিল, হাওড়-বাওড়। বাড়ির পাশের বিলে কলার ভেলায় চড়ে আনন্দে মেতে উঠেছে শিশুরা। সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে। ছবি: রোমেনা রোজী

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্রিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

Tribune Training Academy
SECURITY GUARD & OSHA TRAINING
সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং
Get Your License Today!
SECURITY
Contact Us
Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

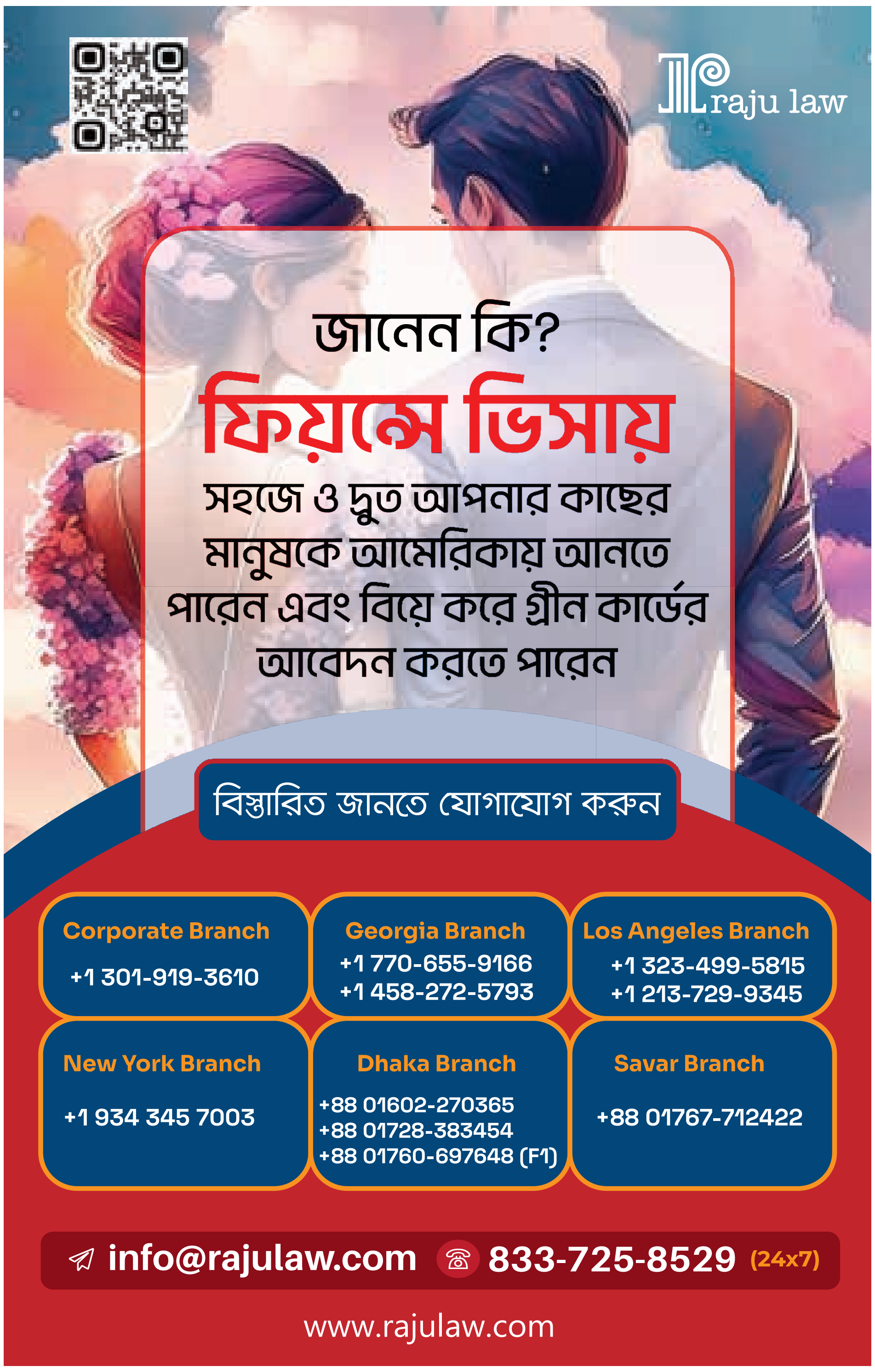
raju law
জানেন কি?
ফিয়ন্সে ভিসায়
সহজে ও দ্রুত আপনার কাছের মানুষকে আমেরিকায় আনতে পারেন এবং বিয়ে করে গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
Corporate Branch +1 301-919-3610
Georgia Branch +1 770-655-9166 +1 458-272-5793
Los Angeles Branch +1 323-499-5815 +1 213-729-9345
New York Branch +1 934 345 7003
Dhaka Branch +88 01602-270365 +88 01728-383454 +88 01760-697648 (F1)
Savar Branch +88 01767-712422
info@rajulaw.com 833-725-8529 (24x7)
www.rajulaw.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you having credit card problems?
Has your bank account been sealed?
Are you being deported?
Are you unable to pay your debts?
Are you getting harrassed by creditors?
আমরা বাংলায় কথা বলি
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
সুরাইয়া রহমান

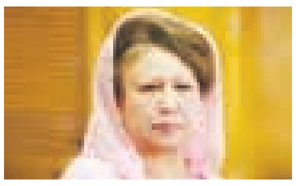

খালেদা জিয়া

খালেদা জিয়ার অবস্থা স্থিতিশীল

ঢাকা অফিস

পেসমেকার বসানোর পর বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান।

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়া। গত রোববার তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রে পেসমেকার বসানোর পর ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) রাখা হয়। পরদিন বিকেলে সিসিইউ থেকে কেবিনে আনা হয়। কেবিনে সিসিইউর সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে।

গত শুক্রবার দিবাগত রাতে বিএনপির চেয়ারপারসনকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে আনা হয়। ৭৯ বছর বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী হৃদ্‌রোগ, ফুসফুস, লিভার, কিডনি, আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছেন।

গত সোমবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভায় খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ জানানো হয় বলে জানান মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, 'এই সরকারের মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়া। সে কারণেই তাঁকে একেবারে মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে নির্যাতন করা হচ্ছে। তাঁকে বাইরে পাঠানোর জন্য সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল, তাঁর পরিবার আবেদন করে। ফাইনালি যখন এটা (আবেদন) প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেছে, প্রধানমন্ত্রী এটা রিজেক্ট করেছেন। শুধু এটা নয়, আমরা বিভিন্ন মিশনের কাছেও চিঠি দিয়েছিলাম। তাঁরা চেষ্টা করেছেন, তাঁরা বারবার চেষ্টা করেছেন... ফেরত এসেছেন। তাঁরা বলেছেন, স্যরি ভাই, উনি শুনলেন না। সি ইজ ভেরি ভিনডেকটিভ।'

চার শহরে সন্ধ্যার শো সোল্ড আউট!

যুক্তরাষ্ট্রে "তুফান" তান্ডব শুক্রবার থেকে!

বিনোদন প্রতিবেদন

বাংলাদেশে "তুফান" এর উন্মাদনা এখনো চলছে । আমেরিকা এবং কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশি দর্শকরা ২৮ জুন শুক্রবার থেকে দু' পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৪০টি শহরে 'তুফান' প্রদর্শিত হবে ।

নিউ ইয়র্কের কুইন্স কিউ গার্ডেনস সিনেমা এবং হিক্সভিল লং আইল্যান্ড এর শোকেস ডিলাক্স ব্রডওয়ে প্রেক্ষাগৃহে সপ্তাহ ব্যাপী চলবে 'তুফান' এর শো । 'তুফান' এর পরিবেশনা সংস্থা বায়োস্কোপ ফিল্মস থেকে জানানো হয়েছে,শুক্রবার ২৮শে জুন এর সন্ধ্যার শো গুলো নিউ ইয়র্কের কিউ গারডেন্স এবং শোকেস হিক্সভিল সহ ডালাস এবং সান ফ্রান্সিস্কোতে সোল্ড আওউট হয়ে গেছে ।

ভারজিনিয়ার ফেয়ারফ্যাক্সে রোববার স্পেশাল শো সোল্ড আওউট হওয়ার পথে। সান ফ্রান্সিস্কোর সিনে লাউঞ্জে শুক্রবার প্রদর্শনী ওপেন করবার ৫০ মিনিটের ভেতর সোল্ড আউট হয়ে যায় ! এবার নিউ ইয়র্কে বায়োস্কোপ ফিল্মস 'তুফান' এর প্রমোশোনে লেড ট্রাক এডভারটাইসিং ব্যবহার করে । পরিবেশক সংস্থার কর্ণধার রাজ হামিদ স্বয়ং তুফান এর প্রচারণায় নামেন । বায়োস্কোপ ফিল্মস এর ওপর কর্ণধার নওশাবা রশিদ বলেন , মেগাস্টার সাকিব

খানকে একেবারে নতুন ভাবে আবিষ্কার করবেন দর্শকরা তুফানে । তুফানের প্রতিটি গান এখন মানুষের মুখে মুখে । তুফান দর্শকরা শুধু দেখবেনই না , উপভোগ করবেন, আনন্দ করবেন এবং গানের সাথে হয়তো নাচবেনও।

উল্লেখ্য, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আলফা-আই থেকে বলা হয়েছে – ঢাকার প্রেক্ষাগৃহ থেকে গত ১০ দিনে 'তুফান' ছবি'র আয় প্রায় ২৫ কোটি টাকা। তুফান ছবিতে অভিনয় করেছেন বাংলাদশের মেগা স্টার সাকিব খান, জনপ্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী, কোলকাতার অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী, আয়নাবাজী খ্যাত মাসুমা রহমান নাবিলাসহ আরো অনেকে। বায়স্কপ ফিল্মস কেবল যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডাতেই নয় – মধ্যপ্রাচ্যের দুবাই, কাতার , ওমান এবং ইউ,এ,ই এর ১২ টি প্রেক্ষাগৃহে 'তুফান'মুক্তি দিচ্ছেন বায়োস্কোপ ফিল্মস ।

নতুন আইন করে ঋণ-খেলাপিদের বিচার দাবি

ঢাকা অফিস

নতুন আইন করে ঋণখেলাপিদের বিচারের মুখোমুখি করার দাবি করেছেন জামালপুর-৪ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য আবদুর রশীদ। তিনি বলেছেন, 'প্রায় ২ লাখ কোটি টাকা ঋণখেলাপি। আমরা ১০টা কোম্পানির নাম শুনি, কিন্তু মালিকের নাম শুনি না। সেই কোম্পানির কাছে ৩০ হাজার কোটি টাকা বসে থাকবে আর আমরা এ ধরনের কথা শুনব, তা হয় না।' জাতীয় সংসদে গতকাল মঙ্গলবার প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আলোচনার সময় এসব কথা বলেন তিনি।

ঋণখেলাপির ৭২ হাজার মামলা ঝুলে রয়েছে উল্লেখ করে আবদুর রশীদ বলেন, 'আমি তেজগাঁও কলেজের ২১ বছর অধ্যক্ষ ছিলাম; কিন্তু ঢাকা শহরে

একটা বাড়ি করতে পারলাম না। মাটি কিনতে পারলাম না। কিন্তু ওই সাহেবেরা আমাদের টাকা নিয়ে এভাবে মামলারজট দেখাবে, বছরের পর বছর টিকে থাকবে, তা হতে দেওয়া যায় না। প্রয়োজনে নতুন আইন করে তাঁদের বিচারের মুখোমুখি করা উচিত।'

Speeding ruins lives.
Slow down.
NYC
Eric Adams
Mayor
NEW YORK CITY DOT
Ydanis Rodriguez
Commissioner
VISION ZERO
Building a Safer City

সম্পাদকীয়

দুর্যোগব্যবস্থাপনা : আমাদের সক্ষমতা কতটুকু!

ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতি বছর কোনো না কোনো দুর্যোগে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের ব্যাপকতা প্রমাণ করে দুর্যোগের পূর্ব সতর্কীকরণ ও ঝুঁকিহ্রাসই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান কৌশল হওয়া উচিত। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের নীতি-পরিকল্পনায় জনগণের জন্য দুর্যোগপূর্ব পূর্বাভাস ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে আগাম সতর্কবার্তা উপকূলীয় সম্ভাব্য উপদ্রুত এলাকার জনগণের মাঝে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ‘ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)’ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে উপকূলে ৭৬,১৪০ জন প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। বন্যাপ্রবণ এলাকায় অনুরূপ স্বেচ্ছাসেবক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবিলার ইতিহাসে ২০১৭ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে করোনা মহামারি ছাড়াও দুটি ভয়াবহ বন্যা ও বেশ কয়েকটি ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগ মোকাবিলা করেছে বাংলাদেশ। সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় রেমালের মোকাবিলায় পূর্বাভাস সঠিক সময়ে দেওয়ায় প্রানহানী কমিয়ে আনা সম্ভব হয়।

এর মধ্যে ২০২০ সালে করোনা মহামারির মধ্যেই ঘূর্ণিঝড় আম্পান বাংলাদেশে আঘাত হানে। আবহাওয়া অধিদপ্তর ঝড় আসার পাঁচ দিন আগে থেকে সতর্কসংকেত দিতে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার বিভাগ উপকূলের মানুষকে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসে। এতে বিপুলসংখ্যক মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা পায়।

বিশ্বের ৫২ শতাংশ মানুষ দুর্যোগের আগাম সতর্কসংকেত পান। দুর্যোগ আসার আগাম খবর না পাওয়ার কারণে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়। অনেক দেশে সতর্কসংকেত জানার পরও তা প্রচারের ব্যবস্থাপনা নেই, উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য দক্ষ ও প্রয়োজনীয় জনবল নেই। যে কারণে দুর্যোগে এসব দেশের ক্ষয়ক্ষতি কমেনি। এখানেই সাফল্য দেখাতে পেরেছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সফলতা দেখাচ্ছে। কিন্তু অতি উষ্ণতা এবং ভূমিকম্পের বিষয়েও প্রস্তুতি নিতে হবে। বিশেষ করে ভূমিকম্পের মতো বিপজ্জনক দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের পূর্বাভাসব্যবস্থা কাজ করে না। তাই প্রস্তুতি হিসেবে ভবন ও অবকাঠামোগুলোকে ভূমিকম্প–সহনশীল করা এবং উদ্ধার তৎপরতায় সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

আমাদের দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর দুর্যোগ সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, গবেষণা কর্ম পরিচালনা, গণসচেতনতা বৃদ্ধি, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি এবং মোকাবিলায় কাজ করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যেকোনো প্রলয়ংকরী দুর্যোগ মোকাবিলায় একটি জরুরি সাড়া প্রদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারণ ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে। স্থানীয়ভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি রয়েছে। এসব কমিটির মধ্যে রয়েছে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রভৃতি। এসব কমিটি দুর্যোগ-পূর্ববর্তী এবং দুর্যোগ-পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সরকার দুর্যোগ মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। যেমন :পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন এনজিওর সহযোগিতায় জেলায় জেলায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। দুর্যোগ-পূর্ববর্তী সতর্কীকরণের জন্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দুর্যোগ বার্তা প্রচার, এসএমএস, ইন্টারঅ্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স, কমিউনিটি রেডিও, উপকূলীয় অঞ্চলে পকেট রেডিও প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

> বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের মাত্রা প্রতিনিয়ত বাড়ছে॥ বন্যা, খরা, নদীভাঙন, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোনসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আবিষ্ট বাংলাদেশ। পাশাপাশি রয়েছে অগ্নিকাণ্ড, ভবনধসসহ মানবসৃষ্ট দুর্যোগ। এসব দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারি পদক্ষেপের সঙ্গে প্রয়োজন স্থানীয় নেতৃত্বের সমন্বয়।

আমাদের দেশে প্রতি বছর বজ্রপাতে অনেক মানুষ মারা যায়। অথচ একটু সতর্ক হলেই এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এ জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে। এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রবৃষ্টি বেশি হয়; বজ্রপাতের সময়সীমা সাধারণত ৩০-৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু ঘরে অবস্থান করতে হবে। ঘন কালো মেঘ দেখা দিলে ঘরের বাইরে বের হওয়া যাবে না। অতি জরুরি প্রয়োজনে রাবারের জুতা পরে বাইরে যাওয়া যেতে পারে, তবে না যাওয়াই উত্তম। বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, খোলা মাঠ অথবা উঁচু স্থানে থাকা যাবে না।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানেই মানবিক বিপর্যয়। দুর্যোগকালে নারী-শিশু-প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিই বেশি সংকটে পড়েন। এ অবস্থায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য আগাম সতর্কতার ব্যবস্থা আরও উন্নত করাসহ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ও মানুষের সুরক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের মাত্রা প্রতিনিয়ত বাড়ছে॥ বন্যা, খরা, নদীভাঙন, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোনসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আবিষ্ট বাংলাদেশ। পাশাপাশি রয়েছে অগ্নিকাণ্ড, ভবনধসসহ মানবসৃষ্ট দুর্যোগ। এসব দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারি পদক্ষেপের সঙ্গে প্রয়োজন স্থানীয় নেতৃত্বের সমন্বয়।

প্রয়োজন স্বেচ্ছাসেবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। প্রতি বছর ৫ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস পালিত হয়।

স্বেচ্ছাসেবা কথাটির সঙ্গে মানুষের, সমাজের এবং দেশের এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আর সেই স্বেচ্ছাসেবাকেই তরুণ প্রজন্ম উদ্দীপনার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। তারা তাদের স্বেচ্ছাসেবার ব্রত নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের দোরগোড়ায়। আগে দেশী-বিদেশী অল্প কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের হয়ে সীমিতসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকের দেখা মিললেও বর্তমানে দেশের তরুণরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের পাশাপাশি নিজ উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরি করছেন। এর মাধ্যমে তারা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে একসঙ্গে হয়ে কাজ করছেন। জাতিসংঘ গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলে স্বেচ্ছাসেবীদের কাজের পরিধি আরো বিস্তৃত হয়। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগগুলো বেশ বড় ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর তৎপরতা আগের চেয়ে অনেক বেশি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে তিনটি বিষয় সরাসরি জড়িত। প্রথমটি হলো দুর্যোগ-পূর্ববর্তী প্রস্তুতি, দ্বিতীয়টি হলো দুর্যোগ চলাকালীন কর্মকাণ্ড এবং তৃতীয়টি হলো দুর্যোগ-পরবর্তী উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম। এ তিন পর্যায়েই সরকারের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবক ও স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকা বিস্তর। যেকোনো এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান ও সামগ্রিক বিষয় সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত স্থানীয় পর্যায়ের অংশীদাররা। ওইসব এলাকায় যখন দুর্যোগ আঘাত হানে তখন তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ থাকে। যেহেতু স্থানীয় নেতৃত্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সব পরিস্থিতি সম্পর্কে নেতৃত্ব দেয়, সুতরাং তাদের মতামত ও পরামর্শকে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্থানীয় যেকোনো উন্নয়নে সাধারণ জনগণের সম্পৃক্ততা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে দুর্যোগ প্রস্তুতিতে গতিশীলতা আসবে। জাতীয় ও স্থানীয় সংগঠনগুলো আরো জোরালোভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

বেনজীর কাণ্ডে সহকর্মীদের বে-নজীর সহমর্মিতা

আব্দুল করিম কিম

সাম্প্রতিক সময়ে দুই জাঁদরেল পুলিশ কর্মকর্তার আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলছে। এই দুই কর্মকর্তা বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। একজন হচ্ছেন পুলিশের সদ্য সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজি) বেনজীর আহমেদ। অন্যজন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিমএপি) সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া। দু’জনই অবকাশ যাপনে আছেন। তাদের এই শান্তিময় অবকাশ জীবন হঠাৎ অশান্ত হয়ে গেছে। গণমাধ্যমে বড় বড় হেডলাইনে তাদের সম্পদ নিয়ে এমন সব প্রতিবেদন প্রকাশ হচ্ছে যা দেশজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

সিন্দুকে হীরা-জহরত বা মূল্যবান সামগ্রী থাকে তা সবাই জানে কিন্তু সিন্দুক না খোলা পর্যন্ত নিশ্চিত হয়ে বলা যায় না ঠিক কী কী আছে। পুলিশের সদ্য সাবেক আইজি বেনজীর আহমেদের এক নয়, একাধিক সিন্দুক আছে তা অন্ধরাও জানতো কিন্তু সিন্দুকে কী পরিমাণ সম্পদ আছে তা ধারণার বাইরে ছিল। সিন্দুক খোলা হচ্ছে। এ পর্যন্ত খোলা সিন্দুক দেখে সবার চোখ ছানাবড়া। বেশুমার সম্পদ দেখে মনে প্রশ্নের উদয় হয়, বেড়া যদি ধান খায় তবে ধান বাঁচাতে বেড়া কেন?

বেনজীরের দুর্নীতি দেখে অবাক হই না তবে বিস্মিত হই পুলিশের সর্বোচ্চ পদে থাকা ব্যাক্তির স্খলনের বহুবিধ প্রকার দেখে। বিস্মিত হতে হয়, পুলিশের সর্বোচ্চ পদক বিপিএম (BPM), পিপিএম (PPM) পাওয়া এবং জাতীয় শুদ্ধাচার পদকে সম্মানীত বেনজীর আহমেদের শুদ্ধাচারের নমুনা দেখে। রাষ্ট্রীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার পুলিশ সদস্যদের সাহসিকতা, বীরত্ব, পেশাগত দক্ষতা, সততা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়। ২০১৭ সালের ৬ এপ্রিল এই শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০১৭ প্রকাশিত হয়। ২০২১ সালে বেনজীর আহমেদ শুদ্ধাচার পুরস্কার লাভ করেন। সেই বেনজীর আহমেদের জালিয়াতি নিয়ে ৩ জুন ২০২৪ দৈনিক কালের কণ্ঠের সংবাদ শিরোনাম হচ্ছে, ‘পাসপোর্ট করতে বেনজীরের নজিরবিহীন জালিয়াতি’। ১৪ জুন ২০২৪ দৈনিক প্রথম আলো’র শিরোনাম হচ্ছে, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতাই ছিল না, তবু ডক্টরেট ডিগ্রি পান বেনজীর’। এই যদি হয় শুদ্ধাচার তবে অশুদ্ধাচার কী? বেনজীর আহমেদের ‘শুদ্ধাচার পদকপ্রাপ্তি’র ফলে এইসব পদকের আর কানাকড়ি মূল্য নেই। এখন পদকদাতাদের শুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকে।

বেনজীর আহমেদ বা আছাদুজ্জামান মিয়া নিয়ে এত আলোচনা-সমালোচনা কেন? এই দুজন কর্মকর্তার পূর্বে বাংলাদেশে পুলিশ বা প্রশাসনে আর কেউ কি দুর্নীতি করেনি? করেছে। তবে এ দুই জনের কাহিনীতে টুইস্ট আছে। যে সরকার তাদেরকে নানাভাবে পুরস্কৃত করেছে, সেই সরকার তাদেরকে এখন তিরস্কারের মুখে ফেলেছে। তবে বেনজীর আহমেদকে দিয়ে দুর্নীতিবাজ আমলাদের পেন্ডোরার বাক্স খোলাকে সরকারের পক্ষ থেকে দূর্নীতিবাজদের উদ্দেশ্যে দেয়া সতর্কতার বার্তা ভাবছেন।

বেনজীর আহমেদ স্বাধীন বাংলাদেশের পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পাদপিদিমের আলোয় থাকা ব্যাক্তি। তিনি ২০১৫ সালের ৭ জানুয়ারি থেকে ২০২০ সালের ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত র‌্যাবের মহাপরিচালক ছিলেন। তিনি ২০২০ সালের ১৫ এপ্রিল থেকে ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে সর্বমহলে তার ব্যাপক পরিচিত। ২০১০ থেকে ২০১৫ মেয়াদে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার থাকাকালে তিনি গণমাধ্যমে হাজিরা দেয়া শুরু করেন।

বিগত এক যুগে তিনি মিডিয়া ব্যাক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেলের টকশোতে তিনি সরকারের আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরতেন। পাশাপাশি নীতি-নৈতিকতা বিষয়ে ওলি-আউলিয়ার ভাষায় বয়ান দিয়ে একটি ক্লিন ইমেজ তৈরি করে ফেলেছিলেন।

এদিকে পুলিশকে জনবান্ধব, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীন সংস্থা হিসেবে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ২০০৭ সালে উদ্যোগ নিয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার। উপনিবেশ আমলের আইনের বিভিন্ন ধারা ও বিধি-বিধান সংস্কারের মাধ্যমে জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও গণতান্ত্রিক প্রত্যাশা পূরণের এই উদ্যোগ প্রস্তাবিত সংস্কার আইন হিসেবে ফাইল বন্দি হয়ে আছে। তবে বেনজীর আহমেদ কনস্টেল নিয়োগসহ কিছু বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে পুলিশের সবচেয়ে বড় সংস্কারক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছন।।

সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে দলীয় ভাষায় বক্তৃতা দেয়ার নজির তিনি স্থাপন করেছেন। ২০১৯ সালের নির্বাচন সফল করতে পুলিশকে উজ্জীবিত করা বক্তব্য দিয়ে ‘রাতের নির্বাচন’ হিসেবে সমালোচিত সেই নির্বাচনের তিনি অন্যতম নায়ক হয়েছেন। ওই নির্বাচনের পর থেকে তার মধ্যে একটা হামবড়া ভাব চলে আসে।

তিনি র‌্যাবের প্রধান থেকে পদোন্নতি পেয়ে পুলিশের প্রধান হয়ে যান। তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক প্রমাণের নানান কসরত করলেও আসলে তিনি পতিত স্বৈরাচার হো মো এরশাদের ভাবশিষ্য। বোট ক্লাব, গলফ ক্লাব ও কেতাদুরস্তিতে তিনি এরশাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‌্যাব) সাবেক মহাপরিচালক হিসেবে বেনজীর আহমেদসহ ৭ কর্মকর্তার নামে ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে পৃথকভাবে নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট (রাজস্ব বিভাগ) ও পররাষ্ট্র দপ্তর। বেনজীর আহমেদের উপর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তর। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের নিষেধাজ্ঞার আওতায়ও পড়েছিলেন তিনি। এই সব কারণে বেনজীর আহমেদ সর্বমহলে বেনজীর আগ্রহের জন্ম দেন।

কন্যার বিয়েতে রাজকীয় ভোজের আয়োজন করে পুলিশ প্রশাসনে হুলস্থুল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। ঢাকা নগরীর একাধিক বিলাস বহুল কনভেনশন হলে নজীরবিহীন খানাদানা হয়। অতিথিদের ক্যাটাগরি অনুযায়ী কনভেনশন হল নির্ধারণ হয়। এই সমস্ত কিছুর পেছনে রয়েছে বেশুমার অর্থের ঝনঝন।

বেনজীর আহমদের বেশুমার অর্থবিত্ত অর্জনের কিছু সংবাদ জাতীয় গণমাধ্যমে পাঠ করে স্তম্ভিত হয়েছি। খোদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মভিটায় সাভানা ইকো রিসোর্ট নির্মাণকালে তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূমি জোরপূর্বক দখল করেছেন। দেশের বিভিন্ন জেলায় এ পর্যন্ত পাওয়া জমির পরিমাণ ২ হাজার ৩৮৫ বিঘা বা ৭৮৬ একর। দেশে থাকা স্থাবর সম্পদ যদি এই হয় তবে বিদেশে তার স্থাবর-অস্থাবর কত সম্পদ রয়েছে? তিনিতো দেশত্যাগ করে সে সব সম্পদভোগেই মত্ত আছেন।

বেনজীর আহমেদের এই ‘বেনজীর সম্পদ’ চাকুরীকালীন সময়ে অবৈধ্যভাবে অর্জন করা- এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। গণমাধ্যমে এসব নিয়ে চর্চা চলছে। টিভি চ্যানেলে চলছে টকশো। এক সময় টকশোতে অংশ নেয়া বেনজীর এখন বেখবর। অবসরে থাকা আইজি বিষহীন সর্প। তাই আমার মতো নাদান বেনজীর চর্চায় অংশ নিয়েছে। কিন্ত চাকরিতে থাকা অবস্থায় ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজি) দূর কী বাত শুধু ইন্সপেক্টরকে নিয়ে এমন চর্চা করা বিপদজনক। যাইহোক আইজি-এআইজি নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে যে লেখালেখি চলছে তা পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। পুলিশ অফিসার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে একটি বিবৃতি প্রদান করা হয়েছে। পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন ২২ জুনের বিবৃতিতে বলেছে, সাম্প্রতিক সময়ে গণমাধ্যম (প্রিন্ট ও ইলোকট্রনিক মিডিয়া) ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পুলিশের সাবেক ও বর্তমান সদস্যদের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আংশিক, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ঢালাও প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। সংগঠনটি এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। পাশাপাশি ভবিষ্যতে পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে কোনো ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন ও সাংবাদিকতার নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণের অনুরোধ জানানো হয়। পুরো বিবৃতিতে সংবাদ মাধ্যমের প্রতি এক ধরনের প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে। পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন-এর এই পক্ষ থেকে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত না করে নিরব থাকাই উত্তম ছিল। অথবা বিবৃতিতে দূর্নীতিবাজদের দায় পুলিশ বাহিনীর নয়, সে কথাতেই জোর দেয়া যেত কিন্তু বিবৃতিতে সংবাদমাধ্যমের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলোকে ‘উদ্দেশ্যমূলক ও অতিরঞ্জিত’ বলা হয়েছে।

দূর্নীতি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ উদ্দেশ্যমূলক হওয়া স্বাভাবিক। আর সে উদ্দেশ্য হচ্ছে দূর্নীতিবাজদের মুখোশ উন্মোচন করা। এর বাইরে অন্যকোন উদ্দেশ্য থেকে থাকলে বিবৃতিতে তা উল্লেখ করা উচিত ছিল। আর আংশিক, অতিরঞ্জন বা ঢালাও কোন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়ে থাকলে কীভাবে তা আংশিক বা ঢালাও হয়েছে, কীভাবে রঞ্জন অতি হয়েছে তা উদাহরণ সহকারে তুলে ধরলে সর্বমহলে অ্যাসোসিয়েশনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হতো। যেমন, প্রমাণপত্র দিয়ে বেনজীর আহমেদের ‘ডক্টরেট’ ডিগ্রি বিষয়ক সংবাদের অতি রঞ্জন কোথায় হয়েছে তা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা যেতো অথবা উনার পাসপোর্ট সংক্রান্ত জালিয়াতির তথ্য কীভাবে আংশিক হয়েছে তার আইনসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ ছিল। উনার নামে পাওয়া সকল ভূমি মোগল সম্রাট জায়গির হিসেবে পূর্বপুরুষদের লিখে দিয়েছিলেন এমন কোন দলিল দেখানো গেলে সংবাদ মাধ্যমকে চপেটাঘাত করা যেত। যাইহোক, এসব না পারলেও পুলিসি ডাট নিয়ে ‘পুলিশ অফিসার অ্যাসোসিয়েশন’ দুঃসময়ে প্রাক্তন সহকর্মীর পাশে দাঁড়িয়ে বেনজীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ভবিষ্যতের বাংলাদেশে যে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা এভাবেই নিজেদের সহকর্মীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পাহাড়কে অবজ্ঞা করে সহমর্মিতা প্রকাশ করবে।

বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি কখনো নির্মূল করা যাবে না। দুর্নীতি হচ্ছে, দুর্নীতি হবেই। ইঁদুর দমন বা মশা-মাছি দমনের মত দুর্নীতিকে সব সময়ে দমিয়ে রাখতে হবে। দুর্নীতি দমনের জন্য তাই বিশাল প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে। এর নাম দেয়া হয়েছে ‘দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)’।

ব্যক্তি দুর্নীতি করবে। প্রতিষ্ঠানের এক বা একাধিক ব্যক্তি যোগসাজস করেও দুর্নীতি করবে। এটাই স্বাভাবিক কিন্তু অস্বাভাবিক হলো, দুর্নীতিবাজদের পক্ষে পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক বিবৃতি।সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম নিয়ে বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের বিবৃতি স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রতি সংবিধান পরিপন্থী হুমকি বলে মনে করছে টিআইবি। পুলিশ অফিসার অ্যাসোসিয়েশনের বিবৃতি বেনজীর কাণ্ডে সহকর্মীদের বে-নজীর সহমর্মিতা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হবে।

লেখকঃ আব্দুল করিম কিম, নাগরিক আন্দোলনের সংগঠক

লুটপাটের টাকা এবং চোরের মার বড়গলা

কাকন রেজা

বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করেন এমন একজন বহুদিন পূর্বেকার গণমাধ্যমে প্রকাশিতঅপ্রদর্শিত আয়ের উদাহরণ দিয়ে, বর্তমানের কালোটাকা সাদা করার ১৫ শতাংশের আলাপকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করেছেন। এবং তা সামাজিক মাধ্যমে। আজব না! এ বেচারা বুদ্ধিজীবী সেজেও অপ্রদর্শিত আয় আর চুরির টাকার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেননি, উল্টো গুলিয়ে ফেলেছেন। বৈধ আয়ের একটা অংশ যখন অপ্রদর্শিত থাকে তখন তা কর দিয়ে প্রদর্শিত করা হয়। বরং অপ্রদর্শিত আয় প্রদর্শনের মাধ্যমে কর দেয়ায় একধরণের সততা আছে। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই। ধরে নিন, আপনার দুটো বাড়ি আছে একটা দশতলা, একটা তিনতলা। আপনি এভাবেই কর দিয়ে আসছেন। কিন্তু আপনার তিনতলা বাড়িটি দশতলায় বর্ধিত করেছেন, সেটা আর দেখানো হয়নি। আপনি যদি সৎ হন তাহলে সেটা দেখিয়ে আপনি তার কর দেবেন এবং এটাই অপ্রদর্শিত আয়ের কর। আর কর্তৃপক্ষ যদি পেনাল্টি ছাড়া কিংবা কম পেনাল্টিতে সেই অপ্রদর্শিত আয় প্রদর্শনের সুযোগ করে দেন তবে তো আরো ভালো। অপ্রদর্শিত আয় প্রদর্শনের সহজ উপায়। এখন আসি লুটের টাকার ব্যাপারে, সে টাকার উৎস জানাতে পারবেন কি? পারবেন না। সুতরাং তাকে অপ্রদর্শিত দেখিয়ে করও দিতে পারবেন না। কর দিতে হয় উৎসের উপর। উৎস যদি হয় চুরিচামারি-লুটপাট সেটা তো আপনি কোনভাবেই প্রদর্শন করতে পারবেন না।

অপ্রদর্শিত আয় মানেই লুটপাটের টাকা নয়। বিদেশে পাচারকৃত লুটেরাদের টাকা নয়। লুটেরা-লুম্পেনদের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাটের সাথে অপ্রদর্শিত আয়ের মতন একটি বিষয়কে এক করে লুটপাটকে জাস্টিফাই করার চেষ্টাও অসততা। ১৫ শতাংশ কর দিয়ে যে পাচারকৃত টাকা ফিরিয়ে আনতে হলেও তার বৈধ উৎস জানাতে হবে। আর বৈধ উৎস না জানাতে পারলে, তা হরে অবৈধ আয়। অবৈধ ভাবে আয়ের জন্য শাস্তি প্রযোজ্য। সত্যিকার আইনের শাসন থাকলে এমনটাই হওয়ার কথা।

ইনকাম ট্যাক্স যা বাংলা আয়কর। এর অর্থ হলো আপনার আয়ের উপর সরকারকে কর দিতে হবে। আর আয়ের সংজ্ঞাটা কী? আপনার বৈধ কাজ থেকে যে অর্থ উপার্জিত হয়, সেই টাকাই আপনার আয়। আর যে টাকার বৈধ উৎস থাকে না, তার কর যদি দেয়া জায়েজ হতো এবং উৎস যদি দেখাতে না হতো, তাহলে তো চোর-ডাকাত-ছিনতাইকারীরা তাদের চুরি-ডাকাতি-ছিনতাইয়ের টাকা নিশ্চিন্তে ব্যাংকে রাখতে পারতো এবং সেই টাকার উপর কর দিতো। এমন হলে তো চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই বৈধ আয়ের উৎস হিসেবে স্বীকৃত হতো। কিন্তু তাকি সম্ভব?

যিনি বা যারা অপ্রদর্শিত আয়ের কথা তুলেছেন, তাদের সম্ভবত আয়কর সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই। অথবা তারা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এমন প্রচার চালাচ্ছেন। যাতে এ প্রচারের ফলে লুটপাটকে একটা বৈধতা দেয়া যায়। নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমেও আমরা যে হারে লুটপাটের খবর পাচ্ছি তাতেই আমাদের চোখ কপাল ছেড়ে আসমানে ওঠার দশা। আর গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রিত না হলে তো, চোখ বোধহয় সপ্ত আসমান পেরুতো। বেনজির সাহেবসহ অনেকেরউদাহরণই তো চোখের সমুখে। বেনজির বেচারা অবশ্য ফেঁসেছেন রাঘব-বোয়ালদের অন্তর্দ্বন্দ্বে। তিনি এতই ক্ষমতাশালী ছিলেন যে, শুদ্ধাচার পুরস্কার নিয়েছেন অবলীলায় এই ভেবে যে, তার কীর্তিকলাপ কখনো প্রকাশ পাবে না। কিন্তু তিনি বোধহয় ভুলে গিয়েছিলে, ‘তোমাকে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে’, এই কথাটি। সব লুটেরা-লুম্পেন, অত্যাচারী-শোষক-শাসক এ কথাটি হর-হামেশাই ভুলে যায়।

গোকুলে বাড়ার কথা বলতেই ওঠে আসে রাজস্ব কর্মকর্তা মতিউরের নাম। তার ছেলেই গোকুলে বেড়ে ওঠে তার বিনাশ করেছে। দুর্নীতির সম্পদ বাঁচাতে তিনি ছেলেকেই অস্বীকার করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা সফল হয়নি। এখন বেরিয়ে আসছে তার দুর্নীতির চেরাগের খবর, যা ঘসে তিনি সব লুটে-পুটে খেয়েছেন। বেরিয়ে আসছে তার অঢেল অর্থ-বিত্তের খোঁজ। এখন তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তার বিনাশ গোকুলে বেড়ে ওঠার দ্বারাই হয়েছে। আমাদের অনেক বিনাশই গোকুলে বেড়ে ওঠাদের দ্বারাই ঘটেছে। এবারও প্রকৃতি সেই গোকুল বেড়ে ওঠাদের দিয়েই লুটেরা-লুম্পেনদের বিনাশে নেমেছে। চোরের মার অবশ্য গলা বড় হয়। কিন্তু সময় অনুকুলে নয়, এখন বড়গলা করে লাভ নেই। বড়গলার আওয়াজ এখন বরং ব্যাকফায়ার করবে। যা সামলানো বড় কঠিন।সোজা কথায় বলতে পারেন, ধর্মের কল বাতাসে নড়তে শুরু করেছে। ধীরে হলেও এখন সম্ভবত শুধু বিনাশের খেলা দেখতে পাবো।

KARNAFULLY
HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট্য

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ | আজই আসুন

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

পলাশী ট্র্যাজেডি থেকে কি শিক্ষা পেলাম আমরা

ইমরান ইমন

২৩ জুন ঐতিহাসিক পলাশী দিবস। বাংলার ইতিহাসের এক কালো দিন। ১৭৫৭ সালের এই দিনে দেশীয়বণিক, বিশ্বাসঘাতক ও ইংরেজ বেনিয়াদের চক্রান্তে পলাশীর প্রান্তরে ২০০ বছরের জন্য বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। এক ঘন্টার প্রহসনের যুদ্ধে পরাজয় ঘটে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার। পলাশীর ২৩ জুনের ইতিহাস প্রকৃত সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করার ইতিহাস। ২৩ জুনের ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস।

১৭৫৭ সালের ১২ জুন কলকাতার ইংরেজ সৈন্যরা চন্দননগরের সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। সেখানে দুর্গ রক্ষার জন্য অল্প কিছু সৈন্য রেখে তারা ১৩ জুন অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করে। কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদের পথে হুগলি, কাটোয়ার দুর্গ, অগ্রদ্বীপ ও পলাশীতে নবাবের সৈন্য থাকা সত্ত্বেও তারা কেউ ইংরেজদের পথ রোধ করল না। নবাব বুঝতে পেরেছিলেন, সেনাপতিরাও এই ষড়যন্ত্রে শামিল। কিন্তু ততক্ষণে আর করার কিছু ছিল না।

নানা আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল সিরাজউদ্দৌলা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে আসীন হন। তখন তার বয়স মাত্র ২২ বছর। তরুণ নবাবের সাথে ইংরেজদের বিভিন্ন কারণে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এছাড়া রাজ সিংহাসনের জন্য লালায়িত ছিলেন সিরাজের পিতামহ আলীবর্দী খাঁর বিশ্বস্ত অনুচর মীর জাফর ও খালা ঘষেটি বেগম। ইংরেজদের সাথে তারা যোগাযোগ স্থাপন ও কার্যকর করে নবাবের বিরুদ্ধে নীলনকশা পাকাপোক্ত করে। দিন যতই গড়াচ্ছিলো এ ভূখণ্ডের আকাশে ততোই কালোমেঘ ঘনীভূত হচ্ছিলো। ১৭৫৭ সালের ২৩ এপ্রিল কোলকাতা পরিষদ নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার পক্ষে প্রস্তাব পাস করে। এ প্রস্তাব কার্যকর করতে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভ রাজদরবারের অভিজাত সদস্য উমির চাঁদকে এজেন্ট নিযুক্ত করেন। এ ষড়যন্ত্রের নেপথ্য নায়ক মীরজাফর, তা আঁচ করতে পেরে নবাব তাকে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করে আব্দুল হাদীকে অভিষিক্ত করেন। কূটচালে পারদর্শী মীর জাফর পবিত্র কুরআন শরীফ ছুঁয়ে শপথ করায় নবাবের মন গলে যায় এবং মীর জাফরকে প্রধান সেনাপতি পদে পুনর্বহাল করেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিকরা বলেন, এই ভুল সিদ্ধান্তই নবাব সিরাজের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

২৩ জুন সকালেই পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজরা মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। ইংরেজরা 'লক্ষবাগ' নামক আমবাগানে সৈন্য সমাবেশ করালো। বেলা আটটার সময় হঠাৎ করেই মীরমদন ইংরেজবাহিনীকে আক্রমণ করেন। তার প্রবল আক্রমণে টিকতে না পেরে ক্লাইভ তার সেনাবাহিনী নিয়ে আমবাগানে আশ্রয় নেন। ক্লাইভ কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েন। মীরমদন ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু মীর জাফর, ইয়ার লতিফ, রায়দুর্লভ যেখানে সৈন্যসমাবেশ করেছিলেন সেখানেই নিস্পৃহভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাদের সামান্য সহায়তা পেলেও মিরমদন ইংরেজদের পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করতে পারতেন। দুপুরের দিকে হঠাৎ বৃষ্টি নামলে সিরাজউদ্দৌলার গোলাবারুদ ভিজে যায়। তবুও সাহসী মীরমদন ইংরেজদের সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু গোলার আঘাতে মীরমদন মৃত্যুবরণ করেন।

মীরজাফর আবারও বিশ্বাসঘাতকতা করে তার সৈন্যবাহিনীকে শিবিরে ফেরার নির্দেশ দেন। এই সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা নবাবকে আক্রমণ করে। যুদ্ধ বিকেল পাঁচটায় শেষ হয় এবং নবাবের ছাউনি ইংরেজদের অধিকারে আসে। ইংরেজদের পক্ষে সাতজন ইউরোপিয়ান এবং ১৬ জন দেশীয় সৈন্য নিহত হয়। তখন কোন উপায় না দেখে সিরাজউদ্দৌলা রাজধানী রক্ষা করার জন্য দুই হাজার সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিন্তু রাজধানী রক্ষা করার জন্যেও কেউ তাকে সাহায্য করেনি।

১৭৫৭ সালের ৩ জুলাই সিরাজউদ্দৌলাকে মহানন্দা নদীর পাড় থেকে বন্দি করে রাজধানী মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বন্দী হবার সময় নবাবের সাথে ছিলেন তার স্ত্রী লুতফা বেগম এবং চার বছর বয়সী কন্যা উম্মে জহুরা। এর পরের দিন ৪ জুলাই (মতান্তরে ৩ জুলাই) মীরজাফরের আদেশে তার পুত্র মিরনের তত্ত্বাবধানে আরেক বিশ্বাসঘাতক মোহাম্মদী বেগ সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করে। মুর্শিদাবাদের খোশবাগে নবাব আলিবর্দী খানের কবরের কাছে তাঁকে কবর দেয়া হয়।

সিরাজের নানা আলীবর্দী খান মৃত্যুবরণ করেন ১৭৫৬ সালের ৯ এপ্রিল। আর পলাশী যুদ্ধে সিরাজের পতন ঘটে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন, অর্থাৎ, ১৪ মাস ১৪ দিন পর। সিংহাসনে বসার পর থেকে সিরাজকে প্রতিনিয়ত চারিদিকের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হয়েছে।

পলাশী যুদ্ধে বাংলা পরাজিত হওয়ার মূল কারণ কী? তা সঠিকভাবে আজও আমাদের জানা নেই। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, পলাশী যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভের মাত্র তিন হাজার ২০০ সৈন্যের কাছে সিরাজউদ্দৌলার ৫০ হাজার সৈন্যের অভাবনীয় পরাজয় কীভাবে ঘটলো? আশ্চার্যজনক ব্যাপার একটা দেশের হাজার হাজার সৈন্য পরবর্তীতে কোথায় গেল?

পলাশী যুদ্ধের মাত্র তিন-চার বছরের পরে মীর কাশিমের কাটোয়া, গিরিয়া, উদয়নালার যুদ্ধে অথবা দিনাজপুর ও রংপুরকে কেন্দ্র করে নূরুল দিন ও ফকির মজনু শাহের যে প্রতিরোধ সংগ্রাম সেখানেও এসব সৈন্যের ঐক্যবদ্ধ লড়াই দেখতে পাওয়া যায়নি। সে সময় বাংলার নবাব মীর জাফরকে সবাই ক্লাইভের গর্দভ বলে জানতেন। শেষ মুহূর্তে বাংলার মানুষেরা কেন তখন সেই গর্দভের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। পলাশীর প্রান্তরে ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া প্রেক্ষাপটে আজ আমাদের গভীরভাবে নতুন করে উপলব্ধি করতে হবে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন বাংলার ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়, বিশ্বাসঘাতকতার অধ্যায়।

অথচ পলাশী যুদ্ধ সম্পর্কে রবার্ট ক্লাইভ তার আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, "সে দিন স্থানীয় অধিবাসীরা ইংরেজদের প্রতিরোধ করতে চাইলেই লাঠিসোটা আর হাতের ইটপাটকেল মেরেই তাদের খতম করে দিতে পারতো। কিন্তু এ দেশবাসীরা তা উপলব্ধি করতে পারেনি।"

যেকোনো কারণেই হোক সেদিন বাংলার মানুষ এগিয়ে যায়নি। তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার তখন খুবই অভাব ছিল। পলাশীর ট্র্যাজেডির পরেও বাংলার সাধারণ মানুষ, কৃষক সমাজ দৈনন্দিন জীবন, নিত্যদিনের মতোই মাঠে কৃষি কাজ করেছে, ফসল বুনেছে। অথচ পলাশীর যুদ্ধে গোটা জাতীয় জীবনে কি নিদারুণ ভাগ্য বিপর্যয় ঘটলো, এক ঘণ্টার প্রহসন যুদ্ধে গোটা জাতির স্বাধীনতা হরণ করে নিয়ে গেল গোটা কয়েক বেনিয়া ইংরেজ অথচ তাদের টনক নড়লো না। টনক যখন নড়লো, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাদের আর তখন কিছুই করার ছিল না। সিরাজউদ্দৌলা কখনো তার দেশের প্রজাদের সাথে কোনো অবস্থাতেই বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। কখনো স্বেচ্ছায় স্বদেশকে বিকিয়ে দেননি। পলাশীর প্রান্তরে মর্মান্তিক নাট্যমঞ্চে এক মাত্র তিনি ছিলেন মূলনায়ক। সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, বাংলার স্বাধীনতার শেষ প্রতীক।

ইতিহাস থেকে দেখা যায়, নবাব সিরাজের সাথে, দেশের সাথে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ইতিহাস তাদের কাউকেই ক্ষমা করেনি, চক্রান্তকারীদের ভোগ করতে হয়েছে মর্মান্তিক পরিণতি। তাদের সবারই করুণ পরিণতি ঘটেছে।

২৩ জুন আমাদের জাতীয়জীবনে যেমন এক কলঙ্কের দিন, তেমনি তা এক শিক্ষণীয় দিবসও বটে। বাংলার ইতিহাসে এই পলাশী অধ্যায় যেমন ন্যাক্কারজনক হৃদয়বিদারক ঘটনা, তেমনি আমাদের জাতীয় জীবনে এর মাশুল দিতে হয়েছে দীর্ঘ ২০০ বছরের গোলামির জিঞ্জির। ২৩ জুনের পলাশীর ইতিহাস, কিছু বিশ্বাসঘাতক চক্রান্তকারীর যোগসাজশে দেশের স্বাধীনতা বিদেশী বেনিয়াদের হাতে তুলে দেয়ার ইতিহাস। ২৩ জুনের ইতিহাস প্রকৃত সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করার ইতিহাস।

পরিশেষে একটা কথাই বলতে হয়, স্বাধীনতা দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ, একটা জাতির বড় অর্জন। আর দেশপ্রেম দেশের সবচেয়ে বড় আমানত। এই সত্যটা জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিককে আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের অবস্থান থেকে দেশকে ভালোবাসতে হবে।

প্রতি বছর ২৩ জুন আমাদের এই সতর্কবাণী শুনিয়ে যায়, দেশের ভেতরের শত্রুরা বাইরের শত্রুর চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। প্রবাদ প্রচলিত আছে, "ঘরের শত্রু বিভীষণ"। সে বিষয়ে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। আমরা ২৩ জুনের কলঙ্কময় অধ্যায় থেকে আদৌ কোনো শিক্ষা নিতে পেরেছি কী? ইতিহাসের সবচেয়ে বড়শিক্ষা হলো এই যে, 'ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না।'

Law Offices
এক্সিডেন্ট কেইসেস
মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্য
917-282-9256
(To schedule appointment only)
বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart
37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন: +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হওয়ার দাবি করেছেন।

সংশ্লিষ্টদের দাবি-প্রভাবশালী মহলের নির্দেশে বেনজীরকে প্রাইভেট পাসপোর্ট দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে পাসপোর্ট অধিদপ্তর রুটিন দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র।

২৫ জুন মঙ্গলবার দিনভর দুদক কার্যালয়ে পাসপোর্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদে এসব তথ্য উঠে আসে।

মঙ্গলবার এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সচিব খোরশেদা ইয়াসমীনকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি কোনো জবাব দেননি। এমনকি এ বিষয়ে দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আব্দুল্লাহও সাংবাদিকদের প্রশ্ন এড়িয়ে যান।

প্রসঙ্গত, গত ৩ জুন ‘পাসপোর্ট করতে বেনজীরের নজিরবিহীন জালিয়াতি; মিথ্যা পরিচয়ে বিশ্বভ্রমণ’ শিরোনামে যুগান্তরে সংবাদ প্রকাশিত হলে দেশব্যাপী তোলপাড় শুরু হয়। পরে ঘটনার তদন্তে নামে দুদক। বেনজীরের পাসপোর্ট দেওয়ার প্রক্রিয়ায় জড়িতদের তালিকা চেয়ে ১৯ জুন পাসপোর্ট অধিদপ্তরে চিঠি দেওয়া হয়।

জানা গেছে, দুদকের চিঠির সূত্র ধরে বেনজীরের পাসপোর্ট আবেদন যাচাই-বাছাই শুরু করে পাসপোর্ট অধিদপ্তর (ডিআইপি)। কেন্দ্রীয় সার্ভার থেকে তার আবেদনসহ সংযুক্ত ডকুমেন্ট ডাউনলোড করা হয়। এ সময় আবেদন গ্রহণ থেকে শুরু করে পাসপোর্ট ডেলিভারি পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরদের তালিকা করা হয়ছে। এ প্রক্রিয়ায় মোট ২১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত থাকার তথ্য নিশ্চিত হয়েছে ডিআইপি।

আরও জানা গেছে, দায়দায়িত্ব অনুযায়ী যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী বেনজীরের পাসপোর্ট প্রদান প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিলেন তারা হলেন-সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চাকরিচ্যুত) এটিএম আবু আসাদ, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক ফজলুল হক, সাবেক পরিচালক (চাকরিচ্যুত) মুনষি মুঈদ ইকরাম, আগারগাঁও বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিসের পরিচালক, উপপরিচালক আবু নাইম মাসুম, উচ্চমান সহকারী আজিজুল হক, সাইদুর রহমান, মওদুদুর রহমান, কম্পিউটার অপারেটর সাহেনা হক, মাহবুব আলম, মোহাম্মদ মোহসিন ইসলাম, নূর উদ্দিন, সুবাশ চন্দ্র রায়, রাজ্জাক ও রুকন। এদের মধ্যে ৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী মঙ্গলবার সকালে সেগুনবাগিচায় দুদক কার্যালয়ে হাজির হন।

দুদক সূত্র জানায়, জিজ্ঞাসাবাদে কর্মকর্তারা একেকজন একেক ধরনের তথ্য দিয়েছেন। তবে কেউই নিজেদের দায় স্বীকার করেননি। একে অন্যের ওপর দায় চাপিয়েছেন। এক কর্মকর্তা দুদকের জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে জানান, বেনজীর আহমেদ ২০১০ সালে তার হাতে লেখা পাসপোর্ট জমা দিয়ে মেশিন রিডেবল (এমআরপি) পাসপোর্ট নেন। এ সময় তিনি পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। কিন্তু তার আবেদন ফরমে পেশা লেখা হয় ‘প্রাইভেট সার্ভিস’। পরে বিভিন্ন সময় পাসপোর্ট নবায়ন করলেও তিনি পেশা সংশোধন করেননি। সর্বশেষ ২০২০ সালে তিনি ই-পাসপোর্ট নেন। তখন আইজিপি হিসাবে তার লাল পাসপোর্ট পাওয়ার কথা থাকলেও সাধারণ কোটায় সবুজ রংয়ের পাসপোর্ট নেন।

জিজ্ঞাসাবাদে দুদক জানতে পেরেছে, বেনজীর আহমেদ সর্বশেষ ২০২০ সালে জুন মাসে ই-পাসপোর্ট হাতে পান (নম্বর বি০০০০২০৯৫)। তখন প্রচলিত সব নিয়ম পাশ কাটিয়ে অসুস্থতার অজুহাতে পাসপোর্টের বিশেষ কারিগরি টিমকে বাসায় ডেকে নেন। এরপর অবিশ্বাস্য দ্রুততায় অতি গোপনে সব কাজ সম্পন্ন হয়। পাসপোার্ট প্রিন্টিং শেষে এএসপি (সহকারী পুলিশ সুপার) মোহাম্মদ আনোয়ার সিকদার বেনজীরের প্রতিনিধি হিসাবে তা গ্রহণ করেন।

দুদকের জিজ্ঞাসাবাদে এক কর্মকর্তা বলেন, বেনজীর ক্ষমতাধর এবং প্রভাবশালী কর্মকর্তা ছিলেন। সে সময় তার ভয়ে অনেকেই তটস্থ থাকতেন। ফলে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বেনজীরের পাসপোর্ট আবেদন যাচাই করা সম্ভব হয়নি। আবেদন যেভাবে এসেছে সেভাবেই তাকে পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছে। তবে ২০১৬ সালে একবার তাকে প্রাইভেট সার্ভিস পরিচয়ের জন্য এনওসি দাখিল করতে বলা হয়। তখন র‌্যাব সদর দপ্তর থেকে পাঠানো চিঠিতে প্রাইভেট সার্ভিস পরিচয়েই বেনজীরের পাসপোর্ট নবায়ন করতে বলা হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ই-পাসপোর্টের আবেদন অনলাইনে জমা দিলেও নিয়ম অনুযায়ী একজন কর্মকর্তা তা গ্রহণ করেন। এরপর আরও কয়েকটি ধাপে যাচাই-বাছাইয়ের পর চূড়ান্ত প্রিন্টিং সম্পন্ন হয়। শেষ ধাপে ডেলিভারির আগে আরেক দফা যাচাইয়ের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু বেনজীরের ক্ষেত্রে এসবের কিছুই করা হয়নি। অনলাইনে ফরম জমার পর সব কাজ সম্পন্ন হয় অস্বাভাবিক দ্রুততায়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, বেনজীরের ব্যক্তিগত তথ্য গ্রহণ থেকে শুরু করে অন্য কাজগুলো সম্পন্ন করেন সাহেনা হক নামের এক কম্পিউটার অপারেটর। কিন্তু তিনি পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিজস্ব জনবল ছিলেন না। ই-পাসপোর্ট বাস্তবায়নকারী জার্মান কোম্পানি ভেরিডোজের কর্মী ছিলেন সাহেনা। কয়েক বছর আগে তিনি স্থায়ীভাবে জার্মানি চলে যান। বিদেশে থাকায় তিনি দুদকের ডাকে হাজির হননি। এছাড়া বেশ কয়েকজন অবসরে গেছেন। কয়েকজন দুর্নীতির অভিযোগে চাকরিচ্যুত।

পাসপোর্ট কর্মকর্তারা বলছেন, বেনজীরের পাসপোর্ট কেলেঙ্কারির দায় একা পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নয়। এক্ষেত্রে যথাযথ পুলিশ ভেরিফিকেশনও হয়নি। তিনি সাধারণ পাসপোর্ট দেখিয়ে নিয়মিত বিদেশ ভ্রমণ করেছেন কিন্তু পুলিশের বিশেষ শাখার সদস্যরা এ বিষয়ে কোনো রিপোর্ট দাখিল করেননি। এমনকি গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরাও বিষয়টি একেবারেই টের পায়নি এমন ভাবার সুযোগ নেই।

কেউ দুর্নীতি বা ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তাঁর মূল দায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরই। কিন্তু দেখার বিষয়, যখন এসব অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তখন তাঁর অবস্থান কী ছিল? তিনি রাষ্ট্রীয় পদে থেকে এসব কাজ করলে সরকারকেও দায় নিতে হবে।

বৃহস্পতিবার রাতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আগেই এর আগে কখনো প্রেসিডেন্ট প্রার্থীরা সরাসরি এমন কোনো বিতর্ক যোগ দেননি। এর আগে কোন বিতর্কে কোন প্রার্থীকে অপরাধ আইনে দণ্ড নিয়ে প্রশ্ন শুনতে হয়নি। আমেরিকার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে কোনো প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে তাঁর পুত্রের অপরাধ দণ্ড নিয়েও এর আগে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হয়নি।

৯০ মিনিটের বিতর্ক। একদিকে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। পুনর্নির্বাচিত হওয়ার মাত্র ৪২ শতাংশ সম্ভাবনা যার এই মুহূর্তে। বিতর্কের অন্যদিকে সাবেক সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইতিহাসের প্রথম দণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট। জনমত জরিপে যার নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা ৫৮ শতাংশ। এসব বিতর্কের আগের সপ্তাহের জনমত জরিপ।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বয়স ৮১ বছর। ট্রাম্পের বয়স ৭৮ বছর। দুই বৃদ্ধ বেশ আগে থেকেই এ বিতর্কের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা ছাপা সংস্করণ আসছে শুক্রবারে পাঠকের হাতে পৌঁছবে। এর আগেই বৃহস্পতিবার রাত ৯ টায় আটলান্টায় ৯০ মিনিটের বিতর্ক মঞ্চ উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। এ মঞ্চ ঘিরে কোনো দর্শক স্রোতা থাকার কথা নয়। নজিরবিহীন এক শর্তে কোনো দর্শক ছাড়াই এ সরাসরি বিতর্ক। একজন কথা বলার সময় অন্যজনের মাইক বন্ধ। কলম আর লেখার প্যাড ছাড়া কিছুই থাকার কথা নয় বাইডেন বা ট্রাম্পের হাতে। শুধু আমেরিকা নয়, বিশ্বের কোটি কোটি দর্শকের চোখ সিএনএন এর পর্দায় আটকে পড়ার উত্তেজনা।

নভেম্বর মাসে নির্বাচন। সাধারণত আগস্ট মাসে ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকানদের কনভেনশন হয়। কনভেনশনের পরই দুই দলের চূড়ান্ত প্রার্থীর মধ্যে বিতর্ক হয়। এবারেই প্রথম কনভেনশনের নিয়ে কারো কোন আগ্রহ নেই।দুই দলের প্রার্থী এরমধ্যেই নিশ্চিত প্রার্থী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। কনভেনশনে এ প্রার্থীতাকে শুধু আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেবেন ডেলিকেটরা। ফলে জুন মাসের প্রেসিডেন্সিয়াল বিতর্ক আমেরিকার রাজনীতিতে নতুন। এ নিয়ে শুরু থেকেই আগ্রহ শুরু হয়েছে মার্কিন সমাজে।

৮১ বছর বয়সের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে দলের মধ্যে এবং দলের বাইরে সংশয় সন্দেহ বিরাজমান। ৯০ মিনিটের বিতর্কে মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারাকেই বিতর্কে জয় হিসেবে দেখা যেতে পারে। পারিবারিক কেলেঙ্কারিতে পেয়ে বসেছে প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে। নিজের ক্ষমতায় থাকার সময়েই পুত্র হান্টার বাইডেন অপরাধ আইনে দণ্ড লাভ করেছেন। আগে এক পুত্রকে ক্যান্সারে হারিয়েছিলেন।২০২০ সালের নির্বাচনে আমেরিকার মানুষের সহানুভূতি পেয়েছিলেন পুত্র হারানোর কথা বলে। এবারে পুত্রের অপরাধ ও দণ্ডপ্রাপ্তি নিয়ে ট্রাম্পের হামলার মোকাবেলা তাঁকে করতে হচ্ছে।

বাইডেন পারিবারিকভাবে দুর্নীতিবাজ, একথাটি ট্রাম্প বলে আসছিলেন বেশ আগে থেকেই। সরাসরি বিতর্কে এ বিষয়টি অবধারিতভাবে সামনে নিয়ে আসছেন। ইমিগ্রেশন সমস্যা , দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, সীমান্ত সমাস্যার সমাধান না করা, ইউক্রেন যুদ্ধ, গাজা ইসরাইল পরিস্থিতির দায় নিয়ে কঠিন হামলার জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে প্রস্তুত করা হয়েছে বেশ আগে থেকেই। ডনাল্ড ট্রাম্প জনমত জরিপে এগিয়ে আছেন, তাঁর রক্ষণশীল সমর্থকদের অনড় অবস্থানের পরও বাইডনকে বিতর্কে হালকা করে না দেখার কথা জানিয়েছেন এক সপ্তাহ আগেই। একজন ক্যারিয়ার রাজনীতিবিদ হিসেবে জো বাইডেন একদম তৃণমূল থেকে ক্রমান্বয়ে উঠে এসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। রাজনৈতিক বিতর্কে সবসময়ই তিনি ভালো করেছেন। যদিও সময় ও বয়স এখন তাঁর পক্ষে নেই। এরপরও ট্রাম্প সবকিছুকে সহজ হিসেবে নিলেও এ বিতর্ককে গুরুত্ব দিতে দেখা গেছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য সমর্থকদের আশঙ্কা হচ্ছে , বিতর্কের মঞ্চে তিনি নিজেকে কতটা স্বাভাবিক একজন রাষ্ট্রনায়কের মতো কথা চালিয়ে যাবেন কি না। ট্রাম্প পেশাদার রাজনীতিবিদদের মতো হিসেব করে কথা বলতে পারেন না। মাপা কথায় দীর্ঘ সময় স্থির থাকতে পারেন না। আগের প্রস্তুত করা বক্তৃতা বা কথা থেকে বেরইয়ে নিজের স্বভাবসুলভ বাগাড়ম্বরে জড়িয়ে পড়েন। বিতর্কের আগে থেকে ট্রাম্প সমর্থকদের একটাই কামনা করতে দেখা গেছে, তিনি যেন একজন স্বাভাবিক মানুষের মতো কথা বলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অপরাধ দণ্ডের প্রশ্নবাণ, নৈতিকতার দায়, গর্ভপাত নিয়ে দোদুল্যমানতা, সমাজে বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগ বিতর্কে নিশ্চিত থাকছে। বৃহস্পতিবার রাতে দুই বয়স্ক প্রার্থীর আচরণ কতটা 'প্রাপ্ত বয়স্ক' মানুষের বিতর্কের সীমারেখায় থাকবে, এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে বেশ আগে থেকেই।

২৭ জুনের পর দুই প্রার্থী আবার মুখোমুখি হবেন সেপ্টেম্বর মাসে। এরমধ্যে আমেরিকার রাজনীতি কতটা নিজেদের পক্ষে ঘুরিয়ে নিতে পারেন, তা নির্ভর করছে ২৭ জুন রাতের বিতর্কের উপর।

এবার এনবিআরের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কাজী আবু মাহমুদ ফয়সালসহ ১৪ জনের ৮৭টি ব্যাংক হিসাবে থাকা ছয় কোটি ৯৬ লাখ টাকা ফ্রিজ করেছেন আদালত। এছাড়া, ফয়সালসহ সাতজনের নামে থাকা ১৫টি সঞ্চয়পত্রে থাকা দুই কোটি ৫৫ লাখ টাকা অবরুদ্ধ করা হয়েছে। ফয়সালের স্ত্রী আফসানাসহ চারজনের নামে থাকা স্থাবর সম্পদ জব্দ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুদকের সহকারী পরিচালক ও অনুসন্ধানকারী টিমের সদস্য মোস্তাফিজ রাজস্বের কাজী আবু মাহমুদ ফয়সাল, তার স্ত্রী আফসানা জেসমিন এবং তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিগণের নামে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর, বিক্রয় বা মালিকানাসত্ব বদল রোধের জন্য ব্যাংক হিসাব, ব্যাংকে রক্ষিত সঞ্চয়পত্র ও নন ব্যাংকিং ফাইনান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের আমানতসমূহ থেকে অর্থ উত্তোলন অবরুদ্ধ এবং স্থাবর সম্পদ জব্দের আবেদন করেন। পরে দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর মোশাররফ হোসেন কাজল শুনানিতে অংশ নেন। শুনানি শেষে আদালত ব্যাংক হিসাব, সঞ্চয়পত্র ফ্রিজ ও স্থাবর সম্পদ ক্রোকের আদেশ দেন।

ফাহিম সালেহ হত্যায় সহকারী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তার সাবেক সহকারী টাইরেস হাসপিল দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। ম্যানহাটনের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ২৪ জুন সোমবার ম্যানহাটন সুপ্রিম কোর্ট এ মামলায় তার সাবেক সহকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। ২০২০ সালে নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে বাংলাদেশের রাইড শেয়ারিং প্রতিষ্ঠান পাঠাওয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা ফাহিম সালেহ হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

আদালতে তার সাবেক সহকারী টাইরেস হাসপিল জানান, প্রেমিকাকে আকৃষ্ট করার জন্য নানা উপহার কিনতে তিনি ফাহিমের অর্থ চুরি করেছিলেন। পরে এ বিষয়টি আড়াল করতেই তিনি ফাহিমকে হত্যা করেন। তবে তার এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেন বিচারক।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হাসপিল ফাহিমের চার লাখ মার্কিন ডলার চুরি করেন। এরপর বিষয়টি আড়াল করতে হত্যার পর তার ইলেকট্রিক করাত দিয়ে খণ্ড-বিখণ্ড করেন। এ ঘটনায় হাসপিলকে ফার্স্ট ডিগ্রি হত্যার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

ফাহিম সালেহ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ও মার্কিন নাগরিক ছিলেন। তিনি রাইড শেয়ারিং প্রতিষ্ঠান পাঠাওয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তা ছিলেন। এ ছাড়া নাইজেরিয়াভিত্তিক স্কুটার স্টার্ট-আপ গোকাদার প্রধান নির্বাহী ছিলেন ফাহিম।

২০২০ সালের ১৩ জুলাই নিজ অ্যাপার্টমেন্টে খুন হন ফাহিম। এ ঘটনার তখন তার ব্যক্তিগত সহকারী হাসপিলকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর ওই বছরের ১৩ অক্টোবর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে মামলার বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়।

আইনজীবীরা বলছেন, হাসপিল ফাহিমকে ঠান্ডা মাথায় খুন করেন। আদালতে তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করেছেন।

অন্যদিকে তার আইনজীবীদের দাবি, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন হাসপিল। এ জন্য তার সাজা কমানোর দাবি জানিয়েছেন আইনজীবীরা। যদিও আইনজীবীদের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন জুরিবোর্ড।

আগামী ১০ সেপ্টেম্বর এ মামলায় হাসপিলের সাজা ঘোষণার তারিখ ধার্য করা হয়েছে। এ মামলায় তার ২৫ বছর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।

দেশ কি বিক্রি হয়ে গেছে?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভারতের কাছে বিক্রি হওয়া। মঙ্গলবার সকালে ভারত সফর নিয়ে গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, শেখ হাসিনা এই দেশকে বিক্রি করে না। কারণ আমরা এই দেশকে স্বাধীন করেছি। এতে যে কষ্টটা ভোগ করেছি, সেটা আমরা জানি। যারা বিক্রির কথা বলে, তারা পাকিস্তানের দালালি করেছে।

তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে সম্পাদিত 'চুক্তি ও সমঝোতা' দেশের স্বার্থ বিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তবে সাবেক কূটনীতিকরা বলছেন, এবারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত ফলাফল শূণ্য। কারন ১২ বছর ধরে বাংলাদেশের মূল দাবি তিস্তার পানি বণ্টনের কোন আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে না। বরং ভারত নানা ভাবে বাংলাদেশকে বলছে। সর্বশেষ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, তিস্তার পানি বণ্টনে একটি কারিগরি বাংলাদেশে পাঠাবে।

বাস এ পর্যন্ত। মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা বলার পর দিনই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী প্রতিবাদ করে উঠলেন। বললেন কোন চুক্তি হবেনা।

প্রশ্ন এটা নয় প্রশ্ন হচ্ছে ভারত আসলে বাংলাদেশের কতটুকু বন্ধু। এটা ঠিক ১৯৭১ সালে ভারত বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেক বড় অবদান রেখেছে। এক কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে। অস্ত্র, সামরিক সহায়তা দিয়েছে। সেই অবদান বাংলার মানুষ কোনদিন ভুলবে না। কিন্তু এরপর কি ? বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কতটুকু আছে। এমন কি রাজনৈতিক স্বাধীনতা। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন বলেছিলেন বাংলাদেশের সাথে ভারতের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক।

বুধবারও সীমান্তে হত্যা

প্রধানমন্ত্রী ভারত থেকে ফিরে সংবাদ সম্মেলন করেছেন মঙ্গলবার। সেখানে বলেছেন ভারত আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু। সেই বন্ধুর কথা বলতে না বলতেই মঙ্গলবার রাতে লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী-বিএসএফ এর গুলিতে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। অভিযোগ সেই পুরানো অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা। অবশ্য সীমান্ত হত্যার ব্যাপারে শেখ হাসিনা কোন বক্তব্য দেন নি। মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে, গত সাত বছরে ভারতের বিএসএফরে হাতে ২০১ জন বাংলাদেশি মারা গেছেন।

কুড়িগ্রামের অনন্তপুর-দিনহাটা সীমান্তের খিতাবেরকুঠিএলাকায় ০৭ জানুয়ারি ২০১১ সালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর সদস্যরা ফেলানী খাতুন (জন্ম:১৯৯৬ সাল) নামের এক কিশোরীকে গুলি করে হত্যা করে। বিএসএফ ১৮১ ব্যাটালিয়নের চৌধুরীহাট ক্যাম্পের জওয়ানদের এই ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়। ফেলানীর লাশ পাঁচ ঘণ্টা কাঁটাতারে ঝুলে ছিল। বিএসএফ নিজস্ব আদালতে এ ঘটনার জন্য দায়ী সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। বাবার সঙ্গে ফেলানী নয়াদিল্লিতে গৃহকর্মীর কাজ করত। বিয়ের উদ্দেশে সে দেশে ফিরছিল। সেই ফেলানির বিচার এখনো হয়নি। এ ব্যাপারে সরকার বা কেউ কিছু বলার সাহসও নেই।

তিস্তা চুক্তি প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের বিবৃতি

তিস্তা নদীর সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মহাপরিকল্পনা নিয়ে ভারত ও চীন দুই দেশই প্রস্তাব দিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, চীন সম্ভাব্যতা যাচাই করছে, ভারতও করবে। তবে বাংলাদেশ সবদিক বিবেচনা করে যাদেরটা লাভজনক হবে সেটাই নেবে।মঙ্গলবার গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যের পর প্রশ্ন-উত্তর পর্বে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে বলেন, ভারত যদি আমাদের তিস্তা প্রজেক্টটা করে দেয়, তাহলে আমাদের সব সমস্যারই তো সমাধান হয়ে গেল। তো সেটাই আমার জন্য সহজ হলো না? ভারত যখন এগিয়ে আসছে, আমরা যদি এটা করি, তাহলে পানি নিয়ে আর প্রতিদিন প্যাঁ প্যাঁ করতে হবে না।

কিন্তু গত ২৩ জুন পানি বণ্টন চুক্তিতে নয়, ভারত তিস্তা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে আগ্রহী। তবে ঢাকা চাইছে দিল্লি যাতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় পানি বণ্টন চুক্তিটি সই করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে রাষ্ট্রীয় সফর নিয়ে শনিবার রাতে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নয়াদিল্লির বৈঠকে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনাকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি নবায়নে যৌথ কারিগরি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এ সময় তিস্তা নদীর ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে ভারতের পক্ষ থেকে আগ্রহ দেখানো হয়। তবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দ্রুত সময়ের মধ্যে তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি সইয়ের কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

তাহলে ভারত আসলে কি চায় এটা সবার জানার বিষয়। তবে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল মঙ্গলবার বলেছেন 'সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হচ্ছে ভারতকে রিচ করতে বা তার কাছ থেকে দাবিগুলো আদায় করে নিয়ে আসতে। আপনি (সরকার) অভিন্ন নদীগুলোর পানির হিস্যা না পেয়ে চুক্তি সই করতে চাচ্ছেন। তিস্তার পানি আমাদের সবচেয়ে আগে দরকার, কিন্তু তিস্তা প্রকল্পের কাজ করতে চায় সরকার। কারণ প্রকল্প হলে অনেক টাকা। সেই টাকাই তাদের (সরকার) আসল উদ্দেশ্যে।'

'আমার প্রশ্ন, একজন দেশপ্রেমিককে তার দেশের স্বার্থ আগে দেখতে হবে। উনি (প্রধানমন্ত্রী) নিজেই বলেছেন যে, আমি সব কিছু উজাড় করে দিয়েছি। উজাড় করে দিয়ে তো রেজাল্ট পেয়েছেন। এবারও উজাড় করে দিয়ে এসেছেন, আবার রেজাল্ট পাবেন,' বলেন মির্জা ফখরুল।

এবারের দিল্লি সফরে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি সফরে ঢাকা ও নয়াদিল্লির মধ্যে ক্রমবর্ধমান সম্পর্ককে আরও সুসংহত করতে সাতটি নতুন ও তিনটি নবায়নকৃতসহ ১০টি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বলা বাহুল্য বাংলাদেশের সাথে ভারতের ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি বাণিজ্য ঘাটতি আছে। এর বাইরে ভারতের নাগরিকরা কয়েক বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশে চাকুরি করে নিজ দেশে নিয়ে যায়। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশে এমন কোন ব্যবসা নেই যেখানে ভারত জড়িত নয়। এমন কি পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ভারত ব্যবস্থাপনার ব্যবসা নিয়েছে। নেপাল থেকে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ আমদানি করবে। সেখানে ভারত অংশীদার হিসেবে ব্যবসা বাগিয়ে নিয়েছে। সুতরাং এটা বলা কঠিন নয় যে ভারতের কাছে কি বাংলাদেশ বিক্রি হয়ে গেছে কিনা।

এহসান আমান উল্লাহ

সাঁতার কাটতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারালেন এহসান

ডেস্ক রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে সাগরে সাঁতার কাটতে গিয়ে বাংলাদেশি আমেরিকান এহসান আমান উল্লাহ (১৮) নামের এক যুবকের মৃত্যু ঘটেছে(ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজিউন)। আটলান্টিক সাগরের মোহনায় একদল টিন এজার্সের সাথে সাঁতার কাটতে গিয়েছিলেন এহসান। ২৫ জুন মঙ্গলবার বিকেল সাতটার দিকে অপর একজন ১৮ বছর বয়সের ছেলে এবং ১৮ বছর বয়সের একজন মেয়ের সাথে সাঁতার কাটছিলেন এহসান। নিউজার্সির ন্যুয়ার্কের কাছেই সাগর মোহনার ছোট একটি দ্বীপের কাছে সাঁতারের একপর্যায়ে গভীর জলে তলিয়ে যান এহসান। উদ্বারকারীরা সংবাদ পেয়ে এসে তল্লাসি চালায়। রাত হয়ে যাওয়ায় উয়েস্ট মিলফোর্ড পুলিশ মঙ্গলবার রাতে সাগর তল্লাসি স্থগিত রাখতে হয়। পরদিন বুধবার সকাল থেকে রাজ্য পুলিশের তল্লাসি দলসহ মেরিন ডুবুরীরা ব্যাপক তল্লাসি করে এহসান আমান উল্লাহ'র মৃতদেহ উদ্ধার করেছে।

জনসংগঠক কবির কিরণ জানিয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার সাদি উল্লাহ'র দুই ছেলের মধ্যে দ্বিতীয় এহসান সদ্য স্কুল পাশ করে রাটগার্টস ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার প্রক্রিয়ায় ছিল। নিউজার্সির র‍্যান্ডল শহরে পরিবারটি বসবাস করে। মাত্র দুইদিন আগে হজ্ব পালন করে ইঞ্জিনিয়ার সাদি উল্লাহ আমেরিকায় ফিরেছেন। এহসানের ম্যাক্সিকান মা ছেলের এ দুর্ঘটনার সময় ম্যাক্সিকো সফর করছিলেন। কবির কিরণ জানিয়েছেন, শুক্রবার এহসানের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে এবং তাঁকে স্থানীয় কবরস্থানে সমাহিত করা হবে। পেশাজীবী সাদি উল্লাহ'র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কেন্দ্রীয় নেতাদের সামনে সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুক উদ্দিন আহমেদ বক্তব্য দেন।

ইজ্জতের 'ভয়ে' ছাত্রলীগকে কিছু বলে না আওয়ামী লীগ!

সিলেট

তোমাদের নিয়ে অনেক কথা শুনি। কিন্তু তোমাদের বলার সাহস আমাদের নেই: মাসুক উদ্দিন আহমেদ।

সিলেট ডেস্ক

'তোমাদের নিয়ে অনেক কথা শুনি। কিন্তু তোমাদের বলার সাহস আমাদের নেই! ইজ্জত থাকবে না আমাদের! অনেক কথা সিলেট শহরে শুনি, সিলেট শহরে হাঁটতে পারি না।' ২৪ জুন সোমবার সন্ধ্যায় সিলেট সার্কিট হাউসে জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সিলেট ও সুনামগঞ্জের ছাত্রলীগ নেতাদের উদ্দেশ্যে সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুক উদ্দিন আহমেদ উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

সিলেট-সুনামগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতীয় চিনি চোরাচালান-ছিনতাইসহ নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে সিলেট ছাত্রলীগ। গণমাধ্যমে এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের পর বিষয়টি নজরে আসে দলের স্থানীয় নেতাদের। পরে হাইকমান্ডকে তারা বিষয়টি অবগত করেন। অসহায় হয়ে চোরাচালান বন্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপও চান তারা।

এবার এসব অভিযোগ সামনে রেখে কেন্দ্রীয় নেতাদের সামনে ক্ষোভ ঝাড়লেন সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি। চলমান বন্যা পরিস্থিতিতে সিলেট-সুনামগঞ্জ সফরে এসেছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ, দলের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় সদস্য আজিজুস সামাদ ডন। তাদের সঙ্গে সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের এই মতবিনিময় সভা হয়। ছাত্রলীগ নেতাদের নানা অপকর্মে ক্ষুব্ধ মাসুক উদ্দিন আহমদ বলেন, 'ছাত্রলীগ আমাদের ছোট ভাই, আমরাও তো ছাত্রলীগ করেছি। দীর্ঘ ৫৫ বছর রাজনীতিতে হয়েছে। ছাত্রলীগ করেই এখানে এসেছি। আমরা কোনো বদনামের মধ্য দিয়ে চলি নাই। আমি আশা করি, আমাদের নেতা জাহাঙ্গীর কবির নানক যেভাবে বুঝিয়ে বলেছেন, আমাদের সময় শেষ। আমরা এখন তোমাদের হাতে সমঝিয়ে দিতে চাই। তোমাদেরকে উপযুক্ত হতে হবে। নেতৃত্বের গুণাবলি থাকতে হবে।'

সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বলেন, 'আমি বোঝাতে পারি না। এইটা আমার ব্যর্থতা। সভাপতি হিসেবে আমি চেষ্টা করি, সবাইকে নিয়ে শক্তিশালী আওয়ামী লীগ করার জন্য। গ্রুপ গ্রুপ নেতা নিয়ে আমি রাজনীতি করি না।

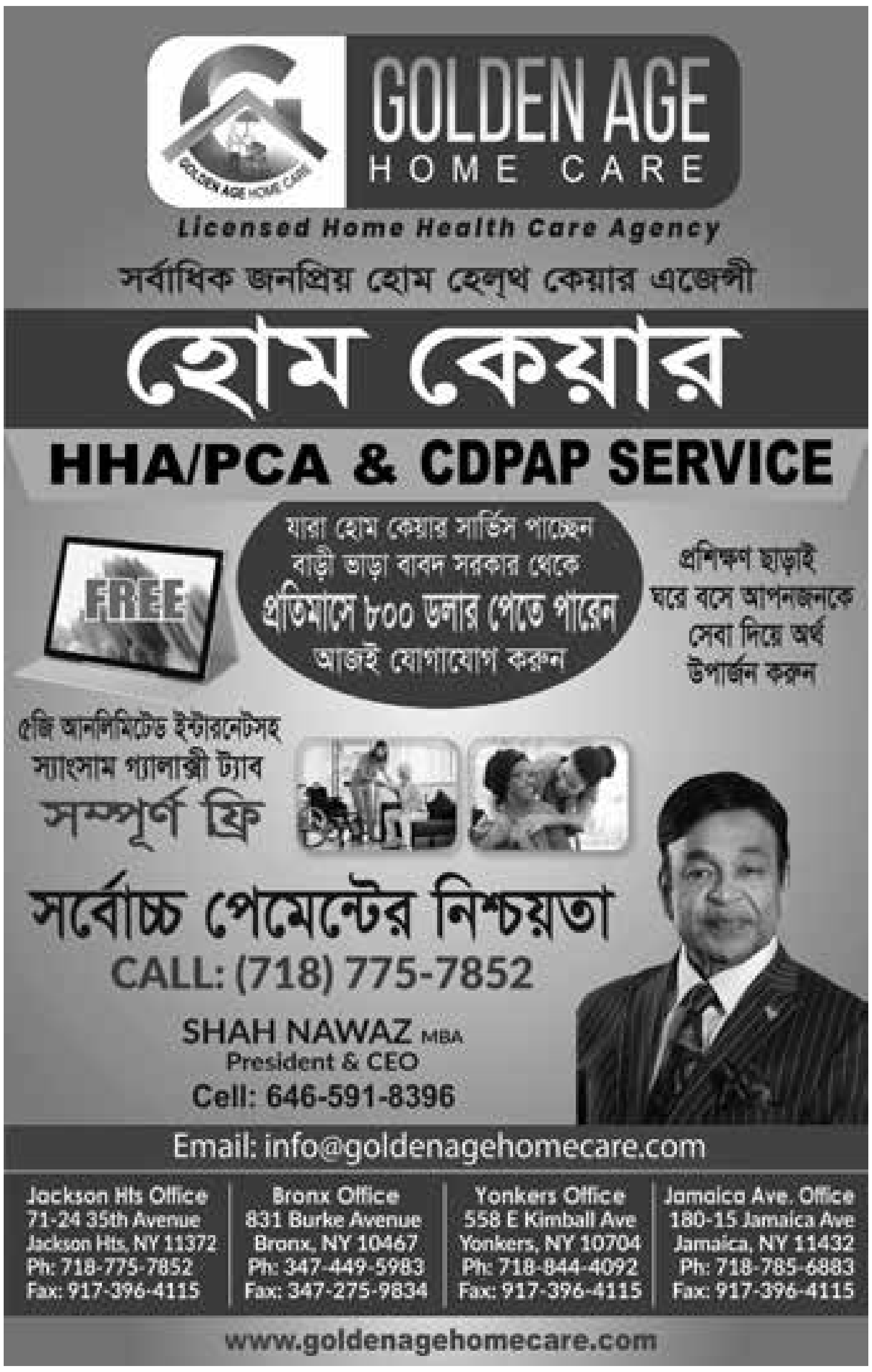

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

---

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

বাড়ি বিক্রয়!

ব্রঙ্কস এলাকায় দুই ফ্যামেলী বাড়ি বিক্রয় করা হবে।

লোকেশন
ক্যাসেল হিল এভিনিউ, জেরেগা এভিনিউ, মরিস পার্ক এবং পেলাম পার্কওয়ে। যা বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র। বাংলাদেশী সুপার মার্কেট, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল খুব নিকটে।

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :
আলি: 917-442-8648

ধূমপানে আসক্ত দেশের ২৫ শতাংশ চিকিৎসক

ঢাকা অফিস

দেশের ২৮ শতাংশ মেডিকেল শিক্ষার্থী এবং ২৫ শতাংশ চিকিৎসক ধূমপানে আসক্ত। এমনকি হাসপাতাল চত্বরে ধূমপান স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। রাজধানীর ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে হাসপাতালের সভাকক্ষে গতকাল মঙ্গলবার সকালে অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে চিকিৎসকদের অংশগ্রহণ: সফলতা ও ভবিষ্যৎ করণীয়’ শীর্ষক সেমিনারে এসব তথ্য জানানো হয়।

তামাক খাত থেকে সরকারপ্রাপ্ত রাজস্বের তুলনায় তামাকজনিত চিকিৎসায় ব্যয় অনেক বেশি হয় বলে জানান ইমেরিটাস অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ। তিনি বলেন, তামাকে ৭ হাজার রাসায়নিক রয়েছে; যার মধ্যে ৭-৮টি উপাদান সরাসরি ক্যানসার সৃষ্টিতে সম্পৃক্ত এবং ৫০ শতাংশ ক্যানসারের জন্য দায়ী ধূমপান। তাই বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করা প্রয়োজন।

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন আব বাংলাদেশের সভাপতি অধ্যাপক খন্দকার আবদুল আউয়াল বিজয়ীর সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগের প্রধান ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী। তিনি বলেন, দেশে ৩ কোটি ৭৮ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করে। কর্মক্ষেত্রসহ পাবলিক প্লেস ও গণপরিবহনে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার ৩ কোটি ৮৪ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে প্রতিবছর প্রায় ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। এর কারণ বাংলাদেশ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রণোদনা নিষিদ্ধের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম মান অর্জন করতে পারেনি।

সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) মহাসচিব ডা. এহতেশামুল হক চৌধুরী দুলাল, সিটিএফকের দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক ডা. মাহিন মালিক, যুক্তরাষ্ট্রের গ্লোবাল টোব্যাকো ব্রাঞ্চের প্রধান ড. ইন্দু আহলুওয়ালিয়া, কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আর রশিদ প্রমুখ।

আছাদুজ্জামান মিয়ার তথ্য ফাঁস করে পুলিশের এডিসি বরখাস্ত

ঢাকা অফিস

আছাদুজ্জামান মিয়া

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়ার ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করায় গাজীপুর মহানগর পুলিশের (জিএমপি) অতিরিক্ত উপ–পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জিসানুল হককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এর আগে আছাদুজ্জামানের ব্যক্তিগত তথ্য কীভাবে অনলাইনে গেল, সেটি নিয়ে তদন্ত করে পুলিশ। এই কর্মকর্তা ছাড়াও পুলিশের আরও দুজন নন ক্যাডার সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত হয়। তাঁদের বিরুদ্ধেও বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের শৃঙ্খলা শাখা থেকে এডিসি জিসানুল হককে সাময়িক বরখাস্তের প্রজ্ঞাপনটি জারি করা হয়।

সচিব মো. জাহাংগীর আলম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জিসানুল হকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ এর ধারা ৩৯ (১) এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ১২ (১) অনুযায়ী চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

এছাড়াও প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন তিনি বাংলাদেশ সার্ভিস রুল অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এর আগে আছাদুজ্জামান মিয়াকে নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আছাদুজ্জামান মিয়ার ‘ইএসএএফ’ ছড়িয়ে পরে। ইএসএএফ ফরম হলো—ইলেকট্রনিক সাবস্ক্রাইবার অ্যাপলিকেশন ফরম, যা মূলত মোবাইল গ্রাহকেরা পূরণ করে থাকেন। এই ফরমে একজন ফোন গ্রাহকের নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, আঙুলের ছাপসহ বিস্তারিত তথ্য থাকে।

ফরমটি প্রকাশের পর পুলিশের উচ্চপর্যায় থেকে বিষয়টি তদন্ত করতে বলা হয়। গাজীপুরের অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ নাজির আহমদ এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেন। ফরমটিতে থাকা কিউআর কোড পর্যালোচনা করে দেখা যায়, গাজীপুর মহানগর পুলিশের বৈধ আড়ি পাতা শাখার একজন এএসআই ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার থেকে এটি ডাউনলোড করেছেন। তদন্তে বেরিয়ে আসে গাজীপুর মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার পদের এক কর্মকর্তা গত ১৩ ফেব্রুয়ারি আছাদুজ্জামানের মোবাইল ফোনের তথ্য চেয়ে বৈধ আড়ি পাতা শাখার এক এসআইকে হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা দেন। সেই বার্তার ভিত্তিতে তিনি অন্য একজন এএসআইকে সেটা ডাউনলোড করতে বলেন। পরে সেটা কর্মকর্তাকে দেওয়া হয়। তদন্তে দেখা যায় অনলাইনে প্রকাশিত ফরমটি হুবহু সেই ফরম।

সচিব মো. জাহাংগীর আলম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জিসানুল হকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের একটি সূত্র জানিয়েছে, গাজীপুর মহানগর পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়। এরপর রোববার জিসানুল হককে সাময়িক বরখাস্তের প্রজ্ঞাপন জারি হয়।

চুয়াফির ১০ম বর্ষপূর্তি ও নতুন কার্যকরী পরিষদের অভিষেক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

২২ জুন শনিবার বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডিসি মেট্রো এলাকায় বসবাসরত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই ফোরাম-চুয়াফি'র ১০ম বর্ষপূর্তি উদযাপন ও নতুন কার্যকরী পরিষদের অভিষেক ভার্জিনিয়ার ম্যাসন ডিস্ট্রিক্ট গভর্মেন্ট সেন্টার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্টের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

সূচনা পর্ব, আলোচনা পর্ব, অতিথিদের বরণ পর্বের সমন্ময়ে অনুষ্ঠিত দিনের কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের প্রাক্তন ডিন ও লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক কবি ও প্রাবন্ধিক হোসাইন কবির। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে আসা শিক্ষার্থীরা বিশ্ব পরিসরে রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা রাখে, তাদের মাধ্যমে দেশের সংস্কৃতি বিস্তৃতি লাভ করে এবং দেশ ও মনুষত্বের দায় থেকেই তারা কল্যাণমুখী কাজে ব্রত হয়। প্রাক্তন সভাপতি মোহাম্মদ নুরুল আলম, শামীম চৌধুরী এবং সরোজ বড়ুয়া চুয়াফির প্রতিষ্ঠা থেকে আজকের এই অগ্রযাত্রা ও বিশেষ মুহূর্তগুলোর স্মৃতিচারণ করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে পরবর্তী প্রজন্মের শিশু শিল্পীদের নিয়ে একটি নৃত্য পরিবেশন করা হয়। স্থানীয় বাংলা স্কুলের নাচের শিক্ষক ও এলামনাই সদস্য রোকেয়া হাসির পরিচালনা ও কোরিওগ্রাফিতে পরবর্তী প্রজন্মের দিব্য, ঈশাল, সাবরিনা, রুয়াদ, সিমি, তনুজা, লাইসা নাচে অংশগ্রহণ করে। সংগঠনের সদস্য, তাদের পরিবার বর্গ, ছোট ছোট শিশু কিশোরদের সরব উপস্থিতি ও কলরবে মুখরিত এই অনুষ্ঠানের দুই পর্বের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন কানিজ জাফরিন ও আহসান আলম। এই পর্বে কোরাস ও একক গান পরিবেশন করেন চুয়াফির সদস্যবৃন্দ। এই পর্বের দায়িত্বে ছিলেন স্থানীয় বাংলা স্কুলের গানের শিক্ষক উস্তাদ নাসের চোধুরী ও তার সাথে তবলায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন হিমু রোজারিও। তারেক হামিদদের একক গান ও মিনজানুর রহমান খানের প্রাণবন্ত পরিবেশনা "নূরলদীনের সারা জীবন" এর সংক্ষিপ্ত পাট দারুন উপভোগ্য ছিল।

> সংগঠনের সভাপতি মাহ্সাদুল আলম রূপম উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং সংগঠনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সকলের উপদেশ, পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করেন।

পরে কেক কেটে অভিষেক ও দশম বর্ষ উৎযাপন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি মাহ্সাদুল আলম রূপম উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং সংগঠনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সকলের উপদেশ, পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করেন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সোহানা সোনালী সিদ্দিকির পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলামনাই এর সম্মানিত সদস্য ও প্রাক্তন বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম, প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন মূখ্য সচিব আহমদ কাইকাউস, সংগঠনের বর্তমান সহ-সভাপতি কানিজ জাফরিন, সহকারী সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাভেদ চৌধুরী, কালচারাল, পাবলিকেশন ও কমিউনিকেশন সেক্রেটারি মিলড্রেড থমাস গনসালভেস, অর্থ সম্পাদক ইস্কাত আলম, নির্বাহী সদস্য সামসুল আনোয়ার জামাল, মোঃ বদরুল আলাম ভূইয়াঁ ও মীর নাজিউর রহমান নিক্সন, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান খান, আহসান আলম, প্রতিষ্ঠা সদস্য সাদেক খান, নাজমা মওলা, আমাদের সাধারণ সদস্য চবির প্রাক্তন শিক্ষক মিনজানুর রহমান, সালেহ আহমেদ, ডঃ তারিক আজিম, মহসিনা হাসান, কাজী জামান, রোকেয়া হাসি, আয়ান রাশিদ, নাসরিন পম্পি, তারিখ হামিদ, শ্রাবনী বড়ুয়া, লিপিকা চৌধুরী, মাফরুহা আহমদ, মোর্শেদ আলম, মোহাম্মদ সফিউল্লাহ, সায়েদ জি আলী, ইয়াসিন চৌধুরী, দীপক বড়ুয়া, রূপান্তর বড়ুয়া, দোলন বড়ুয়া, শারমিন আজিম, তৌহিদ আরিফ, রাশেদ মেনন প্রমুখ।

ভারতের লোকসভায় 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানের পর 'আল্লাহু আকবার'

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নির্বাচনের পর সোমবার থেকে শুরু হয়েছে ভারতের অষ্টাদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশন। টানা ১০ দিনের এই অধিবেশনের প্রথম দিনটিতে নবনির্বাচিত লোকসভা সদস্যরা শপথ নিয়েছেন। তবে শপথ গ্রহণকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে পাল্টাপাল্টি স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো সংসদ। তবে এসব স্লোগানের অনেকগুলোই ছিল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে।

ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোর বরাতে জানা গেছে, সোমবার অধিবেশন শুরুর পর থেকে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভারতীয় সংসদ। বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সাংসদেরা শপথ নেওয়ার সময় ক্ষমতাসীন বিজেপির সাংসদেরা সমস্বরে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে শুরু করেন। তবে বিজেপির জয় শ্রীরাম স্লোগানের বিপরীতে বিরোধী সাংসদেরাও জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম এবং জয় বাংলা স্লোগান দেন। সবচেয়ে ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটান পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলের এক সাংসদ। তিনি বিজেপির 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানের বিপরীতে 'আল্লাহু আকবার' বলে চিৎকার করে ওঠেন।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিরোধী সাংসদদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত সাংসদেরা শপথ গ্রহণের জন্য উঠে দাঁড়ালে বিজেপির সাংসদেরা জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে শুরু করেন। জবাবে তৃণমূল সাংসদেরা জয় হিন্দ, জয় বাংলা, জয় মা দুর্গা, এমনকি জয় মমতা বলেও স্লোগান দেন।

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথের সময় তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'জয় মমতা' স্লোগান দেন। অন্যদিকে তৃণমূলের আরেক সাংসদ আবু তাহের খান শপথগ্রহণ শেষ করেই 'আল্লাহু আকবার' স্লোগান দেন।

শিশুদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সীমিত হচ্ছে

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

অত্যাধিক হারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের কারণে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে শিশুদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে লাগাম টেনে ধরছে নিউইয়র্ক প্রশাসন। ১৯ জুন বৃহস্পতিবার রাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হোকুল এই সংক্রান্ত নতুন এক বিলে সই করেছেন।

নতুন এই বিল অনুযায়ী, পিতামাতারা সন্তানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কনটেন্টের ওপর লিমিট সেট করতে পারবেন। সন্তান কি ধরনের কনটেন্ট দেখতে পারবেন তার নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পাবেন অভিভাবকরা। প্রতিদিন মধ্যরাত থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত শিশুরা কেবল ১৮ বছরের নিচের উপযোগী কনটেন্টগুলোই দেখতে পারবেন।

জানা গেছে, বিলটি নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিটিয়া জেমসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি ব্যবহারকারীর বয়স এবং পিতামাতার সম্মতি যাচাই করার প্রক্রিয়া নির্ধারণের জন্য নিয়ম তৈরি করবেন। নিয়ম চূড়ান্ত হওয়ার পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সংস্থাগুলো তা বাস্তবায়নের জন্য ১৮০ দিন সময় পাবেন।

এদিকে রাজ্যের গভর্নরের এমন বিল সইয়ের পর থেকে পক্ষে-বিপক্ষে নানান মন্তব্য আসছে। অভিভাবকরা বিলটিকে সাদরে গ্রহণ করলেও অনেক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এর বিপক্ষে কথা বলছেন। নেটচয়েস নামে একটি প্রযুক্তি শিল্প বাণিজ্য গোষ্ঠী এই আইনটিকে অসাংবিধানিক বলে সমালোচনা করেছেন। সংগঠনটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেল কাউন্সেল কার্ল সাজাবো একটি বিবৃতিতে বলেছেন, এই আইন নিউইয়র্ক রাজ্যের বাকস্বাধীনতা এবং উন্মুক্ত ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর একটি বাধা।

এদিকে অভিভাবক এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মতে এই সিদ্ধান্ত শিশুদের জন্য উপকারী হবে। এর মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক এবং মানসিক ঝুঁকি কমবে।

নিউইয়র্কে এবিসিডিআই'র সংবাদ সম্মেলন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে এবিসিডিআই এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৮ জুন মঙ্গলবার বিকেলে। আয়োজিত এই সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, এখনো দেশে এবং প্রবাসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তি মিশনের কর্মরত বাংলাদেশী সৈনিকদের নিয়েও ষড়যন্ত্র চলছে। জ্যাকসন হাইটসের শেফ মহল রেস্টুরেন্টে এ সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ড. প্রদীপ রঞ্জন কর এবং পরিচালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক আলি হাসান কিবরিয়া অনু।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মুজাহিদ আনসারী, মিথুন আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা খোরশেদ আনোয়ার বাবলু, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হোসাইন, মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আলিহাসান কিবরিয়া অনু বলেন, আমেরিকা বাংলাদেশ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ নিউইয়র্কে অবস্থিত একটি অলাভজনক এবং নির্দলীয় সংস্থা। ২০০৪ সালে শিক্ষা ও গবেষণামূলক অনেকগুলো কাজ হাতে নিয়ে এই সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এটি দীর্ঘদিন যাবৎ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বাংলাদেশ সম্প্রদায় এবং মূলধারার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কাজ করে আসছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি, আমাদের স্বদেশ! দেশে যখন সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল। তখন দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার ছিল না। দেশের মানুষ গণতন্ত্র ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আন্দোলন করে আসছিল। সে সময় বিদেশ থেকে এই সংগঠনের নেতৃত্বে অনেকগুলো সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে মানুষের মাঝে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সেই সময়ের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন না করে প্রায় ৭০০ দিন পর ১৮ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা করে। সে নির্বাচন একটি অবাধ, সুষ্ঠু, অহিংস, স্বচ্ছ হবে কিনা? তা নিয়ে নানান প্রশ্ন দেখা দেয়। সে সময় এবিসিডিআই বাংলাদেশে 'অবাধ, সুষ্ঠু, অহিংস, স্বচ্ছ এবং একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের' বিষয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করেছিল। সেমিনারে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের আয়োজন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যথাযথ পদ্ধতি এবং মনিটরিং সেট আপের উপর জোর দেয়া হয়েছিল, যাতে নির্বাচনের ফলাফলগুলি বাংলাদেশ ও বিদেশি জনমতের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সেসময় মার্কিন কংগ্রেসেও অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ নির্বাচনের বিষয়ে একটি বিল পাস হয়েছিল। সেমিনারে একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেলিস্টদের দল নির্বাচনের সমস্যা এবং বাঁধা চিহ্নিত করার চেষ্টা এবং সেমিনারে তাদের সুপারিশ উপস্থাপন করেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাতি সজীব ওয়াজেদ জয় সেমিনারে অতিথি ও কি নোট স্পিকার এবং বৃটিশ পালামেন্ট সদস্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাতনি টিউলিপ সিদ্দিকী অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ইউএস কংগ্রেসওম্যান ইভেট ক্লার্ক অতিথি হিসাবে সেমিনারে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের মসৃণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অমূল্য দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্লেষণাত্মক মতামত এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছিলেন। ঐ সেমিনারের সুপারিশসমূহ সেই সময় দেশে অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বিস্ময়। উন্নয়নের মহাসড়কে, এশিয়ার টাইগার, বিশ্বে উন্নয়নের মডেল এবং অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও উন্নয়নশীল একটি দেশ। এ বছর প্রায় ৭ লক্ষ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষিত হয়েছে। বাংলাদেশ আজ অনেক দুর অনেক দুর এগিয়েছে। অথচ দেশ-বিদেশে বদলে যাওয়া বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র চলছে।

তিনি আরো বলেন, দেশে গত সাধারণ নির্বাচনের আগে আমেরিকা ও ইউএনকে সত্য-মিথ্যা অনেক তথ্য দিয়ে বাংলাদেশের সাথে আমেরিকার ও ইউএন'র সম্পর্ক বিনষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এখনো ইউএন'র শান্তি মিশনে বাংলাদেশের সৈনিকরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। ইউএন'র শান্তি মিশনে বাংলাদেশ নিয়েও ষড়যন্ত্র চলছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশে এক শ্রেণীর আমলা, ব্যাঙ্কার, একাডেমিশিয়ান, রাজনীতিবিদ দেশের অর্থ আত্মসাৎ এর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি রুগ্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। দেশের অর্থ আত্মসাৎকারী, জনপ্রতিধি হত্যাকারী খুনীরা আমেরিকায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। দণ্ডপ্রাপ্ত খুনিরাও আমেরিকার বিভিন্ন শহরে নির্ভয়ে বসবাস করছে। আমেরিকা আজ খুনি, ষড়যন্ত্রকারী, দুনীতিবাজ, অর্থ আত্মসাৎকারীদের অভয় অরণ্যে পরিণত হয়েছে।

চাঁদের মাটি নিয়ে পৃথিবীতে ফিরল চীনা যান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরবর্তী অংশ তথা চাঁদের দক্ষিণ মেরু থেকে মাটিসহ কিছু নমুনা নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে চীনের নভোযান চ্যাংই–৬। প্রায় দুই মাস দীর্ঘ ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানের পর মঙ্গলবার মঙ্গোলিয়া মরুভূমিতে ওই নভোযান অবতরণ করেছে। বিজ্ঞানীরা অধীর আগ্রহে চ্যাংই-৬–এর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কারণ, এটির সংগ্রহ করা নমুনা কীভাবে গ্রহগুলো গঠিত হয় সেই সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

এ বিষয়ে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চাঁদের অচিনপাশে অবতরণ করা চীনই পৃথিবীর একমাত্র দেশ। ২০১৯ সালে দেশটি প্রথমবারের মতো এই সফলতা অর্জন করেছিল। দূরত্ব এবং বড় বড় গর্তের জন্য চাঁদের দক্ষিণ মেরুর অংশটিতে পৌঁছানো প্রযুক্তিগতভাবে চ্যালেঞ্জিং।

দুর্বৃত্তের হামলায় আরও এক বাংলাদেশি নিহত

নিউইয়র্ক

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঐদিন রাত পৌনে ১০টার দিকে জ্যামাইকা এভিনিউতে ১৬৯ স্ট্রিটে এ ঘটনা ঘটে।

১৮ বছর আগে নূরুল যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। তার ১৪ বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। তার এক ভাই ক্যালিফোর্নিয়া, এক ভাই মিশিগান এবং বোন নিউইয়র্কের লংআইল্যান্ডে থাকেন।

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউ ইয়র্কে দুর্বৃত্তের হামলায় আরও এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। ২২ জুন শনিবার রাতে নিউ ইয়র্কের কুইন্সের জ্যামাইকা এভিনিউয়ে দুই দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত নূরুল ভূঁইয়া (৪০) নিহত হয়েছেন। ঘটনার ২ দিন পর পুলিশ জশুয়া কেলি (২৪) নামের ওই ঘাতককে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঐদিন রাত পৌনে ১০টার দিকে জ্যামাইকা এভিনিউতে ১৬৯ স্ট্রিটে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার সূত্রপাত্র হয়েছিল জ্যামাইকা এভিনিউয়ে স্যামি গুরমেট ডেলির কাছে।

এর আগে গুরমেট ডেলির ভেতরে বাক তিণ্ডার এক পর্যায়ে কাউন্টারের পেছনে হামলাকারীর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। তারা উভয়ে দোকানের সবকিছু নিয়ে একে অন্যকে আক্রমণ করে। এরপর নূরুল ভুঁইয়া স্টোরের বাইরে এলে জ্যামাইকা এভিনিউয়ের উপর ঘাতক তার ওপর চড়াও হয়। ভূঁইয়া এক পর্যায়ে দৌড়ে স্টোরে প্রবেশ করেন এবং ঘাতকও তাকে ধাওয়া করে কাউন্টারের ভেতর প্রবেশ করে রুটি কাটার ছুরি দিয়ে আঘাত করে। ঘাতক কেলি চিৎকার করে বলতে থাকে যে, 'সে আমার ওয়ালেট চুরি করেছে'। কিন্তু নূরুল ভূঁইয়া তার ওয়ালেট নিয়েছেন বলে ঘাতকের অভিযোগ সারভেইল্যান্স ভিডিওতে প্রমাণ হয়নি। নূরুল ভূঁইয়া সেন্ট আলবানসে বাস করতেন।

নুরুল ভূঁইয়া তখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলেন তখন ঘাতক জশুয়া কেলি স্টোরের মাংস কাটার অংশে গিয়ে একটি ছুরি নিয়ে ভূঁইয়াকে আঘাত করার চেষ্টা করলে ভূঁইয়া কাউন্টারের পেছন থেকে একটি বেসবল ব্যাট এনে ঘাতককে ঠেকাতে চেষ্টা করেন। কেলি ভূঁইয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তাকে বেশ কয়েক দফা ছুরি দিয়ে আঘাত করে। আঘাতের পর রক্তাক্ত কেলি সিঙ্কে গিয়ে রক্ত ধৌত করে এবং বিস্মিত দোকান কর্মচারিরা তাকে পেপার টাওয়েল এগিয়ে দেয়। এরপর লোকটি শান্তভাবে স্টোর থেকে বের হয়ে যায়। স্টোরের ভেতরেই নূরুল ভূঁইয়ার মৃত্যু ঘটে।

পুলিশ ভিডিও ফুটেজ দেখে জশুয়া কেলির শরীরে সুনির্দিষ্ট ট্যাটু দেখে তাদের ডাটবেজ থেকে তাকে শনাক্ত করে এবং গত ২৪ জুন সোমবার তাকে তার কুইন্স ভিলেজের বাড়ি থেকে আটক করে। তার বিরুদ্ধে হত্যা ও অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগে মামলা করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে জশুয়া ক্যালি আরও আটবার গ্রেফতার হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এদিকে ২৬ জুন বুধবার বাদ মাগরিব জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে নূরুল ভূঁইয়ার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার তাকে লংআইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল গোরস্তানে দাফনের কথা। নূরুল ভূঁইয়ার দেশের বাড়ি বিক্রমপুরের সিরাজদীখান উপজেলায়। ১৮ বছর আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। তার ১৪ বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে নূরুল ভূঁইয়া সবার ছোট। তার এক ভাই ক্যালিফোর্নিয়া, এক ভাই মিশিগান এবং বোন নিউইয়র্কের লংআইল্যান্ডে থাকেন। একসময় তিনি জ্যামাইকা এভিনিউতে মোবাইল ফোনের ব্যবসা করতেন। গত ২২ জুন শনিবার খুন হলেও তার পরিবার মৃত্যুর খবর জানতে পারেন গত ২৪ জুন সোমবার। পুলিশ তার সাথে পরিচয়পত্র না পাওয়ায় পরিবারকে তাৎক্ষণিক কোন তথ্য দিতে পারেনি।

নিউইয়র্কে 'এয়ার কন্ডিশনের' জন্য সহায়তা পাচ্ছেন স্বল্প আয়ের মানুষ

ইমা এলিস

নিউ ইয়র্কে তীব্র দাবদাহের কবল থেকে রক্ষা পেতে নিউ ইয়র্ক সিটির মত নিউ ইয়র্ক স্টেটও স্বল্প আয়ের পরিবারের জন্য এয়ারকন্ডিশনার কেনার অর্থ দিচ্ছে। স্টেটের হোম এনার্জি এ্যাসিসট্যান্স প্রোগ্রাম (এইচইএপি) এর এই কর্মসূচীটির নাম কুলিং এ্যাসিস্ট্যান্স বেনিফিট। এই কর্মসূচীতে হাজার হাজার দরিদ্র মানুষকে এয়ার কন্ডিশনার কেনার জন্য পরিবার প্রতি এককালীন ১ হাজার ডলার প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়। নিউই য়র্ক স্টেটের অফিস অব টেম্পোরারি এন্ড ডিসাবিলিটি এ্যাসিস্ট্যান্স (ওটিডিএ) এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে।

এদিকে এই কর্মসূচীর সমালোচনা করে এডভোকেসি গ্রুপগুলো বলছে এয়ার কন্ডিশনারের জন্য ১ হাজার ডলার অপ্রতুল। তাছাড়া সাধারণ মানুষদের কাছে এই জরুরী খবরটি পৌঁছে দেয়ার জন্য স্টেট ও সিটির কোনো প্রচার প্রচারণা নেই। কারণ আগামী জুলাই মাসে এই কর্মসূচী শেষ হয়ে যাবে।

সেইভ দ্য পিপল'র উদ্যোগে ঈদ স্পেশাল ফ্রি হালাল ফুড ও গ্রোসারি সামগ্রী বিতরণ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে সেইভ দ্য পিপল'র উদ্যোগে ঈদ স্পেশাল ফ্রি হালাল ফুড ও গ্রোসারি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে ১৫ জুন শনিবার। সেবামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় কমিউনিটিতে পিছিয়ে পড়া মানুষের মাঝে খাবার সামগ্রী বিতরণ করে আসছে সংগঠনটি। সেইভ দ্য পিপল'র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ইমাম মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর পরিচালনায় এদিনের আয়োজনে সহযোগিতা করেছেন পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস'র প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ফাউন্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ। খাবার বিতরণে আরও সহযোগিতা করেন ইউএমআর, বেটার টুগেদার এবং এমএসএস।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ এমন আয়োজনের প্রশংসা করেন। তিনি খাবার বিতরণের এই মানবিক উদ্যোগের অংশ হতে পেরে নিজের উচ্ছ্বাসের কথা জানিয়ে বলেন, আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান সবসময়ই কমিউনিটির পাশে থাকার চেষ্টা করছি। আবু জাফর মাহমুদ বলেন, মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব। বাংলাদেশি কমিউনিটি মূলধারায় এমন নানা সহায়তার মধ্য দিয়ে এখন অনেক কাজ করছে। এই ফুড ডিস্ট্রিবিউশন তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেন, নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের অবস্থান আরো সুসংহত হবে। তাদের নিজেদের মধ্যে যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা রয়েছে, সেটা অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত।

অনুষ্ঠানে কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মির্জা আবু জাফর বেগ। এসময় তিনি বলেন, মানুষকে খাবার দেওয়া, সহযোগিতা করাটাও একটা বিরাট বড় ইবাদত। এই ইবাদতের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদের প্রত্যেককে অবশ্যই অন্যের পাশে দাঁড়াতে হবে।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি লিডার আনিসুল কবীর জাসির, ইউএমআর-এর ডিরেক্টর মোহাম্মদ ফারুক, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন খান, ব্যবসায়ী আনোয়ার প্রমুখ।

নিউইয়র্কের তীব্র তাপ প্রবাহে কিছু জিনিসে নজর রাখা দরকার

এইচ বি রিতা

সবচেয়ে ক্ষতিকারক আবহাওয়ার অবস্থা হল চরম তাপ। তীব্র তাপ প্রাণঘাতী হতে পারে। নিউ ইয়র্কবাসীদের শরীর দীর্ঘ সময়ের প্রচণ্ড গরমে অভ্যস্ত নয় তাই এটি স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ায়। স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে-ডিহাইড্রেশন, হিট ক্র্যাম্প, ক্লান্তি, হিট স্ট্রোক এবং সার্বিক স্বাস্থ্য অবস্থার অবনতি। তাপ-সম্পর্কিত অসুস্থতার ঝুঁকি সবার থাকলেও, বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করা, শিশুরা, যারা বাইরে কাজ করে বা বের হোন এবং যাদের ইতোমধ্যে স্বাস্থ্যগত সমস্যা রয়েছে, তাদের জন্য এই তাপ প্রবাহ আরো অসুস্থ করার সম্ভাবনা রাখে।

health.ny.gov-অনুযায়ী, হিট স্ট্রোকের লক্ষ্যণগুলির মধ্যে রয়েছে-গরম, শুষ্ক ও লাল ত্বক, পালস দ্রুত হওয়া, শরীরের উচ্চ তাপমাত্রা ১০৫তে যাওয়া, বিভ্রান্তি দেখা দেয়া, অজ্ঞানতা ও দ্রুত এবং অগভীর শ্বাসপ্রশ্বাস হওয়া।

ক্লান্তির মধ্যে-প্রচন্ড ঘাম হওয়া, মূর্ছা যাওয়া, বমি করা, ঠাণ্ডা-ফ্যাকাশে ত্বক, মাথা ঘোরা, মাথাব্যথা, দুর্বলতা অনুভূত হওয়া। হিট ক্র্যাম্প্র মধ্যে থাকতে পারে-পেটের অংশ বা হাতের পেশীতে ক্র্যাম্প হওয়া, প্রচন্ড ঘাম সহ হালকা বমি বমি ভাব। হিট র্যাশের মধ্যে রয়েছে-ত্বকের জ্বালাপোড়া যা দেখতে পিম্পল বা ছোট ফোসকা বা লাল ক্লাস্টারের মতো।

এইসব লক্ষণগুলি লক্ষ্যণীয় হলে অবশ্যয়ই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন।

এই আবহাওয়ায় বাচ্চাদের গরম গাড়ি থেকে দূরে রাখা খুব জরুরি। যানবাহন ১০ মিনিটের মধ্যে গরম হয়ে উঠতে পারে যা একটি শিশুর জন্য প্রাণঘাতী হতে পারে। তাপ-সম্পর্কিত অসুস্থতার ঝুঁকি কমাতে দিনে কয়েক ঘন্টা এয়ার কন্ডিশনার ছেড়ে রাখুন। আপনার যদি এয়ার কন্ডিশনার না থাকে তবে আপনি ৩১১, বা (VRS: 212-639-9675 or TTY: 212-504-4115) নাম্বারে কল করতে পারেন। এ সময় প্রচুর পানি পান করুন, হাইড্রেটেড থাকুন। তবে অ্যালকোহল, ক্যাফেইন এবং চিনিযুক্ত পানীয় এড়িয়ে চলুন।

তাপপ্রবাহের সময় ঠান্ডা থাকার জন্য সমস্ত পদ্ধতি কার্যকর নয়। ঘরের বাতাস আপনার শরীরের তাপমাত্রার চেয়ে বেশি গরম হলে ফ্যান ব্যবহার করা উপকারের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর হতে পারে। তাই ফ্যান কি শরীরকে গরম করছে কিনা নজর রাখুন।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

মুক্ত জীবনে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ, ফিরলেন মাতৃভূমিতে

নিউজ ডেস্ক

দীর্ঘ ১৪ বছরের আইনি লড়াইয়ের পর মুক্তি বাতাসে শ্বাস নিচ্ছেন উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তিতে রাজি হওয়ার পর যুক্তরাজ্যের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে এরই মধ্যে তিনি স্বভূমি অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে গেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের গোপনীয় নথি ফাঁস করে ওয়াশিংটনের রোষে পড়া অ্যাসাঞ্জ চুক্তিতে নিজের ফৌজদারি অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন, যার বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র তাকে মুক্তিতে আপত্তি জানায়নি।

২৩ জুন সোমবার যুক্তরাজ্যের বেলমার্শ কারাগার থেকে বেরিয়ে অ্যাসাঞ্জ বিমানে অস্ট্রেলিয়া রওনা হন।

প্রথমে অস্ট্রেলিয়ার নিকটবর্তী প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ নর্দান মারিয়ানা আইল্যান্ডসে যান তিনি। এই দ্বীপপুঞ্জটি যুক্তরাষ্ট্রের অংশ। এর রাজধানী সাইপানে যুক্তরাষ্ট্রের একটি জেলা আদালতে বুধবার অ্যাসাঞ্জের সাজা ঘোষণা করা হয়। তাতে তার ৬২ মাসের কারাদণ্ড হয়।

তবে অ্যাসাঞ্জকে আর যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারে থাকতে হবে না। কারণ চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাজ্যের কারাগারে থাকার মেয়াদকেও তার সাজা ভোগের মেয়াদ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের কারাগারে গত পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে বন্দি ছিলেন অ্যাসাঞ্জ। সেখান থেকেই তিনি তাকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন।

অ্যাসাঞ্জ ১৯ জুন বুধবার সাইপানে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে হাজির হওয়ার সময় সেখানে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রদূত কেভিন রাডও ছিলেন। সাইপানে যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট আদালতে রায় ঘোষণার পরই অ্যাসাঞ্জ নিজ দেশ অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যান। কেননা আদালত তাকে মুক্ত মানুষ হিসাবে ঘোষণা করে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় ওই দ্বীপপুঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ বা মূল ভূখণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ার অনেক কাছাকাছি। অ্যাসাঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের কোনও আদালতে হাজিরা দিতে রাজি না হওয়ায় সেখানকার আদালতেই তার বিচার হয়। শুনানিতে অ্যাসাঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি এবং প্রকাশের ষড়যন্ত্রের একটি গুরুতর অভিযোগে দোষ স্বীকার করে নেন। এদিন অ্যাসাঞ্জ আদালতকে বলেন, ২০১০ সালে যখন তিনি তার কাছে ফাঁস হওয়া গোপন ফাইলগুলো প্রকাশ করেছিলেন, তখন তিনি একজন সাংবাদিক ছিলেন। তার বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী অনুযায়ী সুরক্ষা পাবেন। কারণ ওই সংশোধনীতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়।

সাজা ঘোষণার পর অ্যাসাঞ্জের আইনজীবী ব্যারি পোলাক বলেছেন, "উইকিলিকসের কাজ অব্যাহত থাকবে এবং আমার কোনও সন্দেহ নেই অ্যাসাঞ্জও বাক স্বাধীনতা এবং সরকারের স্বচ্ছতার জন্য তার কাজ চালিয়ে যাবেন। "তিনি একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বর এবং এমন একটি কণ্ঠস্বর যাকে চুপ করানো যায় না এবং করানো উচিৎও নয়।"

উইকিলিকস একটি অলাভজনক সংবাদ প্রতিষ্ঠান, যা যুদ্ধ, গুপ্তচরবৃত্তি এবং দুর্নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থার গোপন নথি ও ডাটাবেজ বিশ্লেষণ এবং ফাঁস করে।

ইবি৩ ভিসা নিয়ে ব্রাইট হরিজন সলিউশানসের সেমিনার

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে ব্রাইট হরিজন সলিউশানস ইবি৩ ভিসার মাধ্যমে ইউএস গ্রিণ কার্ড প্রাপ্তির বিষয়ে একটি বিশেষ সেমিনার আয়োজন করে। ২৫ জুন ব্রঙ্কসের খলিল হালাল চাইনিজে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারের মূল লক্ষ্য ছিল ইবি৩ ভিসা প্রক্রিয়া, যোগ্যতা, এবং আবেদন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা।

সেমিনারের প্যানেল বক্তা আইনজীবী মোহাম্মদ এন মুজদার ইমিগ্রেশন নীতিমালা, ইবি৩ ভিসার বিভিন্ন জটিলতা এবং সফলতার জন্য রাজনৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। সিপিএ আহাদ আলী অর্থ এবং টেক্সট পাসওয়ার্ড সিপিএ, প্রশ্ন ইমিশন প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। মোঃ লিটন আহমেদ ইমিগ্রেশন এবং ভিসা প্রক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বক্তা, পরামর্শ প্রদানের অনুরোধ জানাতে এবং তথ্য দেন।

সেমিনারে ইবি৩ ভিসার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়, যার মধ্যে ছিল প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ, আবেদনকারীর যোগ্যতা এবং কীভাবে সঠিকভাবে আবেদন করা যায়। সেমিনারে বক্তারা ইবি৩ ভিসার বিভিন্ন ক্যাটাগরি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন:

দক্ষ কর্মী: দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং মার্কিন শ্রম বাজারে চাহিদাসম্পন্ন স্কিল থাকতে হবে।

প্রফেশনালস: মার্কিন ব্যাচেলর ডিগ্রি বা বিদেশী সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে এবং প্রফেশনাল হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করতে হবে।

অদক্ষ/অন্যান্য কর্মী: সাধারণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করার যোগ্যতা থাকতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের প্রয়োজন।

সেমিনারের এক বিশেষ অংশ ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা সরাসরি বিশেষজ্ঞদের সাথে তাদের প্রশ্ন এবং উদ্বেগ শেয়ার করতে পেরেছেন। এই পর্বে অনেকেই তাদের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান পেয়েছেন এবং ভিসা প্রক্রিয়া নিয়ে তাদের অস্বচ্ছতা দূর হয়েছে।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তারা জানান, এই ধরনের সেমিনার তাদের জন্য খুবই উপকারী। তারা আরও বলেন, এই সেমিনারের মাধ্যমে তারা ইবি৩ ভিসার জটিলতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন এবং তাদের আবেদন প্রক্রিয়া সহজ হবে।

ব্রাইট হরিজন সলিউশানস ভবিষ্যতেও এই ধরনের সেমিনারের আয়োজন করার পরিকল্পনা করছে, যাতে আরও বেশি মানুষ ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তাদের সমস্যার সমাধান পেতে পারেন।

ইবি৩ ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ: লেবার সার্টিফিকেশন (PERM): ইবি৩ ভিসার জন্য আবেদন করার প্রথম ধাপ হল লেবার সার্টিফিকেশন, যা মার্কিন শ্রম বিভাগের (DOL) মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এতে মার্কিন কর্মীদের চাকরির সুযোগ ক্ষতিগ্রস্ত না করার প্রমাণ করতে হয়।

আই-১৪০ আবেদন: লেবার সার্টিফিকেশন পাওয়ার পর, আবেদনকারীকে ইমিগ্রেশন এবং ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিসেস (USCIS) এর কাছে আই-১৪০ ফর্ম পূরণ করে পিটিশন করতে হয়।

আই-৪৮৫ আবেদন (গ্রিণ কার্ডের জন্য): আই-১৪০ পিটিশন অনুমোদিত হলে, আবেদনকারী স্থায়ী বসবাসের জন্য আই-৪৮৫ আবেদন করতে পারেন। এটি একটি স্থায়ী রেসিডেন্সি (গ্রিণ কার্ড) প্রাপ্তির প্রক্রিয়া।

ইবি৩ ভিসার সুবিধা

স্থায়ী বসবাস: ইবি৩ ভিসার মাধ্যমে আবেদনকারী এবং তার নির্ভরশীল পরিবার (স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ বছরের নিচে অবিবাহিত সন্তান) স্থায়ী বসবাসের সুযোগ পায়।

কাজের সুযোগ: গ্রিণ কার্ড পাওয়ার পর আবেদনকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেকোনো স্থানে কাজ করতে পারবে। এটি আবেদনকারীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করে, যা তাদের কর্মজীবনের উন্নতি করতে সহায়ক।

ইবি৩ ভিসা এবং এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে ব্রাইট হরিজন সলিউশানসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন: 212-347-6364,অথবা ভিজিট করুন: www.bhslgroup.com

হজ্জ পালন শেষে আসেফ বারী স্বপরিবারে নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

পবিত্র হজ্জ পালন শেষে বারী গ্রুপের সিইও আসেফ বারী টুটুল, চেয়ারম্যান মুনমুন বারী, একমাত্র মেয়ে সাবাহ বারী, দুই ছেলে মুহিব বারী ও আদিব বারী ২০ জুন বৃহস্পতিবার বিকেলে নিউইয়র্ক ফিরে এসেছেন।

আসেফ বারী বলেন, এই পবিত্র হজ্জ পালনে যারা দোয়া করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, আমি সকলের জন্য দোয়া করেছি, দোয়া করবেন আল্লাহ্ যেন আমাদের পরিবারের সকলের হজ্জ কবুল করেন। পবিত্র হজ্জ পালন একটা কষ্টসাধ্য বিষয়। সৌদি আরবে ১৩০-১৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় হজ্জ পালনে আল্লাহ্ যে মেহেরবানি করেছেন তার জন্য আল্লাহতালার কাছে কৃতজ্ঞ।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ট্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

বারী সুপার মার্কেট
WE CARE FOR YOUR NEEDS
বারী হোম কেয়ার
Your Health Our Care
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
HALAL FOOD
حلال
HALAL FOOD
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
, নিউ ইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
, আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
, আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।
, হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
, কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
, আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম্প গ্রহণ করি
BARI SUPERMARKET
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul)
C.E.O.
CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581
Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100
Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163
Bronx Office:
2113 Starling Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000
Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973
Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901
Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554
Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200
Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867
Email: info@barihomecare.com, Web: www.barihomecare.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
U ভিসা, VAWA & SIJS
EB-1 EB-2 NIW & EB-3
বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল
KHAIRUL BASHAR, MBA,LLM.
ATTORNEY AT LAW
CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com
1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529
KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504
Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 CONTACT WhatsApp Number 347-626-8798
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (June 28 - July 04, 2024) | Promo Code : PSP79
WE ACCEPT EBT & OTC
SALE $2.99/LB MINIMUM PURCHASE OF 10 LB PRECUT REGULAR FROZEN GOAT
SALE 79¢/LB NO CUT NO CLEAN CHICKEN QUATER LEG
SALE $2.99/LB MINIMUM PURCHASE OF 10 LB CHICKEN BREAST
SALE $2.99/LB FROZEN COW FEET
SALE $2.99 1/2 KG PANGASH WHOLE
SALE $12.99/EA SIZE 8/10 HILSHA
SALE $19.99/EA SIZE 10/12 HILSHA
SALE $1.99/LB 3 KG ROHU
SALE $2.99/LB 3 KG MRIGEL
SALE $3.99/LB 1 KG KORAL
SALE $2.49/LB 1 KG FROZEN TELAPIA WHOLE
SALE $1.99/LB 1 KG SHOR PUTI
SALE $8.99/EA 2 LB BAG KOI LOOSE
SALE $8.99/EA 2 LB LOTIA LOOSE
SALE $5.99/EA 500 GM TAPOSHI IQF
SALE $6.99/EA 500 GM BAILA LOOSE
SALE 2/$6.00 250 GM CROWN BRAND ROHU EGG BLOCK
SALE 2/$6.00 EACH 3.99 2 LB HAOR BRAND PANGASH STEAK
SALE $12.99/EA 1.5 KG MILO
SALE $10.99/EA 900 GM RED COW FULL CREAM MILK POWDER
SALE $26.99/EA 50 LB RICELAND RICE EXTRA LONG GRAIN RICE
SALE $12.99/EA 20 LB CAROLINA GOLD / PARBOILED RICE
SALE $22.99/EA 20 LB ROYAL CHEF'S SECRET BASMATI RICE
SALE $18.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $13.99/EA 20 LB JUBILEE WHEAT FLOUR
SALE $28.99/EA 35 LB SUPER CHEF VEGETABLE / CANOLA OIL
SALE $5.99/EA 500 GM RED LABEL TEA
SALE $8.99/EA 25 PCS FAMILY PACK KAWAN PARATHA
SALE $3.99/EA WITH ADDITIONAL PURCHASE OF $35 MILK GALLON
SALE 2/$8.00 EACH 4.49 18 PK SUNSHINE FARMS LARGE WHITE EGGS
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

ADI'S The Halal Supermarket
ADI'S SUPERMARKET
FOOD CERTIFIED 100% HALAL
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (June 28 - July 04, 2024) | Promo Code : PSP37
EVERY TUESDAY $100 PURCHASE GET $10 OFF
WE ACCEPT EBT & OTC
SALE $2.99/LB PRECUT Minimum Purchase of 7 LB ZABIHA HALAL FROZEN GOAT
SALE 79¢/LB NO CLEAN NO CUT ZABIHA HALAL CHICKEN QUATER LEG
SALE $3.49/LB ZABIHA HALAL BEEF TRIPE
SALE $2.99/LB ZABIHA HALAL COW FEET
SALE $19.99/EA SIZE 1000-1200 GM HILSHA
SALE $18.99/EA 4 KG ROHU
SALE $24.99/EA 4 KG MRIGAL
SALE $4.99/EA 500 GM BAILA LOOSE
SALE $10.99/EA 16/20-2 LB BAG RAW SHRIMP
SALE $3.99/EA 2 LB BAG HAOR BRAND PANGASH STEAK
SALE 2/$5.00 250 GM CROWN FARM CHAPILA BLOCK
SALE $3.99/EA 500 GM HAOR BRAND ROHU BLOCK
SALE $4.99/EA 500 GM CK BRAND MENI BLOCK
SALE $18.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE 2/$13.99 25 PCS FAMILY PACK KAWAN PARATHA
SALE 2/$4.00 180 G LEXUS BISCUIT
SALE $9.99/EA 5 LTR ZER SUNFLOWER OIL
SALE $10.99/EA OLIO VILLA BLENDED POMACE OIL
SALE 2/$5.99 1 LTR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE 2/$5.00 ONE DOZEN MEDIUM BROWN EGGS
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

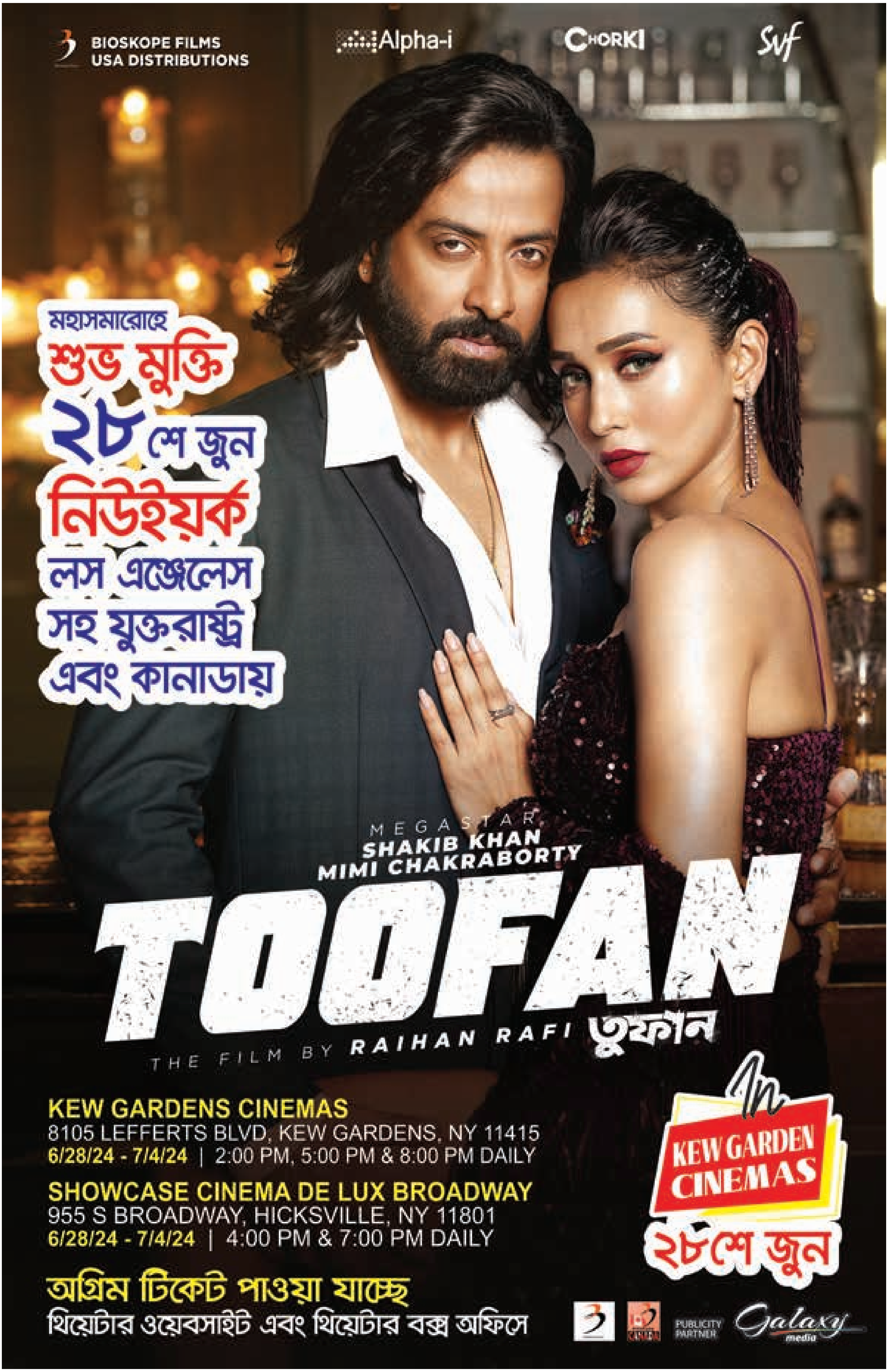
BIOSKOPE FILMS
USA DISTRIBUTIONS
Alpha-i
CHORKI
SVF
মহাসমারোহে
শুভ মুক্তি
২৮শে জুন
নিউইয়র্ক
লস এঞ্জেলেস
সহ যুক্তরাষ্ট্র
এবং কানাডায়
MEGASTAR
SHAKIB KHAN
MIMI CHAKRABORTY
TOOFAN
তুফান
THE FILM BY RAIHAN RAFI
KEW GARDENS CINEMAS
8105 LEFFERTS BLVD, KEW GARDENS, NY 11415
6/28/24 - 7/4/24 | 2:00 PM, 5:00 PM & 8:00 PM DAILY
SHOWCASE CINEMA DE LUX BROADWAY
955 S BROADWAY, HICKSVILLE, NY 11801
6/28/24 - 7/4/24 | 4:00 PM & 7:00 PM DAILY
In
KEW GARDEN CINEMAS
২৮শে জুন
অগ্রিম টিকেট পাওয়া যাচ্ছে
থিয়েটার ওয়েবসাইট এবং থিয়েটার বক্স অফিসে
PUBLICITY PARTNER
Galaxy media

বলিভিয়ায় ব্যর্থ অভ্যুত্থান, আটক সেনাপ্রধান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

লাতিন আমেরিকার দেশ বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট লুইস আর্চির বিরুদ্ধে চালানো সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছে। এ ঘটনায় অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দানকারী সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল হুয়ান হোসে জুনিগাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদনে খবরটি দেওয়া হয়েছে।

বলিভিয়ার সংবাদপত্র আহোরা এল পুয়েবলোর প্রতিবেদন অনুসারে, দেশটির স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনি আগুইলেরা বলেছেন, হুয়ান হোসে জুনিগার এই কাজ সংবিধান পরিপন্থী। তাঁর এই কাজের মাধ্যমে সাংবিধানিক আদেশকে পুরোপুরি নস্যাৎ করার চেষ্টা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত জুনিগাকে কৌঁসুলির অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রধান কৌঁসুলির কার্যালয় জানিয়েছে, ইতিমধ্যে অভ্যুত্থানের বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

সংবাদ সংস্থা আনাদোলুর প্রতিবেদনে বলা হয়, জুনিগাকে বহনকারী একটি ট্যাংক গতকাল বুধবার বিকেলে লা পাজ শহরে অবস্থিত প্রেসিডেন্টের বাসভবনে প্রবেশের পর সামরিক বিদ্রোহ শুরু হয়। তবে বিদ্রোহ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। সাবেক প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেসের বিরুদ্ধে একাধিক হুমকির পর গত মঙ্গলবার তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় জুনিগাকে।

স্থানীয় টিভি চ্যানেলের ভিডিওতে দেখা যায়, প্রেসিডেন্ট বাসভবনে সাঁজোয়া যান প্রবেশের পর লুইস আর্চি সামরিক অভ্যুত্থানের নেতা জুনিগার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। এ সময় জুনিগার উদ্দেশে তিনি বলেন, 'সম্পূর্ণ বাহিনী অবিলম্বে প্রত্যাহার করুন। এটা আমার নির্দেশ। আমি কোনো অবাধ্যতা বরদাশত করব না।'

এরপর সামরিক অভ্যুত্থান সম্পর্কে সতর্ক করে জাতীয় টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট লুইস আর্চি বলেন, দেশ আজ আবারও এমন স্বার্থের মুখোমুখি হয়েছে যা বলিভিয়ার গণতন্ত্রকে ছিন্ন করতে পারে। দেশের নাগরিকদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

গ্রেপ্তার হওয়া সেনাপ্রধান জুনিগা টেলিভিশন ভাষণে বলেছেন, দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংস্কার করতে চান তিনি। তাঁর আশা ছিল, সরকারে পরিবর্তন আসবে। তিনি সাবেক অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্টসহ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন।

দাবদাহ গ্রীষ্মের দাবদাহ চলছে নিউইয়র্কসহ আমেরিকার উত্তর পূর্বাঞ্চলে। গ্রীষ্মের এ মৌসুমে স্বদেশী সংগঠনগুলো বিভিন্ন পার্কে বনভোজন করছে দেশজ আমেজে। তীব্র গরমে তৃষ্ণা নিবারণ করছে একটি শিশু। ২৩ জুন রোববার ছবিটি ধারণ করেছেন এম বি তুষার।

ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে ভারতের কড়া সমালোচনায় যুক্তরাষ্ট্র

বার্ষিক প্রতিবেদন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ অংশীদার ভারতের বিরল সমালোচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল বুধবার প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান ইহুদিবিদ্বেষ ও ইসলামভীতির ব্যাপারেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা এএফপি এক প্রতিবেদনে খবরটি দিয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন প্রতিবেদনটি সম্পর্কে বলেছেন যে, গাজা যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রেও ইহুদিবিদ্বেষ ও ইসলামভীতি অনেকটাই বেড়েছে। তিনি বলেন, 'ভারতে আমরা সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য ধর্মান্তর বিরোধী আইন, ঘৃণাত্মক বক্তব্য, বাড়িঘর এবং উপাসনালয় ধ্বংস অনেক বেড়েছে বলে দেখতে পাচ্ছি।'

এসব ঘটনার সঙ্গে ভারতের পুলিশের প্রচেষ্টাকেও দায়ী করেছেন আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাম্বাসেডর–অ্যাট–লার্জ রাশাদ হুসাইন।

তিনি বলেন, ভারতে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় জানিয়েছে যে, ধর্মান্তরের অভিযোগ এনে তাদের প্রার্থনায় বাধা দিয়েছে বিক্ষুব্ধ জনতা। তখন স্থানীয় পুলিশ বিক্ষুব্ধ জনতাকে সহায়তা করেছিল। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ওপর জনতার হামলার সময় চুপ ছিল পুলিশ। তারপর ধর্ম পরিবর্তনের অভিযোগ এনে ভুক্তভোগীদেরই গ্রেপ্তার করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র কয়েক দশক ধরেই ভারতের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক চেয়েছে। এশিয়ায় চীনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক দেশ ভারতকে নিজেদের মিত্র বলেই প্রচার করে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখেন।

প্রতিবেদনে প্রকাশ্যে ভারতের সমালোচনা করা হলেও চলতি বছরের শেষ দিকে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিবেদন অনুসারে যখন কালো তালিকা করবে যুক্তরাষ্ট্র, তখন তারা ভারতের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবে না বলেই অধিকাংশের ধারণা।

ভারতের ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানসহ তালিকার বেশ কয়েকটি দেশ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। পাকিস্তানে ধর্ম অবমাননা সংক্রান্ত আইনগুলোর নিন্দা জানিয়েছেন অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন।

নিউইয়র্ক সিটিতে জিহানের আরেকটি ম্যুরাল উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিশ্বের রাজধানীখ্যাত নিউইয়র্ক সিটির সৌন্দর্য্য বর্ধনে সংযোজিত হলো জিহান ওয়াজেদ'র আঁকা আরো একটি ম্যুরাল। ইতোমধ্যেই সিটির বিভিন্ন এলাকায় শোভা পাচ্ছে তার শিল্প কর্মের অনেক নির্দশন। বাংলাদেশী আমেরিকান প্রতিভাবান তরুণ শিল্পী জিহান ওয়াজেদ। আমেরিকার মূলধারায় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ম্যুরাল এঁকে সম্প্রতি ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয় নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থানে তার আঁকা ম্যুরালে স্থান পাচ্ছে বাংলাদেশের চিরায়ত ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। অতি সম্প্রতি নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার বাংলাদেশী অধ্যুষিত হিলসাইড এভিন্যু ও ১৬৯ স্ট্রীটের কর্ণারে একটি ম্যুরাল একেঁছেন জিহান। স্থানীয় এস্টেট ফার্মেসীর বিশাল দেয়ালে বাংলাদেশের ঐতিহ্যের ধারায় অংকিত ম্যুরালটির থীম হচ্ছে "চেইজিং ড্রিমস"। নিউইয়র্ক সিটির অনুন্নত কমিউনিটির উন্নয়নে নিবেদিত অলাভজনক সংগঠন 'ভালো' সার্বিক সহযোগিতা করেছে ম্যুরালটি নির্মাণে। ম্যুরালটিতে গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ সর্ষে ফুলের মাঠের মধ্য দিয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটছে বাংলা অক্ষরের দিকে। এই চিত্রকর্মে ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের প্রকৃত এবং প্রাণবন্ত একটি প্রতিচ্ছবি। যার মধ্য দিয়ে আমাদের মূল শেকড়, ঐতিহ্য ও ভাষাগত পরিচিতির সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় বহুজাতিক নিউইয়র্ক মহানগরীতে।

জিহান ওয়াজেদের আঁকা এই ম্যুরালটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিলো ২৪ জুনসোমবার বিকেলে। বাংলাদেশী হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এন্ড লিডারশীপ আউটরিচ-ভালো আয়োজিত ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, পদস্থ কর্মকর্তা ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ভালোর প্রাণপুরুষ শাহারিয়ার নবীর নেতৃত্বে সংগঠনটির একদল তরুণ-তরুণী চমৎকার একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পড়ন্ত বিকেলে। ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে ম্যুরালটির উদ্বোধন করেন শিল্পী জিহান ওয়াজেদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিথি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ভালোর পুরো টিম সহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ।

'ভালো'র পাবলিক রিলেশন ডাইরেক্টর শাহারিয়ার নবীর উপস্থাপনায় অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল মেম্বার নাতাশা উইলিয়ামস, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের চীফ এডমিনিস্ট্রেটর ও ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার মীর বাশার, শিল্পী জিহান ওয়াজেদ, নিউইয়র্ক সিটি স্মল বিজনেস সার্ভিসেসের নির্বাহী পরিচালক ডেভিড কোরিস ও সারোগেট কোর্ট জাজ কেসেন্দ্রি জনসন। ম্যুরালটি উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন জিহানের পিতা সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডাঃ ওয়াজেদ খান, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, ঠিকানার অনুভা শাহীন, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, সংগঠনটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, ডিএইচ কেয়ারের অন্যতম সত্বাধিকারী মনিরুল ইসলাম মঞ্জু, নিউইয়র্ক সিটির সিএইউ'র সিনিয়র লিয়াসন মোহাম্মদ বাহে প্রমুখ।

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

**Same Day Appointment
Walk-in Welcome**

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:	JACKSON HEIGHTS OFFICE:	OZONE PARK OFFICE:
166-41 88th Ave,	40-37 74th Street	97-47 77th Street,
Jamaica, NY 11432	Elmhurst, NY 11373	Ozone Park, NY 11416
Tel: 917-780-4510	Tel: 917-780-4510	Tel : 718-307-5796
Fax: 347-875-3911	Fax: 347-875-3911	Fax : 347-875-3911

IMMIGRATION LAW OFFICE

ইমিগ্রেশন ’ল অফিস

Dilli R. Bhatta
Attorney at Law

Shamim Shahed
Certified Paralegal

- Immigration
- Asylum & Defence from Deportation
- Family Law
- Accident & Injury
- Business Law
- Any Kind of Visa Processing

BHATTA LAW & ASSOCIATES
☎ (631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

SARAH CARE USA

CDPAP & HOME CARE SERVICES

- *CDPAP/ PCA/ HHA*
- *No Certificate Required*
- *Highest pay With Benefit*

We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole

Dr.Gee Cee pat
Vice President

Dr.Shajadi Parvin
CEO/President

LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply

WITH
Best income
Up to
$85.000
Annually

WORK
AT HOME

NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949

আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি

FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP

Corporate Office:	Jamaica Office:	Brooklyn Office:	Bronx Office:	Buffalo Office:
37-18-73rd Street, Suit 301, Jackson Height, NY 11372	170-05 Hillside Ave, NY 11432 185-08, Hillside Ave, NY 11432	2033 Bath Ave, Brooklyn NY 11214	2148 Starling Ave, Bronx, NY 10482	3685 Harlem RD Cheektowaga, NY 14215

We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country

cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 917-745-0949, 929-468-6102 | www.sarahcareusa.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রবাসী রংপুরবাসীর সম্মিলিত

Rangpur Bashir Sammilito Banbhojon 2024

বনভোজন

ও মিলন মেলা ২০২৪ইং

সঙ্গীত পরিবেশনা:
রায়ান তাজ
ও প্রমি তাজ সহ
প্রবাসের বিশিষ্ট
সংগীত শিল্পী বৃন্দ

BETHPAGE STATE PARK
Eagle Pavilion
99 Quaker Meeting House Rd,
Farmingdale, NY 11735, Long Island

তারিখ ঃ ০৭ জুলাই, ২০২৪ইং, রবিবার
সময়: সকাল ৮টা - সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা

জাগো বাহে, কোনঠে সবাই

আস্সালামু আলাইকুম/ আদাব,
সম্মানিত সুধী, আমরা অত্যন্ত খুশী ও আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, প্রবাসী রংপুরবাসীর সম্মিলিত বার্ষিক বনভোজন ও মিলন মেলা আগামী ৭ই জুলাই ২০২৪ইং রোজ রবিবার ব্যাপক আয়োজনে নয়নাভিরাম সবুজে ঘেরা লং আইল্যান্ড বেথ পেইজ স্টেট "পার্ক ঈগল প্যাভিলিয়ন" এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
উক্ত বনভোজন ও মিলন মেলায় আপনি ও আপনারা সকলে সবান্ধব এবং সপরিবারে আমন্ত্রিত।

আকর্ষনীয় র‍্যাফেল ড্র পুরস্কার

১ম পুরস্কার: গাড়ী

Sponsored by:
Bari Home Care & Sylhet Motors Inc.

স্বর্ণের চেইন
নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক
টিকিট, ল্যাপটপ সহ
আরো আকর্ষনীয় পুরস্কার

আমন্ত্রণে

আহ্বায়ক
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
৬৪৬-৮৮৬-১০৫৮
আসেফ বারী টুটুল
৬৩১-৪২৮-১৯০১
এ,বি,এম মিজানুল হাসান
৭১৮-৩৪০০০৭৭
বনভোজন উদযাপন কমিটি

যুগ্ম আহ্বায়ক
মোঃ আব্দুল্লাহ্ আরিফ, মোঃ আরিফ হোসেন মিথুন,
ডাঃ নাফিসুর রহমান পিপুল, মোঃ রাজু আহম্মেদ জাদু,
মোঃ আব্দুর রকিব, শাহ্ মোহাম্মদ ফরিদ,
মোঃ রেজাউল ইসলাম
বনভোজন উদযাপন কমিটি

সদস্য সচিব
মোঃ আব্দুল মোতালেব
জাকিউল উদ্দীন উৎপল
উজ্জ্বল রায়
বনভোজন উদযাপন কমিটি

রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ
৩০ জুন, ২০২৪
যোগাযোগ:
৬৪৬-৮৮৬-১০৫৮
৭১৮-৩৪০০০৭৭
৬৪৬-২৮৭-৮৫৮৩
৬৩১-৯৩৩-৩৮২১
৯১৭-৯০৭-২৯৪৮
৯২৯-৭২০-২১৩৩

সাংস্কৃতিক বিভাগ
কামনা হাসান, মিলন কুমার রায়,
মোঃ মোহর খান, সৈয়দ মুজতবা আলী শুভ,
সত্যকি রায় লোলা
বনভোজন উদযাপন কমিটি

অর্থ ও কালেকশন বিভাগ
মোঃ আরিফ হোসেন মিথুন (প্রধান)
আসেফ বারী টুটুল, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, জাকিউল উদ্দীন উৎপল,
মোঃ ওমর ফারুক, বাকী বিল্লাহ্ ফরিদী
বনভোজন উদযাপন কমিটি

প্রধান সমন্বয়কারী : শাহ্ মুহম্মদ নজরুল ইসলাম (৬৪৬) ২৮৭-৮৫৮৩

সমন্বয়কারী ঃ
মোঃ মোখলেছুর রহমান, মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম আনু, মোঃ গোলাম আজম, মোঃ আব্দুল জলিল মিয়া, মোঃ মোহর খান, সৈয়দ আলী শুভ, মোঃ রবিউল ইসলাম স্বপন, মোঃ আব্দুল কুদ্দুস মিয়া, রহিমুজ্জামান সুমন, হাসান আবু সাঈদ বিদ্যুৎ, মোঃ নুরন্নবী মিয়া শিমুল, মিলন কুমার রায়, মাহবুব হোসেন, সাদীউর রহমান সাদী, মিজানুর রহমান লেবু, জোবাদুর রহমান মিঠু, মোঃ নূর-ই আলম সিদ্দিকী, তানভীর আবেদ নীল, মীর মামুনুর রশীদ, মোঃ আনোয়ার হোসেন জিন্নাহ, মোঃ সাইফুল ইসলাম বাবু, মোহাম্মদ মিয়া দুলু, মোঃ মাহবুবুল কবির মুন্না, আহসান বিল্লাহ হীরা।

উপদেষ্টা মন্ডলী
সাঈদ এম. রহমান লাবু (প্রধান উপদেষ্টা), প্রিন্স রায়হান, মাসুদ আলম মিঠু, এ্যাডঃ মাহবুবুল আলম, মোহাম্মদ মশিউর রহমান, এ্যাডঃ একরামুল ইসলাম মুকুল, মোঃ নূর ইসলাম বর্ধন, এ.আর.এম রাকীব উদ্দিন টিপু, মেহবুব সরকার কোয়েল, খতিব উদ্দিন সরকার, দিদারুল ইসলাম।

প্রচার ও গণযোগাযোগ: শাহ মোহাম্মদ ফরিদ (৯২৯-৭২০-২১৩৩)

সার্বিক সহযোগিতায়:
আব্দুস সালাম, ফরিদ আহমেদ লাভলু, মেজবানুর রহমান মিল্লন, রাকিবুজ্জামান লিখন, সাকিব আহমেদ জুয়েল, আবু সুফিয়ান অনিক, সাজেদুর রহমান মন্ডল, লিটন, মাসুদ, মো: আব্দুর রাজ্জাক, হেলালুজ্জামান হেলাল, আব্দুল মান্নান, মো: হক মিন্টু, মারুফা বেগম ময়না, মুনমুন হাসিনা বারী, ফরিদা উদ্দিন, ছাইফুন নাহার সুইটি, হুসনা লাইজু রিবন, মনিরা বেগম লিপি, আলেয়া বেগম, আফরোজা খাতুন,জোবাইদা জান্নাত পপি, মো: মোকাররম হোসেন, ডা: মোরসালিম, মোজাহারুল হোসেন খোকন, জুয়েল তালুকদার, প্রভাত বোস, স্বপন, আওরান হোসেন, আমিনুল ইসলাম রাজু, ড. সুলতান মাহমুদ, মো: মাঈদুল ইসলাম, মো: হারুনুর রশীদ, মো: তেনু ইসলাম, প্রদীপ চন্দ্র রায়, ফরহাদ আলী, সাবু খান, জিয়াউল আরহাম শিপলু, সুনীল কুমার রায়, মনজুরা বেগম বিউটি, আমিনুল ইসলাম খান, মো: মোশফেকুল ইসলাম বকুল, মিল্টন বর্মন, অনিতা রায়, প্রশান্ত সরকার, মো: আকতারুজ্জামান, মো: ফরহাদুল ইসলাম, মোফাখায়রুল ইসলাম, তমাশ, রাজু, রানা, মো: আব্দুর রাজ্জাক, শাহজাহান, রবিউল ইসলাম, মাসুদুর রহমান, মো: সোলায়মান মিয়া, মো: তাহের, মোকতার আলী, শাহানা সুমী, তফিন, উজ্জল সরকার, রায়হান, নাছিমা, ডা: নিলুফার ইয়াসমিন, সিমী, আখি সরকার, শাহীন খান সুইটেন, কামরুন নাহিদ রুমা, নুশরাত জাহান তানি, খাইরুল আলম, সাইফুন নাহার।

পৃষ্ঠপোষকতায় / Sponsors

BARI HOME CARE বারী হোম কেয়ার	IMMIGRANT ELDER HOME CARE LLC.	SYLHET MOTORS INC.	GOLDEN AGE HOME CARE Licensed Home Health Care Agency	এটর্নী মঈন চৌধুরী (917) 282-9256	ARIC MOTORS
NURUL AZIM +15164513748	MEADOWBROOK	Prince Rayhan	ARM RAKIB UDDIN (TIPU) President & CEO Tel: 718-651-0366 STOP & CARRY CON. INC.	মো: মেহেরুজ্জামান ক্লেমেন্ট হোসেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক	BANGLA TRAVELS JACKSON HEIGHTS NEW YORK
GLOBAL MULTI SERVICES TAX-IMMIGRATION Mr. & Mrs Tareq	MEENA FOODS MEHBUB SARKER	Alamgir Khan Alam Showtime Music	CHAUDRI CPA P.C.	Mustaque Ahmed Real Estate Broker	Khalil's Food
Mohammad Abdullah Arif	Md. Moshiur Rahman	CITY SOUVENIRS GIFT & CONFECTIONERY SHOP Sabu Khan, Owner	JFM RASEL NEW YORK LIFE	Premium Sweets	FAUMA INNOVATIVE FAHAD R SOLAIMAN PRESIDENT/CEO 347-393-8504

অবশেষে কারামুক্ত হলেন জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ

অবশেষে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ। নিজের দোষ স্বীকার করে যুক্তরাষ্ট্রে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতায় আসায় অ্যাসাঞ্জের এই কারামুক্তি। গতকাল সোমবার যুক্তরাজ্যের একটি কারাগার থেকে তিনি মুক্ত হন বলে উইকিলিকসের সূত্রে নিশ্চিত করেছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন।

'জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ এখন মুক্ত। তিনি বেলমার্শের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা কারাগারে ১৯০১ দিন কাটিয়ে ২৪ জুন সকালে মুক্ত হন। লন্ডনের হাইকোর্ট তাঁকে জামিন দেন এবং বিকেলে স্ট্যানস্টেড বিমানবন্দরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়, যেখান থেকে একটি উড়োজাহাজে চড়ে যুক্তরাজ্য ত্যাগ করেন।' উইকিলিকস মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বলেছে। উল্লেখ্য, গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। ওই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর সর্বোচ্চ ১৭৫ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

চাকরি নিয়ে হতাশায় গ্র্যাজুয়েটরা

এইচ বি রিতা

অল্পবয়সী কলেজ গ্র্যাজুয়েটদের জন্য ভালো বেতনের একটি চাকরি খুঁজে পাওয়া চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে। প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক আমেরিকান কলেজ ডিগ্রি অর্জন করছে, আর তাই চাকরির বাজার বর্তমানে অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে। অধিকন্তু, নিয়োগকর্তাদের এন্ট্রি-লেভেল পজিশনের জন্য অবাস্তব সব পেশাদার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, যা সাম্প্রতিক গ্র্যাজুয়েটদের জন্য চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা করা কঠিন করে তুলছে।। LinkedIn-এ "এন্ট্রি-লেভেল" চাকরির জন্য পাঁচ বা তার বেশি বছরের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, এমন সব চাকরির তালিকা দেখা যায় যা সাম্প্রতিক গ্র্যাজুয়েশন করা তরুণদের জন্য হতাশাজনক।

জরিপে দেখা গেছে যে, কলেজ গ্র্যাজুয়েটদের অর্ধেকেরও কম, ক্যাম্পাস ছেড়ে যাওয়ার পরে তাদের কর্মজীবনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী ছিল। মেরি ক্রিস্টি ইনস্টিটিউটের একটি পৃথক সমীক্ষা দেখায় যে, সাম্প্রতিক গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে পাঁচজনের মধ্যে দু'জন বলেছেন যে, তাদের কলেজগুলি তাদের কর্মশক্তিতে পরিবর্তনের জন্য আবেগীয় এবং মানসিকভাবে নেভিগেট করার দক্ষতা পর্যাপ্তভাবে শেখায়নি।

ছাত্রজীবনের জন্য নিবেদিত একটি অনলাইন ম্যাগাজিন 'ইন্টেলিজেন্ট' এর একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়, যেখানে দেখা যায় যে, ৩৮ শতাংশ নিয়োগকর্তা সাম্প্রতিক কলেজ গ্র্যাজুয়েটদের নিয়োগ করতে চান না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫৮ শতাংশ ম্যানেজার, ডিরেক্টর এবং এক্সিকিউটিভ দাবী করছেন যে, সাম্প্রতিক গ্র্যাজুয়েটরা কর্মশক্তির জন্য অপ্রস্তুত। জরিপকৃত নিয়োগকর্তাদের মতে, তারা চাকরির সাক্ষাৎকারের সময় চোখে চোখে যোগাযোগ রাখতে ব্যর্থ হয়, অবাস্তব বেতন প্রত্যাশা করে, চাকরির ইন্টারভিউয়ের জন্য অনুপযুক্ত পোশাক পরে আসে, তারা ভার্চুয়াল কলের সময় ক্যামেরা চালু করতে চায় না এবং এমনকি কেউ কেউ তাদের বাবা-মাকে ইন্টারভিউতে নিয়ে আসে।

অন্যদিকে ইথাকা কলেজের স্ট্রাটেজিক কমিউনিকেশনের অধ্যাপক ডিয়ান গায়েস্কি, পিএইচডি, বলেছেন, 'নিয়োগকর্তাদের স্বীকার করতে হবে যে, কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে, কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়া তরুণরা তাদের শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক ও পেশাগত বিকাশে দুই বছরেরও বেশি ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।'

ওয়াশিংটন পোস্ট জানায় যদিও তরুণরা বিশ্বব্যাপী মহামারীর প্রভাবের সাথে লড়াই করছে, তবে সাম্প্রতিক গ্র্যাজুয়েটদের জন্য বেকারত্বের হার ১৯৯০ সাল থেকে অন্যান্য জনসংখ্যার তুলনায় কম ছিল, তবে সেই ব্যবধানটি সম্প্রতি বেড়েছে। তবে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ নিউইয়র্কের তথ্য অনুসারে, ২০২৩ সালে কম বয়সী তরুনদের সংখ্যা যারা কর্মহীন ছিল, তারা তাদের দক্ষতা বা যোগ্যতার তুলনায় নিম্নপদে চাকরি করছে- যা ২০২৩ সালে ৪০ শতাংশ বেড়েছে।

অর্থনীতি এবং ডেটা বিশ্লেষণে দ্বৈত ডিগ্রি রয়েছে এমন একজন আক্ষেপ করে লিখেছেন, "আমার কোনো পেশাগত কাজের অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু আমি ৩/৪টি পরিষেবা/ক্লারিকাল ওরিয়েন্টেড চাকরি করেছি এবং আমার একাডেমিয়া জুড়ে অনেক দক্ষতা অর্জন করেছি। আমি জানি আমি একজন পেশাদার হিসাবে ভালভাবে ফিট করব কিন্তু আমি সেই যুগান্তকারী সুযোগটি খুঁজে পাচ্ছি না।

বিদেশি স্নাতকদের গ্রিন কার্ডের প্রতিশ্রুতি ট্রাম্পের

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন বিদেশী স্নাতকদের গ্রিন কার্ড দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও আসন্ন নির্বাচনের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। এটা তার প্রধান নির্বাচনী ইস্যু বলেও মন্তব্য করেন ট্রাম্প।

মার্কিন গণমাধ্যম অল-ইন পডকাস্টে, ২০ জুন বৃহস্পতিবার তার একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। এতেই তাকে এই মন্তব্য করতে শোনা যায়।

বৃহস্পতিবার এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প অঙ্গীকার করে বলেন, মেধাবীদের যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়ার প্রক্রিয়া তিনি সহজ করবেন ও যারা কলেজগুলো থেকে গ্র্যাজুয়েট করবেন তারা থাকতে পারবেন।

সাবেক এই প্রেসিডেন্ট বলেন, হার্ভার্ড ও এমআইটিসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গ্র্যাজুয়েটদের হারানোটা দুঃখজনক। ট্রাম্প বলেন, গ্রাজুয়েট শেষ করার পরে স্বাভাবিকভাবেই গ্রিন কার্ড পাওয়া উচিত ও এক্ষেত্রে জুনিয়র কলেজগুলোও অন্তর্ভুক্ত হবে। ট্রাম্পের এই প্রস্তাবের কারণে প্রতি বছর নতুন নাগরিকত্বের আবেদন উল্লেখযোগ্য

ডোনাল্ড ট্রাম্প

হারে বাড়বে।

ধারণা করা হচ্ছে, এতে রিপাবলিকান পার্টিতেও তার গুরুত্ব বাড়বে। বিদেশি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, আমি যা করতে চাই এবং আমি যা করব তা হল, আপনি একটি কলেজ থেকে স্নাতক হয়েছেন। আমি মনে করি এই দেশে থাকার জন্য আপনার ডিপ্লোমার অংশ হিসেবে একটি গ্রিন কার্ড পাওয়া উচিত।

তীব্র তাপ প্রবাহে নিউইয়র্ক

এইচ বি রিতা

নিউইয়র্ক শহরে প্রচণ্ড তাপ প্রবাহ বিপাকে ফেলছে শহরবাসীকে। অনুমান করা হচ্ছে এই তাপমাত্রা ৯০-এর দশকের মাঝামাঝি পৌঁছানোর পূর্বাভাস। নিউ ইয়র্ক সিটি চলমান তাপপ্রবাহের প্রতিক্রিয়ায় 'কুলিং সেন্টার' হিসাবে ২৩ জুন রোববার ৪৫টি পাবলিক স্কুল খোলা হয়েছে। চরম তাপ এবং আর্দ্রতার কারণে, বিকেলে এবং সন্ধ্যায় প্রবল বজ্রঝড়ের সম্ভাবনা সহ, রবিবার পর্যন্ত একটি রেড অ্যালার্ট কার্যকর রয়েছে। রাত ৮টা পর্যন্ত একটি অত্যধিক তাপের সতর্কতা জারি রয়েছে। রবিবার সেন্ট্রাল এবং সাউথ নিউ জার্সির জন্য, তাপ সূচক ১০৫ ডিগ্রি বা তার বেশি আঘাত করার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। রবিবার পর্যন্ত সমস্ত সমুদ্র সৈকতে স্রোতের উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে।

মঙ্গলবারে ৫০০টি কুলিং সেন্টার খোলা হয়েছিল এবং তাপপ্রবাহ শেষ হওয়ার পূর্বাভাস ছিল বিধায় শুক্রবার পর্যন্ত কুলিং সেন্টারগুলো খোলা ছিল। কিন্তু ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস তাপ প্রবাহের জরুরি পরামর্শ জারি করেছে যা রবিবার রাত ৮টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। এটি চলমান থাকার শঙ্কাও রয়েছে।

সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্ এক প্রেস বিজ্ঞপিতিতে বলেছেন, 'আমরা এই সপ্তাহান্তে উচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড জন্য ব্রেক করছি। আসুন আমরা হাইড্রেটেড থাকি, সর্বোচ্চ তাপের সময় বাড়ির ভিতরে থাকি এবং একে অপরের খোঁজ করার মাধ্যমে নিরাপত্তাকে

অগ্রাধিকার দিই।"

ইনডোর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কুলিং সেন্টারগুলোতে রয়েছে, লাইব্রেরি এবং সিনিয়র সেন্টার। তবে এ নিয়ে অ্যাডামস্ সমালোচনার মুখে পড়েছেন কারণ কুলিং সেন্টারের এক তৃতীয়াংশ লাইব্রেরিগুলি - জুনটিন্থের ফেডারেল ছুটির কারণে বন্ধ ছিল। বেশিরভাগ লাইব্রেরি শাখা রবিবারও বাজেট কাটার কারণে বন্ধ থাকছে। নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি সিস্টেম এই সপ্তাহে স্টেটেন আইল্যান্ডের দুটি শাখা বন্ধ করে দেয় যা ৯০ডিগ্রি তাপমাত্রার মধ্যে শহর-নির্ধারিত "কুলিং সেন্টার" এর পরিবেশন দিতে ব্যর্থ হয়। মঙ্গলবার ম্যানহাটনের দুটি শাখায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ছিল না, তবে কোম্পানির বড়ো আকারের ফ্যানগুলো কর্মীদের কিছুটা শীতল থাকতে সাহায্য করে। লাইব্রেরির কর্মকর্তারা এয়ার কন্ডিশনার সমস্যাকে $৭৫০,০০০ অবৈতনিক রক্ষণাবেক্ষণ বিলের জন্য দায়ী করেছেন যা মেয়র এরিক অ্যাডামস দ্বারা করা সাম্প্রতিক বাজেটে কাটছাঁটের কারণে আরও খারাপ হয়েছে।

বর্তমানে কুলিং সেন্টারগুলির ঠিকানা ৩১১-এ কল করে পাওয়া যাবে।

ইসরায়েলি হামলায় হানিয়ার পরিবারের ১০ সদস্য নিহত

নিউজ ডেস্ক

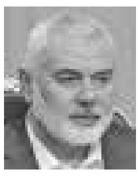
ইসমাইল হানিয়া

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার উত্তরে শাতি শরণার্থীশিবিরে ইসরায়েলি বিমান হামলায় হামাসপ্রধান ইসমাইল হানিয়ার পরিবারের ১০ সদস্য নিহত হয়েছেন। গাজার বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার বরাতে খবরটি দিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

হানিয়া পরিবারের যে ১০ জন মারা গেছেন, তাঁরা হলেন জহর আবদেল সালাম হানিয়া, নাহেদ হানিয়া আবু গাজি, ইমান হানিয়া উম গাজি, ইসমাইল নাহেদ হানিয়া, মুহাম্মদ নাহেদ হানিয়া, মোয়ামেন নাহেদ হানিয়া, জাহরা নাহেদ হানিয়া, আমাল নাহেদ হানিয়া, শাহাদ নাহেদ হানিয়া ও সুমায়া নাহেদ হানিয়া।

হানিয়া পরিবারের ওপর হামলা এবং নিহতের সংখ্যা নিশ্চিত করে হামাস আজ মঙ্গলবার গাজায় ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী যুদ্ধ অব্যাহত রাখার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনকে দায়ী করেছে। বলা হয়েছে, ইসরায়েল যেন গাজায় ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞের কাজটা সম্পন্ন করতে পারে সে জন্য নেতানিয়াহু সরকারকে রাজনৈতিক ও সামরিক সুরক্ষা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

মুসলিম দেশ তাজিকিস্তানে নিষিদ্ধ হিজাব, ঈদ উদ্‌যাপনে বাধা

নিউজ ডেস্ক

তালেবান শাসিত আফগানিস্তানের সীমান্ত ঘেঁষা মুসলিম অধ্যুষিত দেশ তাজিকিস্তানে নিষিদ্ধ হতে যাচ্ছে হিজাব। দেশটির সর্বোচ্চ আইনসভায় এ সংক্রান্ত একটি আইনও পাস হয়েছে। এতে পোশাকসহ অন্যান্য নিয়মও যুক্ত করা হয়েছে, যার কারণে উৎসবের পোশাকেও আসছে বিধি-নিষেধ।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ তাজিকিস্তানে হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করে আইন পাস হয়েছে দেশটির সংসদের উচ্চকক্ষে। এ ছাড়া আইনটির মাধ্যমে ঈদ উদ্‌যাপনেও বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০ জুন বৃহস্পতিবার মজলিশি মিলিতে (পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ) সংসদ সদস্যদের ভোটে হিজাব নিষিদ্ধ করে আইন পাস করা হয়।

এর আগে গত ৮মে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশটির পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ মজলিশি নামোইয়ানদাগনে পাস হয়েছিল বিলটি।

মসলিশি মিলির প্রেস সেন্টার থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, হিজাব পরিধানের সংস্কৃতি মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি হয়েছে। এটি তাজিকিস্তানের নিজস্ব সংস্কৃতি নয়, এর সঙ্গে কট্টরপন্থার সম্পর্ক রয়েছে। এই আইন অমান্য করলে আর্থিক জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে আইনটিতে।

তাজিক সংবাদ সংস্থা এশিয়া-প্লাস নিউজ জানাচ্ছে, নতুন আইনে নিষিদ্ধ ধর্মীয় পোশাক পরা ব্যক্তিদের ৭ হাজার ৯২০ সোমোনি (প্রায় ৭০০ ডলার) পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

তাজিক সংবাদ সংস্থা এশিয়া-প্লাস নিউজ জানাচ্ছে, নতুন আইনে নিষিদ্ধ ধর্মীয় পোশাক পরা ব্যক্তিদের ৭ হাজার ৯২০ সোমোনি (প্রায় ৭০০ ডলার) পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। কর্মচারীদের নিষিদ্ধ পোশাক পরার অনুমতি দেয় এমন কোম্পানিগুলোকে ৩৯ হাজার ৫০০ সোমোনি (৩ হাজার ৫০০ ডলার) জরিমানা দিতে হবে। এছাড়া সরকারি কর্মকর্তা এবং এবং ধর্মীয় নেতারা এই আইন লঙ্ঘন করলে ৫৪ হাজার থেকে ৫৭ হাজার ৬০০ সোমোনি (৪ হাজার ৮০০-৫ হাজার ১০০ ডলার) জরিমানা দিতে হবে।

তাজিকদের নিজ সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী করতে এবং সালাফিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অংশ হিসেবে এর আগে দাড়ি রাখার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছিল দেশটির সরকার।

বাংলাদেশের নির্বাচন সুষ্ঠ হয়েছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

উত্তর আমেরিকা অফিস

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খান এমপি বলেছেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠ হয়েঠে। বিএনপি ছাড়া সব দল অংশ গ্রহণ করেছে। নির্বাচন এতটাই সুষ্ঠ হয়েছে যে তৎকালীন আইজিপির ছেলেও হেরে গেছে। সুষ্ঠ ও প্রভাবমুক্ত নির্বাচন না হলে আইজির ছেলে অবশ্যই জিততো। তিনি আরো বলেন, লন্ডনে বসে কেউ যদি দেশ চালাতে পারতো তাহলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশও একই কায়দায় চলতো। বিএনপির ভরাডুবির লন্ডনের নেতাই যথেষ্ট বলেন মন্তব্য করেন তিনি।

আওয়ামীগ সরকারের আমলে দেশে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। সবাই দেশ থেকে ঘুরে আসার আমন্ত্রন জানান তিনি।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, কনসুলেট থেকে যে আয় হয় তা প্রবাসীরা জানতে চায়। প্রবাসীদের ডলার লুটপাট কারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান তিনি।

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আওয়ামী লীগের ৭৫তম প্লাটিনাম জয়ন্তী প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খান এমপি,বিশেষ অতিথি রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সভাপতি ড,সিদ্দিকুর রহমান সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা ডা: মাসুদুল হাসান, এএস এম খবির (চান), ড,মো: হারুন অর রশিদ বিশ্বাস।

সভায় সভাপতিত্ব করছেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুর রহমান এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারন সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী।

১৯-২০ অক্টোবর নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক লালন ও লোক উৎসব

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আগামী ১৯ ও ২০ অক্টোবর নিউইয়র্কে লালন পরিষদের আয়োজনে হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক লালন ও লোক উৎসব। জ্যামাইকার নন্দন কানন নামে পরিচিত পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে দ্বিতীয়বারের মতো হতে যাচ্ছে এই উৎসব।

৮ জুন জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে লালন পরিষদ ইউএসএ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে ২০২২ সালেও একই ভেন্যুতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

লালন উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী নাহিদ ইজহার খান। লালন উৎসবের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন লালন গবেষক কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সেলিম তোহা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত। লালন উৎসবকে মাতিয়ে তুলতে বাংলাদেশ থেকে আরও থাকবেন লালন সম্রাজ্ঞী ফরিদা পারভিন, আন্তর্জাতিক বংশীবাদক গাজী আব্দুল হাকিম, লালন গবেষক দেবোরা জান্নাত, রাখি শবনম, বিখ্যাত বাউল শিল্পী কালা মিয়া ও জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী সুলতানা ইয়াসমিন লায়লা।

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সা-বওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

রুম ভাড়া (sub let)

South Richmond hill এ নিরিবিলি পরিবেশে ১ লা জুলাই/২০২৪ থেকে ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে (850 $). স্বামী-স্ত্রী অগ্রগন্য! যোগাযোগ=347 653 6748

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com Phone 850-866-9012

বাসা ভাড়া

মে মাস থেকে নিউ বেইসমেন্ট ভাড়া হবে. PS 33 and Police Station থেকে এক ব্লক দূরে Queen Village এ মনোরম পরিবেশে বেইসমেন্ট ভাড়া হবে. স্টুডেন্ট আর স্বামী স্ত্রী অগ্রাধিকার পাবে. আলাদা কিচেন আর বাথরুম এবং বড় দুইরুম. দুই Block এর ভিতর Q1,Q27,Q88 ,Q36,Q43 and N26, N22 and N6 bus. স্ট্রিট পার্কিং (ঝাড়ু নাই)সব সময় খালি থাকে. যোগাযোগ - 3475925884

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

3 Bed, 1 Bath, Living Dining and Kitchen. (বাসা হতে ওয়ার্কিং দূরত্বে মসজিদ, স্কুল, গ্রোসারি শপ।) ADD: 27 peace st, Buffalo. যোগাযোগ: 518 364 0930

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

সুখবর! সুখবর!!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন।

571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

নিউইয়র্কে মৌলভীবাজার জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক ভিপি মিজানকে সংবর্ধনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে ২৪ জুন সোমবার রাতে ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে যুক্তরাষ্ট্র সফররত সাবেক ছাত্র নেতা ও সমাজ কর্মী ভিপি মিজানের এই সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মৌলভীবাজার জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান (ভিপি মিজান) কে নাগরিক এই সংবর্ধনা প্রদান করেছে প্রবাসী মৌলভীবাজার জেলাবাসী।

কমিউনিটি এক্টিভিস্ট সালেহ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং টিটু চৌধুরী ও দপদীর রায় বোরনের যৌথ পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট বদরুন নাহার খান মিতা, লায়েকুল হাসান তরফদার, মোহাম্মদ এন মজুমদার, ফজলুর রহমান ফজলু, ইমরান আহমদ (চেয়ারম্যান), সোহান আহমদ টুটুল, আহমেদ জিলু, মনজুর চৌধুরী জগলু, তজমুল হোসেন, বসির খান, সাহান আহমদ, সৈয়দ গৌছুল হোসেন, ইমরান শাহ রন, জিল্লুর রহমান খান, জুবায়ের খান জুয়েল, সাপ্পি আহমেদ, মোঃ টুকু, তামিম চৌধুরী, সায়েম মুস্তাকিম, মুমিন, খলিলুর রহমান, এস কে সোহেলুজ্জামান খান, কৃষিবিদ সোলায়মান, শামিম আহমদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মৌলভীবাজার প্রবাসীরা ছাড়াও বিভিন্ন পেশাজীবী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন। অনুষ্ঠানটি প্রবাসী মৌলভীবাজার জেলাবাসীর মিলনমেলায় পরিণত হয়।

অনুষ্ঠানে ভিপি মিজানকে ফুলেল শুভেচ্ছাসহ ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। তিনি আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সব সময় তার এলাকাসহ বাংলাদেশের দরিদ্র-অসহায়দের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

গিয়াস আহমেদ-নিউইয়র্কের গভর্নরের মতবিনিময়

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুলের সাথে মতবিনিময় করেছেন মূলধারার রাজনীতিবিদ ও বাংলাদেশ কমিউনিটির পরিচিত মুখ গিয়াস আহমেদ। গিয়াস আহমেদ ছাড়াও এসময় গভর্নর নিউইয়র্কের শিল্পপতি ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন। সেখানে বাংলাদেশ কমিউনিটির পক্ষ থেকে একমাত্র তিনিই উপস্থিত ছিলেন। ১৯ জুন সন্ধ্যায় ম্যানহাটনের সিভিক সেন্টারে এ মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য যে, এর আগে গভর্নর ক্যাথি হোকুল হোম কেয়ারের সিডি প্যাপ এফ আই বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছেন। সকল এফ আই অর্থাৎ সিডি প্যাপ বন্ধ করে মাত্র একটি পছন্দনীয় অরগানাইজেশনকে হোম কেয়ার লাইসেন্স দেয়ার উদ্যোগ বন্ধ করার জন্য গিয়াস আহমেদ গভর্নরকে অনুরোধ করেন।

গিয়াস আহমেদ গভর্নরকে বলেন, আপনার বর্তমান উদ্যোগের ফলে ৬০০ এর মত হোম কেয়ার সিডি প্যাপ বন্ধ হয়ে যাবে। প্রচুর লোক বেকার হবে। এসময় নিউইয়র্কের গভর্নর তার কথা গুরুত্ব সহকারে আমলে নেন এবং পরবর্তী সময়ে গিয়াস আহমেদকে তার অফিসে বিস্তারিত আলোচনা করবার জন্য আমন্ত্রন জানান।

গণমাধ্যমকর্মীদের কাজে বাধা ও ভয় দেখানোর প্রচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি

ইমা এলিস

দেশের আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর দুর্নীতির প্রতিবেদন প্রকাশে বাংলাদেশের পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে যে বিবৃতি দিয়েছে সে বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় ২৪ জুন সোমবার দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এক নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এমন আপত্তি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, গণমাধ্যমকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাধা দেওয়া বা ভয় দেখানোর যে কোনো প্রচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি রয়েছে।

ব্রিফিংয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক সাংবাদিক জানতে চান, সম্প্রতি আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর দুর্নীতি প্রতিবেদন প্রকাশ করায় বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে হুমকিমূলক বিবৃতি জারি করেছে। যদিও প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের ব্যাপক দুর্নীতির তুলনায় এসব খবর গণমাধ্যমে খুব কমই প্রকাশিত হচ্ছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কী পদক্ষেপ নেবে?

ওই সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে মিলার বলেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে সরকারের স্বচ্ছতা প্রচারে একটি মুক্ত ও স্বাধীন গণমাধ্যমের ভূমিকাকে আমরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি।

ইউর ড্রিম হোম কেয়ারের সৌজন্যে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

জলি আহমেদ

বিদেশের মাটিতে প্রবাসীরা নানাভাবে ভূমিকা রেখে চলেছেন। বিশ্বব্যাপী নিজ দেশের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া ও খেলাধুলাতেও তাদের ভূমিকা কম নয়। এরই ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে হয়ে গেলো ইউর ড্রিম হোম কেয়ারের সৌজন্যে ফুটবল টুর্নামেন্ট।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা ওজনপার্কে 'ভিলেজ কাপ-২০২৪' নামে টুর্নামেন্টের আয়োজন করে বিয়ানীবাজার স্পোর্টিং ক্লাব ইউএসএ। আনন্দঘন ও উত্তেজনাপূর্ণ এই ফুটবল ম্যাচে গ্র্যান্ড স্পন্সর ছিল ইউর ড্রিম হোম কেয়ার।

ইউর ড্রিম হোম কেয়ার বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সামাজিক কার্যক্রমে সহযোগিতা করে থাকে। বাঙালি তরুণদের উৎসাহ দিতে তাদের নানা কার্যক্রমেও সহযোগিতা করে প্রতিষ্ঠানটি। এরই ধারাবাহিকতায় বিয়ানীবাজার স্পোর্টিং ক্লাবের 'ভিলেজ কাপ-২০২৪ টুর্নামেন্টে এর পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা করে ইউর ড্রিম হোম কেয়ার।

ফুটবল ম্যাচটি উপভোগ করতে নিউইয়র্কের বিভিন্ন দূরদূরান্ত থেকে প্রবাসীরা ছুটে আসেন। এতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির দুই বারের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও তিনবারে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ইউর ড্রিম হোম কেয়ারের কর্ণধার এম এ আজিজ। এছাড়া বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আনোয়ারুল আজিম সেলিম, কমিউনিটির বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তি, পরিচিত মুখ, বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী ও প্রবাসীরা।

এম এ আজিজ বলেন, "খেলাধুলার মাধ্যমে পরস্পরের সম্পর্ক দৃঢ় হয়,শারিরীক তথা মানসিক সুস্থতার জন্য যুবসমাজের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য এমন আয়োজন অপরিহার্য! ওজনপার্কের সবচেয়ে পুরোনো বাঙালি আমি।বতমানে ওজনপার্কে অনেক বাঙালির বসবাস,আজকে মনে হচ্ছে এটা যেন মিনি বাংলাদেশ।আমি আপনাদের বন্ধু, আপনাদেরই আপনজন।

তিনি আরও বলেন, "ইউর ড্রিম হোম কেয়ার "আপনাদের-ই সংগঠন। আমি সততার সঙ্গে বলছি যে, এই হোম কেয়ার করে নিজে চলার জন্য আসিনি। আমি এই ব্যবসায় আসছি কমিউনিটিকে সহযোগিতা করার জন্য। আপনাদের সঙ্গে আছি। ভবিষ্যতেও থাকবো।"

ইউর ড্রিম হোম কেয়ারের ডিরেক্টর মোর্শেদ আহমেদ শিপন বলেন, আজকে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এমন একটি খেলা উপহার দেওয়ার জন্য।

মনিপুরী শাড়ির বিকাশে সিলেটের তরুণ উদ্যোক্তা রাজু দেবনাথ

ফারজানা নাজ শম্পা

মনিপুরী শাড়ি স্বাতন্ত্রমন্ডিত উজ্জ্বল নকশায় ও গুনগত মানে আমাদের ঐতিহ্যের এবং জাতীয় পরিধেয় শাড়ির ভুবনে অবধারিত ভাবে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে । ভারতের মনিপুর রাজ্যের অধিবাসীরা বাংলাদেশের মূলত সিলেটে অঞ্চলে অভিবাসন এবং বসবাস শুরু করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে উনবিংশ শতাব্দীর শুরু হতে, মনিপুর রাজ্যর সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন কারণে এই স্থানান্তরের বিষয়টি ঘটে। নৃতাত্ত্বিক এই জাতিগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যমন্ডিত পোশাক ও পরিহিত কাপড় হতেই এই শাড়ির উৎপত্তি। এই জনগোষ্ঠীর মূল পরিধেয় লানিং বা ফানেহ নামক একপ্রকার কাপড় যা পেঁচিয়ে পড়তে হয়। মনিপুরী নারীরা মূলত তাঁত পেশার সাথে সংযুক্ত । মনিপুরী ভাষায় তাঁতকে 'ইয়ং' বলে আখ্যায়িত করা হয়, দুই প্রকারের ইয়ং তাঁতের মধ্যে ময়াং ও পাং তাঁতে যথাক্রমে মোটা ও চিকন সুতার কাপড় প্রস্তুত হয়। মনিপুরী নারীদের নিচে একপ্যাচঁ দিয়ে লুঙ্গির মতো কাপড় কোমরে পড়েন যা লাহিং বা ফানেক এবং উপরের 'ফুরিৎ' নামের ব্লাউজ এবং একপ্রকার ওড়না (তাঁদের ভাষানুসারে) 'ফিতুপ ' পড়েন যা তাঁদের মৈরাঙ রাজ্যের রাজকন্যার নামানুসারে এসেছিল। এই ওড়নার'বৈচিত্রময় নানন্দিক নকশা হতেই সময়ের বিবর্তনে ধীরে ধীরে ব্যাবসায়িক প্রয়োজনে এবং ক্রেতাদের চাহিদা প্রয়োজনের নব্বই দশক হতে বাংলাদেশের তাঁতিদের মাঝে মনিপুরী শাড়ির প্রস্তুতের প্রচলন হয়।

মনিপুরীরা নারীরা বুননশিল্প এবং হাতের কাজে বিশেষ পারদর্শী হন, আত্মনির্ভরশীল তাঁরা নিজেদের কাপড় মূলত নিজেরাই বুনে। শতকরা নব্বই ভাগ মনিপুরী নারী তাঁতের কাজের সাথে যুক্ত। কাপড় বুননের ধরন অনুসারে মনিপুরী ভাষায় তাঁতকে বলা হয় ইয়োং। বুননের জন্য তাঁতে দুজন তাঁতি কাজ করার সময় দুইজন দুদিকে হতে বসে। একটি শাড়ি করতে পাঁচ ছয়দিন বা এর কিছুটা বেশি সময় প্রয়োজনহয় । প্রথমে সুতায় মাড় দিয়ে শুকাতে হয়। শুকনা সুতা চরকায় পেঁচিয়ে গুটলিতে ভরে সেখান থেকে মাকুতে নিয়ে বুনতে হয়।

ঐতিহ্যবাহী এই মনিপুরী পরিধেয় তাঁতজাত শাড়ি বাজারজাত করণ ও ঐতিহ্যগত সম্প্রসারণে নিরিখে নিয়ে নিরলস ভাবে নিবেদিত আছেন সিলেটের তরুণ উদ্যোক্তা রাজু দেবনাথ । কোভিড মহামারী কালীন সময়ে ২০০০ সালের ১ অক্টোবর হতে তিনি 'মনিপুরী শাড়ি 'অনলাইন নিয়ে যাত্রা শুরু করেন । রাজু দেবনাথ সিলেটের শ্রীমঙ্গলে জন্মগ্রহণ করেন, বি এস সি শেষ করে তিনি বর্তমানে পদার্থ বিজ্ঞানে এমএসসি করছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ।

মা বাবা কাকা ভাইসহ ছয় জন সদস্যের টানাটানি সংসারের বড় সন্তান রাজু । টিউশনি করে নিজের খরচ নির্বাহ করতেন কিন্তু কোভিড মহামারীর সময় তাঁর সব রকমের টিউশনি বন্ধ হয়ে যায়, সেই সময় তিনি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন । সবকিছু প্রায় অনিশ্চিত জেনেও রাজু দেবনাথ পিছপা হননি, মহামারীর সময়ে লকডাউনের সব ঘরবন্ধ পরিস্থিতিতে তিনি ভাবতে শুরু করলেন কিভাবে অনলাইনে দেশজ শাড়ি নিয়ে বিশেষ করে সিলেটের মনিপুরী শাড়ি নিয়ে কাজ শুরু করবেন , যাঁর মাধ্যমে উপার্জন ও ঐতিহ্যের বিকাশ দুই ঘটবে । প্রাথমিক ভাবে নিকট পরিজন কয়েকজনের কাছে সামান্য অর্থ সাহায্য চেয়েছেন। কিন্ত দুঃখজনক ভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে নিকট কেউ অর্থ সাহায্য দিয়ে তাঁর অনলাইন উদ্যোগে কেউ সঠিক ভাবে আস্থা স্থাপন এবং মূল্যায়ন করেননি। সেই কঠিন পরিস্থিতিতেও আত্মপ্রত্যায়ী তরুণ উদ্যোক্তা রাজু শত বাঁধার মাঝেও তাঁর অদম্য মনোবল ধরে রেখে এগিয়ে গেছেন । একটু একটু করে তিনি স্ব উদ্যোগে মনিপুরী তাঁতিদের বাড়ি ঘুরে বিভিন্ন শাড়ি সংগ্রহ করা শুরু করে প্রথমে একাই কাজ শুরু করেছিলেন, পরবর্তীতে ভাই রানু দেবনাথ, মামাতো ভাই হরলাল দেবনাথ এবং মামাতো বোন মাধবী দেবনাথ তাঁর এই উদ্যোগের মডারেটর বর্তমানে বর্তমানের সার্বক্ষণিক কর্মসঙ্গী হন।

রাজু মনিপুরী শাড়ির নকশা এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন 'এই শাড়ীতে খুব টেকসই হয় এবং উজ্জ্বল রঙের সুতা ব্যবহার করা হয়। সাধারনত এ শাড়ির নকশায় , ঝাউ গাছ , লতা ফুল আর পাড়ের উপরে ত্রিকোনাকৃতি মাইরাং (টেম্পল) প্রতিকৃতি থাকে। তবে বর্তমানে ক্রেতার পছন্দ চাহিদা অনুসারে এ শাড়ির নকশার আরো কিছুটা পরিবর্তন আসছে ।

রাজু দেবনাথের তাঁর এই উদ্যোগ সংক্রান্ত আগামীর পরিকল্পনা বিষয়ে মতামত দেন যে মনিপুরী শাড়ি নিয়ে তাঁর লক্ষ্য আকাশ ছোঁয়া । দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁর এই প্রতিষ্ঠান নিয়ে সুখ্যাতি পেতে চান। তিনি বলেন, 'নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সচেতনভাবে ভবিষ্যতের ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ডের পরিচয় হিসেবে গড়ে তোলা এবং ক্রেতা বিক্রতার মধ্যে একটি স্থায়ীভাবে ছাপ তৈরি করা ব্র্যান্ডিং এর মান ও মিশন ভালো ভাবে তৈরি করে খুব সহজে ক্রেতাদের সংযোগ স্থাপন করা ।

জানালা টপকে বাসায় অজ্ঞাত ব্যক্তির অনুপ্রবেশ, আতঙ্কে বাঙালী পরিবার

নিউইয়র্ক

অনুপ্রবেশকারী অজ্ঞাত ব্যক্তিটি কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান বলে ধারণা করা হচ্ছে।

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ায় ফায়ার এক্সিটের জানালা টপকে এক বাঙালী পরিবারের ৪ তলার ফ্ল্যাটে অজ্ঞাত ব্যক্তির অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে। এসময় রুমে থাকা ১১ বছর বয়সী কন্যাশিশু আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করলে পুন:রায় জানালা থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যায় অজ্ঞাত ওই ব্যক্তি। এঘটনায় পরিবারটি পুলিশের সহয়তা চাইলে যথাসময়ে পুলিশ এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

গৃহকর্ত্রী আনিকা ইসলাম বলেন, ২২ জুন রাত ৮টার দিকে আমরা ডিনার করার পর আমার স্বামী ঘর থেকে জরুরী প্রয়োজনে বের হয়। বাসায় তখন আমি আর আমার দুই সন্তান। বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর জন্য আমি তাদের বেডরুমে রেখে কিচেনে গেলে হঠাৎ আমার মেয়ের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে দৌঁড়ে রুমে গেলে জানালা থেকে একটা ছায়ামূর্তিকে লাফ দিতে দেখি। এসময় শব্দ করে জানালাটা বন্ধ হয়ে যায়। আমার ১১ বছর বয়সী মেয়ে ওই অজ্ঞাত ব্যক্তিটিকে জানালা টপকে রুমে ঢুকতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এ ঘটনায় আমরাও অনিরাপদ বোধ করছি।

অনুপ্রবেশকারী অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরবরণ দিতে গিয়ে আনিকা ইসলাম বলেন, ফায়ার হাইড্রেটের লাইন ধরে ৪ তলা বেয়ে উপরে উঠে ফায়ার এক্সিটের জানালা খুলে রুমে প্রবেশ করা লোকটি কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান। তার পরনে সাদা গেঞ্জি, সাদা প্যান্ট ও সাদা রঙের জুতা পরা ছিলো। ঘরে ঢোকার সময় তার মুখে কোন মাস্ক ছিলোনা বলেও জানায় সে।

পুলিশি সহয়তার চাওয়ার বিষয়ে তিনি জানান, আমি এতটাই আতঙ্কিত ছিলাম যে বাসার মেইন ডোর খুলতে ভয় পাচ্ছিলাম। আমি আমার স্বামীকে ফোন করে পুলিশের সহয়তা চাইতে বলি। আমার স্বামী ফোন করার পর পুলিশ আসে। পুলিশ এসে বাসার চারপাশ ভালোমতো পরিদর্শন করেন। অজ্ঞাত ব্যক্তিটি যেখানে লাফ দেয় সে জায়গাটিও দেখে যান। দু তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট পাওয়া যাবে বলেও আশ্বাস দেন তারা।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরোল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

অর্থাভাবে বন্ধের পথে শতবর্ষী ব্রুকলিন মিউজিক স্কুল

উত্তর আমেরিকা অফিস

চরম অর্থ সংকটে পড়েছে নিউইয়র্কের ব্রুকলিন শহরের জনপ্রিয় সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠান ব্রুকলিন মিউজিক স্কুল। স্কুল কর্তৃপক্ষ আশংকা করছে, এক সপ্তাহের মধ্যে অর্থের সংস্থান না হলে আগামী মাসেই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাবে।

জানা যায়, ব্রুকলিন মিউজিক স্কুলটি ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই পরিচালিত হয়ে আসছে। সম্প্রতি স্কুলটি চরম অর্থ সংকটের মুখে পড়ে।

ফোর্ট গ্রিন পাড়ায় একটি ঐতিহাসিক চারতলা ভবনে অবস্থিত এই স্কুলে ২৪ টি শ্রেণীকক্ষ, তিনটি নাচের স্টুডিও এবং ২৬৬ আসনের একটি পেশাদার স্প্যানিশ-শৈলীর থিয়েটার রয়েছে। ব্রুকলিন মিউজিক স্কুল হল ন্যাশনাল গিল্ড অফ কমিউনিটি স্কুল অফ আর্টস-এর দীর্ঘস্থায়ী সদস্য।

স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যদি তারা এই সপ্তাহের শেষের মধ্যে অর্থের কোন সন্ধান না পান, তাহলে স্কুল বন্ধ করার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন।

স্কুল কর্তৃপক্ষের মতে, এই স্কুল বন্ধ হলে শুধুমাত্র বাচ্চারাই যে ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তা নয়। অভিভাবকরাও দীর্ঘ মেয়াদী সংকট পড়বেন। কারণ প্রতি বছর কম খরচে পারফরমিং আর্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে সঙ্গীত শেখাত এই স্কুল। এদিকে শত বছরের এই মিউজিক স্কুল বাঁচাতে ইতোমধ্যে অর্থ সহায়তা চেয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এই ২৬ জুন বুধবার স্কুল বাঁচাতে অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি কনসার্টের আয়োজন করা হয়েছে। স্কুল সংশ্লিষ্টরা "আমাদের স্কুল বাঁচান" নামে একটি অনলাইন প্রচার অভিযান শুরু করেছে।

৮০ টির বেশি গণমাধ্যম নিষিদ্ধ করল রাশিয়া

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর ৮১টি গণমাধ্যম নিষিদ্ধ করেছে রাশিয়া। গত মাসে রাশিয়ার বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের সম্প্রচারে ইইউ নিষেধাজ্ঞা দেয়ার প্রতিক্রিয়ায় এ পদক্ষেপ।

ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে গুজব ছড়ানোর অভিযোগে গত মে মাসে ইইউ চারটি রুশ গণমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়।

তার প্রতিক্রিয়ায় রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও ইইউভুক্ত দেশগুলোর গণমাধ্যমগুলোর বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ তুলে বলেছে, ইউক্রেন যুদ্ধ ইস্যুতে পদ্ধতিগতভাবে মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে এমন গণমাধ্যমের সম্প্রচার নিষিদ্ধ করছে মস্কো।

এছাড়া রাশিয়া ইইউর নিষেধাজ্ঞাকে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে নিন্দা জানিয়ে মস্কো বলেছে, ইইউর সিদ্ধান্ত মস্কোকে একই ধরনের পাল্টা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করেছে। তবে রুশ গণমাধ্যমের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে রুশ

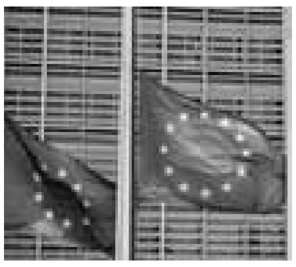

নিষেধাজ্ঞাগুলোও সংশোধন করা হবে বলে জানিয়েছে রাশিয়া।

যে গণমাধ্যমগুলো বন্ধ করা হয়েছে, তার মধ্যে ফরাসি সংবাদ সংস্থা এএফপি, জার্মানির স্পিগেল, স্পেনের এল প্যারিস, অস্ট্রিয়া ও ইতালির জাতীয় সংবাদ সংস্থা আছে। নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে বিখ্যাত সংবাদমাধ্যম পলিটিকোর ওপরও।

নিষেধাজ্ঞার প্রতিক্রিয়ায় ইইউর ভাইস প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, রাশিয়ার এই পদক্ষেপকে নির্বোধের কাজ। তাঁর দাবি, যে গণমাধ্যমগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, তারা কেউ প্রোপাগান্ডা মেশিন নয়।

ফিলাডেলফিয়ায় প্রবাসী মোহাম্মদ আমজাদের ইন্তেকাল

ডেস্ক রিপোর্ট

ফিলাডেলফিয়ার আপার ডার্বি এলাকায় বসবাররত প্রবাসী মোহাম্মদ আমজাদ মাত্র ৪৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন। মরহুমের দেশের বাড়ি ঢাকার দোহা জয়পাড়ায় বলে জানা গেছে। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিত্সাধীন অবস্হায় ২৫ জুন বিকেলে মেইন লাইন হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

মোহাম্মদ আমজাদ একজন নথিপত্রহীন অভিবাসী ছিলেন। ফলে চিকিৎসাকালীন সময়ে অনেকটা অর্থনৈতিক সংকটে দিন যাপন করেছিলেন। মোহাম্মদ আমজাদের মৃত্যুতে স্থানীয় কমিউনিটি থেকে সহযগিতা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ নিয়ে আগ্রহীরা আপারডাবী মসজিদ আল মদিনার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মোঃ মোবারক হোসেন (ফোনঃ ২১৫-৮৬৮-৯৯৫০) এবং মসজিদ আল মদিনার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (ফোনঃ ২১৫-২৫৪-৮৮২৭) এর সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

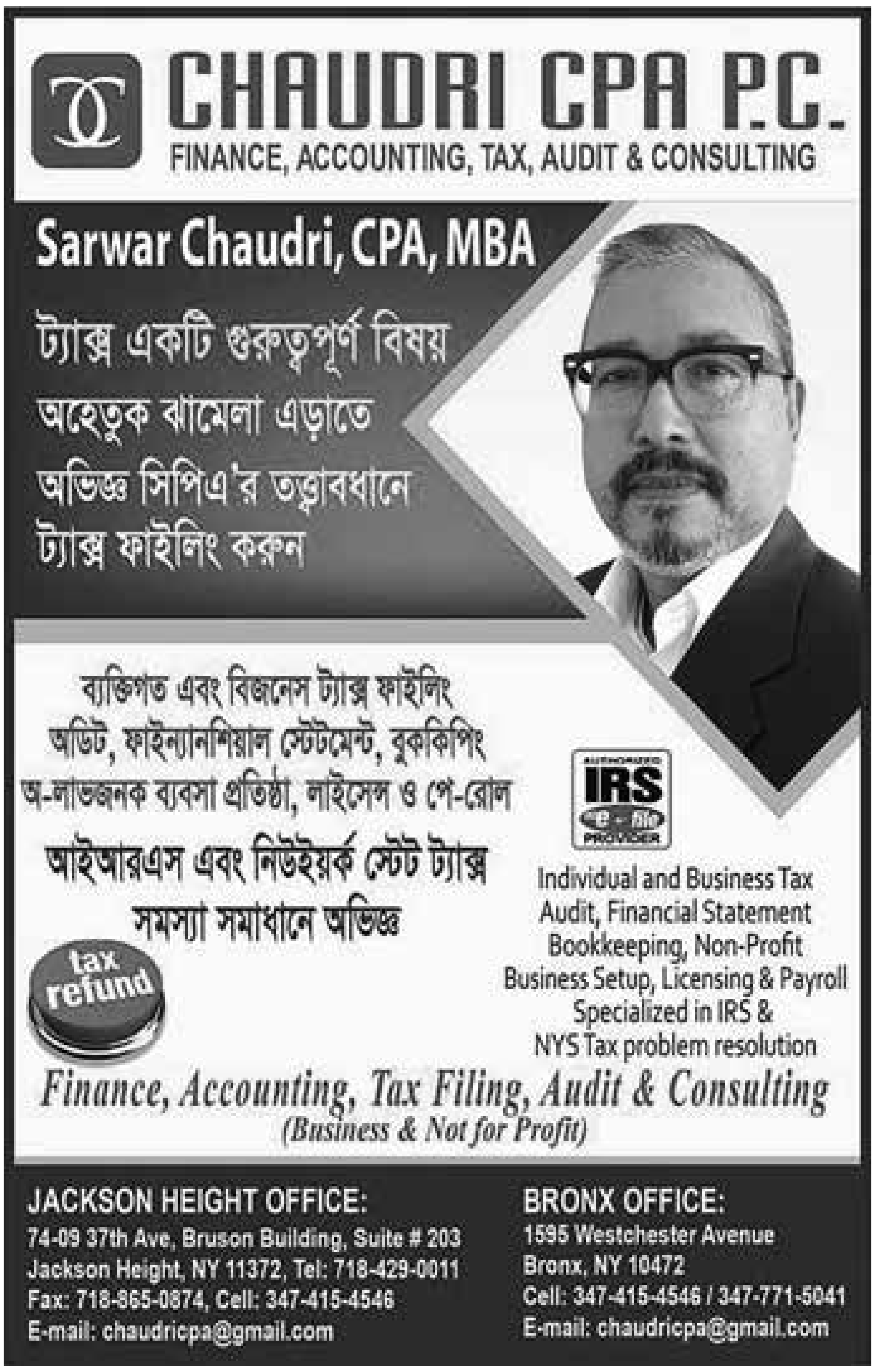

বাচ্চাদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

না। শুদ্ধ উচ্চারণে অভ্যস্ত হবার জন্য তাদের সময় লাগে। পরে সংকোচ ভেঙ্গে তারা সাবলীল হয়ে ওঠে। এটাকে শিক্ষার একটা পটভূমিও বলা যায়"-- বাংলা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা নাদিরা ফারুক এভাবেই তার স্কুলের কার্যক্রমকে বর্ণনা করেন। ২০জুন বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার 'টক ওফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাদিরা ফারুক।

নাদিরা ফারুক এর জন্ম বাংলাদেশের ঢাকায়, বর্তমানে বাস করছেন নিউজার্সিতে। তিনি ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল থেকে এস এস সি এবং হলিক্রস কলেজ থেকে এইচ এস সি পাশ করেছেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুগোলে অনার্স এবং মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি পেনসিলভেনিয়া ড্রেক্সেল ইউনিভার্সিটি থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর এবং পেনসিলভেনিয়া ফিলাডেলফিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে এম বি এ সম্পন্ন করেন। নাদিরা ফারুক পেনসিলভেনিয়ার একজন লাইসেন্সড সিপিএ। গত ২৫ বছর ধরে অ্যাকাউন্টিং এবং অডিটে কাজ করেছেন নাদিরা ফারুক। বর্তমানে তিনি 'সিপিএ' ফার্মে অডিট ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। এছাড়াও তিনি সাউথ জার্সি ওয়েস্ট বেঙ্গল বাংলা স্কুলে একজন বাংলার শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন ১৯৯১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত। ২০১৮ সাল থেকে সাউথ জার্সি WICC বাংলা স্কুলে একজন বাংলার শিক্ষক হিসাবে আছেন নাদিরা ফারুক।

বাংলা স্কুল সম্পর্কে নাদিরা ফারুক বলেন, "১৯৯১ সালে আমার ছয় বছরের মেয়েকে বাংলা ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে সাউথ জার্সিতে পশ্চিম বঙ্গ পরিচালিত একটা বাংলা স্কুল নিয়ে যেতাম। ক'দিন পর সেখানে শিক্ষিকা হিসাবে কাজ করি, ওভাবেই আমার যাত্রা শুরু। ২০০৭ সাল পর্যন্ত আমি ছিলাম সেখানে। পরে সাউথ জার্সি WICC স্কুল থেকে আমন্ত্রণ জানানো হলে আমি সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজ শুরু করি। কারণ আমার বাচ্চাদের শেখাতে খুব ভালো লাগে। আজ পর্যন্ত ওখানেই আছি।"

বাংলা স্কুলের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে নাদিরা ফারুক জানান, "কোভিডের পর থেকে বর্তমানে আমাদের ক্লাস অনলাইনে হচ্ছে। প্রতি শনিবার সকাল দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত চলে। আমাদের এখানে তিনটা গ্রুপ আছে, গ্রুপ এ, গ্রুপ বি গ্রুপ সি হিসাবে পরিচিত। প্রত্যাকটা ক্লাস পয়তাল্লিশ মিনিট করে হয়। এবছর একটা গানের ক্লাশ নতুন যোগ হয়েছে। শিক্ষার্থীর বয়স এবং কে কতোটা জানে এর উপরে ভিত্তি করে গ্রুপিং গুলো করা হয়। অনেকেই বাড়িতে বাংলা সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু শিখে আসে। এক্কেবারে নতুন শিক্ষার্থীদের গ্রুপ এ, অল্প জানাদের গ্রুপ বি এবং অভিজ্ঞদেরকে গ্রুপ সি তে ভাগ করে দেই। আমিসহ মোট ছয়জন শিক্ষক আছেন, শারমিন সুলতানা শিমু, শারতাজ আশরাফ ঈশিতা, ডঃ শারমিন কাশেম, অরিন মুস্তাফিজ। ব্যাকআপ শিক্ষকের ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষার্থীদের কোন সমস্যা হয় না।"

বিগত বছরগুলোতে নাদিয়া ফারুক পরিচালিত স্কুলটি একুশে ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবস ও পহেলা বৈশাখের মতো অনুষ্ঠানগুলো ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করে আসছে। এবছরে জাঁকজমকের সাথে পহেলা বৈশাখ পালিত হয়েছে, যা ছিল দুর্দান্ত একটি আনন্দপূর্ণ অধ্যায়। বাংলা পড়া ও লেখার পাশাপাশি বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কেও শেখানো হচ্ছে এই

বাংলা স্কুলে। এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলা চর্চার একটা নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে। পরিশেষে কোনোরকম ক্যাটারিং ছাড়াই নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়েছিল। এখানে শিক্ষক এবং অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্যারেন্টসদের এই অংশগ্রহণ, বাংলা স্কুলে শিক্ষার্থী এবং সবার জন্য কীভাবে বা কতটা ভূমিকা রাখে জানতে চাইলে নাদিরা ফারুক বলেন, "অভিভাবকদের ছাড়া আমাদের যে কোন কার্যক্রম শুন্য। বাবা-মা'দের আগ্রহ, সাহায্য সবকিছু নিয়েই আমরা একটা পরিপূর্ণ সংসারের মতো। লেখাপড়া ছাড়াও কিছু সময় আমরা অন্য কথা বলি, দেশের কথা বলি, বিভিন্ন দিবসের কথা বলি। বিশেষ দিবসগুলো উদযাপন করতে এইসব বাবা-মা'দের ভুমিকা অপরিসীম। তারা অনেক সময় দেন, উনাদের সাহায্য ছাড়া আমার একার পক্ষে এত কিছু করা সম্ভব না। অনলাইন ক্লাসের জন্য সামনাসামনি বাচ্চাদের সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয় না, তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। শুধু অভিভাবক নন, আমাদের কমিউনিটির অন্যসব বাবা-মা কার্যক্রমের সাথে জড়িত হন।"

নাদিরা ফারুক এ প্রজন্মকে ইংলিশ শিক্ষার ঠিক বিপরীতে বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি শেখাতে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রবাসে বেড়ে উঠা বাচ্চারা ইংলিশে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে এবং তাদের সংস্কৃতিও ভিন্ন। প্রশ্ন রাখা হয়, এটা করতে গিয়ে আপনি কি কেনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? এক্ষেত্রে তারা ঠিক কতটা সহজে এই বাংলাকে গ্রহণ বা ধারণ করতে পারছে? উত্তরে তিনি জানান, "এদেশে জন্ম এবং বেড়ে ওঠার কারণে এই প্রজন্মের বাচ্চারা এদেশের সংস্কৃতির সাথে বেশি জড়িত। সেখানে বাংলাটা ওদের কাছে একটা বিদেশি ভাষার মতো। সেটা তাদের রপ্ত করা, পড়তে শেখা, বলতে শেখা, লিখতে শেখা, বাংলা সাহিত্য ও ঐতিহ্য বোঝানো আমাদের দায়িত্ব। শেখার শুরুর দিকে একটু অসুবিধা হলেও সময়ের সাথে সাথে বাচ্চারা এগুলো গ্রহণ করতে থাকে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, যেমন কবিতা, গল্প বলা, পোস্টার প্রেজেন্টেশন, নাটক, গীতিনাট্য, চিত্রনাট্য, এগুলো আমরা করে থাকি। এসব প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে তাদের এই গ্রহণ করার ক্ষমতা চলে আসে। এখানেও অভিভাবকের সাহায্য আমরা পেয়ে থাকি।"

যারা এদেশে জন্মেছে এবং বাংলা বলতে, বুঝতে বা লিখতে পারেনা, তাদের জন্য মোটামোটিভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা বলতে বা লিখতে জানাটা বেশ সাধনার ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে নাদিরা ফারুক মনে করেন যে, বাংলা ভাষা শেখাটা একটা ইতিবাচক কাজ। তিনি যুক্ত করেন, "শেখার কোন শেষ নেই, ভিন্ন ভাষা জানতে পারা একটা লাভবান ব্যাপার। আমাদের বাচ্চারা দেশে গেলে সেখানের প্রবীন আত্মীয়দের সাথে কথা বলতে সহজ হবে। তাছাড়া এখানের হাসপাতালে অনেক বাঙ্গালি রোগী আছে যাদের দো-ভাষী দরকার পড়ে। আজকাল অনেক ইন্সটিটিউট আছে যেখানে বাংলা বুঝতে এবং বলতে পারা মানুষ হায়ার করে। যে কোন উপায়েই তারা উপকৃত হবে একদিন।"

বাংলা স্কুল শুরু করা এবং আজকের দিনটা পর্যন্ত সাফল্যগাঁথা নানান গল্প মিশে আছে নাদিরা ফারুকের জীবনে। সেইসব অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বলেন, "বাচ্চারা যখন ক্লাসে এসে বসে, ওটাই তখন আমাদের বিরাট সাফল্য। বাচ্চারা সবসময়ের জন্যে একাধিক কাজ করতে পারে, খেলাধুলা, ছবি আঁকা, গান শেখা, নাচ শেখা সব কিছুর পরেও আবার বাংলা ভাষা শেখে। এটাই ওদের বড় সাফল্য। প্রথমে ওরা যখন স্কুলে আসে তখন তারা ওতোটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। প্রথম দিকে তারা কিছুটা ভয় পায়, লজ্জা পায়। অনেক বাচ্চা বাসায় বাংলায় কথা বললেও সেটা প্রমিত ভাষা হয়তো থাকে না। শুদ্ধ উচ্চারনে অভ্যস্ত্যর জন্যে তাদের সময় লাগে। পরে সংকোচ ভেঙ্গে তার সাবলীল হয়ে ওঠে। এটাকে শিক্ষার একটা পটভূমিও বলা যায়। উপস্থাপনা, কিংবা দর্শকের উপস্থিতে বক্তৃতা দেয়া একটা শিল্পের পর্যায়ে পড়ে। এই শিল্প তারা পরবর্তীতে অন্য কোথাও যেমন, কলেজে কোন প্রেজেন্টেশন কিংবা স্পিচ দেবার সময় এই মেধা কাজে লাগাতে পারে। গত অনুষ্ঠানে কবি গুরুর 'চিত্রাঙ্গদা' প্রদর্শিত হলো। সেখানে শিক্ষার্থীদের প্রতিটি চরিত্র বুঝতে হয়েছিল এবং সেই ইমোশন তারা চেহারায় ফুটিয়ে তুলেছিল। আমার কাছে এটা বিশেষ সাফল্য।"

বাংলা স্কুলের শুরুটার লক্ষ্য, বর্তমানের সাফল্য এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে নাদিরা ফারুক বলেন, "প্রথম শেখানোর শুরুটা ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুলে। সেখানে অনেক কিছু শিখেছিলাম, যা এই স্কুলে চেষ্টার মাধ্যমে কাজে লাগিয়েছি। সেদিক থেকে আমি মোটেও অখুশি না। ইদানীংকালে আমার বাংলা স্কুলের এনরোলমেন্ট কমছে। কোথাও কোনভাবে অভাব রাখছি কিনা এইভেবে আশঙ্কা হচ্ছে। বাচ্চাদের জন্যে সময় বের করা কঠিন। আমরা অন্যভাবে ওদেরকে আকর্ষণ করতে পারি, সময় দিতে পারি, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার বাড়াতে পারি।"

ভবিষ্যত্যের পরিকল্পনা নিয়ে তিনি জানান, "আমার একটা বড় পরিকল্পন আছে। অনেকদিন এই স্কুলে থেকেছি, এবার আমার দায়িত্ব অন্যকে বুঝে নিতে হবে। যেমন শারমিন সুলতানা শিমু আছেন পনের বছর যাবত। ওদের কারোর হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবার ইচ্ছা আছে। ওরা মানসিকভাবে প্রস্তুত দায়িত্ব নেবার জন্যে। তাছাড়া বাংলা স্কুলের পুরনো শিক্ষার্থীকে যদি কোন দায়িত্ব দিতে পারি সেটা ভালো কাজ হবে। আমার মনে হয় একমাত্র ওরাই বলতে পারবে, যে বাংলা শিখে আদৌ কোন কাজে লেগেছে কিনা। ওদের মুখ থেকে শুনে এখনকার ছেলেমেয়েরা অনুপ্রাণিত হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ নতুন প্রজন্ম নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেট ভালো করতে পারে।"

বাংলা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা নাদিরা ফারুক এভাবেই আলোচনা শেষ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন সোহানা নাজনীন এবং কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার 'টক অফ দ্যা উইক' অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুক লাইভে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়য়ে থাকে।

আমেরিকান-বাংলাদেশি

শেষ পৃষ্ঠার পর

মেলার উদ্বোধনী বক্তব্যে এটর্নি মঈন চৌধুরী বলেন, আমেরিকান বাংলাদেশি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের একজন উপদেষ্টা হিসেবে এই সংগঠনের যেকোন কল্যানমূলক কাজের আমি অংশীদার। আজকের হাজারো মানুষের মেলা প্রমান করেছে জনভিত্তি নিয়ে এই সংগঠন এগিয়ে চলেছে। সংগঠনটির উন্নয়নে আমি সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। মেলার গ্র্যান্ড স্পন্সর শাহ নেওয়াজ বলেন, আমি ব্রংকস কমিউনিটির একজন সদস্য। আমার হোম কেয়ার ব্যবসার গোড়াপত্তন ব্রংকসের ঠিকানায়। আমি কুইন্সে বসবাস করলেও ব্রংকস বাংলাদেশ কমিউনিটির সাথে আমার আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে।

আমেরিকান বাংলাদেশি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের কনভেনর শেখ জামাল হোসেনের সভাপতিত্বে কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ মেলায় বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সদস্য সচিব রেজা আব্দুলাহ ও শারমিন শাহনাজ। অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারন সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, খলিল বিরিয়ানীর সিইও খলিলুর রহমান, আব্দুস শহীদ, ইমরান রন শাহ, রবিউজ্জামান, এডভোকেট নাসির উদ্দীন, মেহের চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক ও আব্দুল্লাহ শাহিন।

সংগীত পরিবেশন করেন রানো নেওয়াজ, বিন্দু কনা, প্রেমা, দিনাত জাহান মুন্নী, অনিক রাজ, শাহ মাহবুব ও মাহবুব শাহীন।

আমাদের শিক্ষা

শেষ পৃষ্ঠার পর

পাওয়াটা কেমন। স্কুল আমার জন্য কঠিন ছিল, শিক্ষকের ডাকে আমি ভয় পেতাম, আমার সহপাঠীরা আমাকে নিয়ে মজা করতো। আমি জানি আমাদের বাচ্চাদের একটি উজ্জ্বল সূচনা এবং সাহসী উন্নত ভবিষ্যতের জন্য সমর্থন কতটা প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ।'

'NYC solves' শহরব্যাপী একটি উদ্যোগ যা সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গণিতকে আরও সহজলভ্য করে তোলবে। তারা যে স্কুলেই যাক বা বাড়িতে যে কোনো ভাষায় কথা বলুক না কেন, এই নতুন প্রোগ্রামটি স্কুলে বীজগণিত পড়ানোর ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে এবং নিশ্চিত করবে যে সকল শিক্ষার্থীর মৌলিক গণিত দক্ষতা রয়েছে। এই উদ্যোগটি প্রতিটি স্তরে শিক্ষার্থীদের গণিতে পারদর্শী হতে উৎসাহিত করবে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'এছাড়াও আমরা ডিভিশন অফ ইনক্লুসিভ অ্যান্ড অ্যাকসেসিবল লার্নিং তৈরি করছি। এর নেতৃত্বে থাকবেন ইনক্লুসিভ এবং অ্যাক্সেসিবল লার্নিং-এর নতুন ডেপুটি চ্যান্সেলর ক্রিস্টিনা ফোটি। এই নতুন বিভাগটি বহুভাষিক শিক্ষার্থী এবং প্রতিবন্ধকতায় থাকা শিক্ষার্থীদের সমর্থন করার জন্য $৭৫০ মিলিয়ন বাজেট সহ ১,৩০০ জন কর্মীকে নিয়োগ করবে, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী একটি ফলপ্রসূ কর্মজীবন পায়।

আমির খসরুকে নিয়ে

শেষ পৃষ্ঠার পর

হোসেন আজম বলেন, এমন ঘটনায় আমরা মর্মাহত। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতৃবৃন্দের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কেন্দ্রীয় নেতার সামনে প্রদর্শন ঠিক হয়নি। এতে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। পদ প্রত্যাশীরা পদ পায়নি বলে কেন্দ্রীয় নেতার সাথে মতবিনিময় সভায় বসবেনা, বিষয়টি ন্যক্কারজনক। আমি আশাবাদী ছিলাম আমাদের নেতাকর্মীরা সম্মিলিতভাবে একটি জায়গায় বসবো। যদি সভাটি হতো তাহলে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির অভ্যন্তরীন কোন্দল অনেকাংশে নিরসন হয়ে যেতো।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন ভুঁইয়া বলেন, কেন্দ্র থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপির একটি নতুন কমিটি এসেছে। সে কমিটিতে যারা দায়িত্বে আসার কথা ছিলো তারা দায়িত্ব না পাওয়ায় রাগে ক্ষোভে অনুষ্ঠানের ঠিক আগের দিন অনুষ্ঠানটি বাতিল করে দেন। এছাড়াও সদ্য নিযুক্ত বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা বেবী নাজনীনের পূর্বের সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে সিনিয়র নেতাদের বাদ দিয়ে সদ্য বিএনপিতে আসা বিএনপি নেতা নাহিদ খান চাহিলকে পদোন্নতি দেয়ায় পদ প্রত্যাশীরা এ মনোনয়নকে মেনে নিতে পারেনি। তিনি আরো বলেন, ৩০/৩৫ বছর ধরে যারা বিএনপি করছেন তাদের বাদ দিয়ে এহেন কাজ সবার মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশার জন্ম দেয় আর আমির খসরু মাহমুদের সাথে সম্মিলিত গেটটুগেদারের অনুষ্ঠান বাতিল সে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

এদিকে নিউইয়র্কে আসার পর দলীয় আনুষ্ঠানিকতার বাইরে এসে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী একটি ব্যক্তিগত পরিচিতি ও মতবিনিময় করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। যার প্রেক্ষিতে ২২ জুন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টনের বাসভবনে ভোজন ও পরিচিতি সভার সভার আয়োজন করা হয়। এই পার্টির নাম দেওয়া হয় আফটার ঈদ পার্টি। আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর ব্যক্তিগত পরিচিতিমূলক এ আলোচনা সভাকে নিউইয়র্কের কয়েকটি স্থানীয় পত্রিকা দলীয় সভা বলে উল্লেখ করে উপস্থিতির নামসহ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কিন্তু অনুষ্ঠানের ভিডিও বক্তব্যে দেখা যায়, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ফরেন রিলেশান কমিটির চেয়ারম্যান আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বারবার এ সভাকে কোন দলীয় সভা নয় বলে উল্লেখ করেন।

এ বিষয়ে বিএনপি চেয়ারপার্সনের সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত উপদেষ্টা বেবি নাজনীন বলেন, এটা কোন দলীয় সভা ছিলোনা। পত্রিকায় পারিবারিক একটা সভাকে দলীয় সভা বলে চালানো হয়েছে।

নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সদ্য নির্বাচিত সভাপতি মাওলানা অলি উল্যাহ জানান, আমির খসরু মাহমুদের সাথে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি, উত্তর ও দক্ষিন এর নির্বাচিত নেতাকর্মীদের সাক্ষাত হয়েছে তখন তিনি আভাস দিয়েছিলেন সম্মিলিত ভাবে একটি অনুষ্ঠান হবে। সেখানে আমরা যেন উপস্থিত থাকি। পরে আমির খসরুর সাথে সম্মিলিত ভাবে গ্রেটটুদারের বিষয়টি তাকে আর জানানো হয়নি।

গত ২৪ জুন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের ব্যানারে বাদ মাগরিব জ্যাকসন জাইটসের শেফ মহাল রেস্টুরেন্টে বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা বেবী নাজনীনের নেতৃত্বে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় বিশেষ দোয়া ও আলোচনার আয়োজন করা হলেও, অনাকাংখিতভাবে সে দোয়া ও আলোচনা সভার অনুষ্ঠানও বাতিল হয়ে যায়।

এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, আরও একটি কমিটি এসেছে যে কমিটিতে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কিছু নেতৃবৃন্দকে অন্তর্ভুক্তির কথা ছিলো। কিন্তু তাদের বাদ দিয়ে কিছু অযোগ্য, অদক্ষ্য লোককে দায়িত্ব দেয়ায় আবারও রাগে ক্ষোভে পদবঞ্চিত নেতারা দোয়া ও আলোচনা সভার অনুষ্ঠান বাতিল করে দেন।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী ফোরামের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে বলেন, লন্ডনে অবস্থানরত আর্ন্তজাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন অযোগ্য লোকদের দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি গঠন করছে ফলে মূলধারার বিএনপির রাজনীতিতে এর প্রভাব পড়ছে। যা সম্মিলিত ভাবে দলের উর্ধতন নেতৃবৃন্দকে জানানো উচিত।

ব্যাকইয়ার্ডের অনুষ্ঠান বিএনপির সভা বলে পত্রিকায় খবর আসা প্রসঙ্গে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন বলেন, এটি একটি পারিবারিক দাওয়াত অনুষ্ঠান ছিল। কোন মাইক ব্যানার ব্যবহার করা হয়নি। খসরু সাহেবের এলাকার লোকজনের সাথে দেখা সাক্ষাত হয়। আমি আগতদের ধন্যবাদ জানাই। কোন সাংবাদিককে দাওয়াত দেওয়া হয়নি। কোন পত্রিকায় কি লিখেছে সেটাও আমি জানিনা।

অনুষ্ঠান বাতিল হওয়া প্রসঙ্গে বিএনপির অপর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদকে ফোন করে পাওয়া যায়নি।

এবার মেসিস ফায়ার ওয়ার্ক

শেষ পৃষ্ঠার পর

২টি টিকিট পাবেন।

টিকিটগুলি ম্যানহাটনের পিয়ার ৪৫ এবং পিয়ার ৮৪-এ দেখার জায়গাগুলোতে প্রবেশের ব্যবস্থা রয়েছে। যারা টিকিট পাবেন না তাদের জন্য পশ্চিম পাশের হাইওয়েজুড়ে আতশবাজি দেখার সুযোগ থাকবে।

এবারের মেসিস ফায়ার ওয়ার্কের থিম হলো 'সামারস গ্রেটেস্ট হিটস।' অনুষ্ঠানে ২৫ মিনিট বিভিন্ন শিল্পীর পরিবেশনা থাকবে। যা সাজিয়োছন গ্র্যামি পুরষ্কার বিজয়ী জেসন হাওল্যান্ড। এছাড়া ব্র্যান্ডি ক্লার্ক, মিকি গাইটন এবং অ্যাম্বার ক্লার্কও এই আয়োজনে অংশ নিবেন। লাইটশো শুরু হওয়ার আগে, ট্যানার অ্যাডেল, লুইস ফনসি, দ্য ওয়ার অ্যান্ড ট্রিটি এবং লাইনি উইলসনের পারফরম্যান্সে দর্শকরা অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

আজিজের ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গ পেন্টাগনের ব্রিফিংয়ে

নিউজ ডেস্ক

মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন জানিয়েছে, জেনারেল আজিজের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও আইনের শাসনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা পুনঃনিশ্চিত করেছে।

পেন্টাগন সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছে । মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সদরদপ্তর মনে করে জেনারেল আজিজের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। ২৬ জুন বুধবার পেন্টাগনের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে জেনারেল আজিজের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে পেন্টাগনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সদরদপ্তরের মুখপাত্র মেজর জেনারেল প্যাট রাইডার।

ব্রিফিংয়ে প্যাটের কাছে পেন্টাগন অ্যাক্রেডিটেড সংবাদদাতা মুশফিকুল ফজল আনসারী জানতে চান, পেন্টাগন কীভাবে বাংলাদেশের সাথে তার সামরিক ও নিরাপত্তা অংশীদারিত্ব নির্দেশ করছে। কারণ বাংলাদেশের সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজকে তার উল্লেখযোগ্য দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র তার ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ভুল পথে এগোচ্ছে। পুলিশ এবং র‍্যাবের শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এরইমধ্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমান সরকার যেকোনো উপায়ে ক্ষমতা ধরে রাখতে নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে পেন্টাগন কী ভাবছে আমি কী তা জানতে পারি?

জবাবে পেন্টাগন মুখপাত্র মেজর জেনারেল প্যাট রাইডার বলেছেন, হ্যাঁ- প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আজকের ব্রিফিং কক্ষে আপনাকে স্বাগতম। আপনি যেমন জানেন বা আপনি যে বিষয়টি উল্লেখ করলেন যে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট জেনারেল আজিজ আহমেদের ওপর দুর্নীতির অভিযোগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

নারায়ণগঞ্জের কাঞ্চন

সাবেক বিএনপি নেতা বাদশা মেয়র নির্বাচিত

ঢাকা অফিস

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন পৌরসভা নির্বাচনে সাবেক বিএনপি নেতা আবুল বাশার ওরফে বাদশা মেয়র পদে বিজয়ী হয়েছেন। কাঞ্চন পৌরসভার সদ্য সাবেক মেয়র ও পৌরসভা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলামের চেয়ে প্রায় সাড়ে চার হাজার ভোটের ব্যবধানে তিনি বিজয়ী হয়েছেন।

আবুল বাশার কাঞ্চন পৌরসভা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী গোলাম দস্তগীর গাজীর পক্ষে নির্বাচনে অংশ নিয়ে তিনি দল থেকে বহিষ্কৃত হন। এই নির্বাচনে তিনি নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য গোলাম দস্তগীর গাজী ও দেশের চারটি বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর প্রকাশ্য সমর্থন পান।

বুধবার দিনভর ভোট শেষে রাত সাড়ে আটটায় নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন। ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী আবুল বাশার মোবাইল ফোন প্রতীকে ১৬ হাজার ৯৩৯ ভোট পেয়ে মেয়র পদে বিজয়ী হয়েছেন। জগ প্রতীকে রফিকুল ইসলাম পেয়েছেন ১২ হাজার ৪০৪ ভোট।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates -Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন প্রসেস করা হয়
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বৃটেন, সেনজেন, চায়না, ইন্ডিয়া, আমিরাত (দুবাই)সহ সৌদী আরবের ভিসা আবেদনে সহায়তা করা হয়
SAUDI (UMRAH)
UAE (DUBAI)
Old Club Man
(718) 724-9688
16308 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
SCHENGEN VISA
EUROPE
BANGLADESH
CANADA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
UK (LONDON)
BRAZIL
CHINA
THAILAND
INDIA

ভিজিট বা স্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন - গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

রোমেনা আফাজ : বিস্মৃতির অন্তরালের এক সাহিত্যিক

রোমেনা রোজী

রোমেনা আফাজ (২৭ ডিসেম্বর ১৯২৬ - ১২ জুন ২০০৩) হলেন বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। তিনি দস্যু বনহুর সিরিজের জন্য বাঙালি পাঠক সমাজে সমধিক পরিচিত।

রোমেনা আফাজ ১৯২৬ সালের ২৭ ডিসেম্বর বগুড়া জেলার শেরপুরে জন্ম নেন। মায়ের নাম আছিয়া খাতুন। তিন ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। ৯ বছর বয়সে প্রথম লেখা 'বাংলার চাষী' নামক ছড়া প্রকাশ হয় কলকাতার মোহাম্মদী পত্রিকায়। ওই সময় তাঁর বাবা কলকাতার একটি থানার পুলিশ পরিদর্শক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১০-১১ বছর বয়সে বাবার সঙ্গে চলে আসেন শেরপুরে। ১৩ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় বগুড়া জেলার সদর থানার ফুলকোট গ্রামের চিকিৎসক মো. আফাজ উল্লাহ সরকারের সঙ্গে। ষাটের দশকে তিনি বসবাস শুরু করেন বগুড়া জেলার জলেশ্বরীতলায়। ২০০৩ সালের ১২ জুন (৭৭ বছর) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওই বাড়িতেই বসবাস করতেন। রোমেনা আফাজ শেরপুরে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে শেরপুর থেকে কৃতিত্বের সহিত ম্যাট্রীকুলেশন পাশ করেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে সরকারি আজিজুল কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন।

রোমেনা আফাজ লেখালেখি শুরু করেন নয়বছর বয়স থেকে। তাঁর প্রথম লেখা বাংলার চাষী নামক একটি ছড়া প্রকাশিত হয় কলকাতার মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায়। এরপর অসংখ্য ছোটগল্প, কবিতা, কিশোর উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস, গোয়েন্দা সিরিজ ও রহস্য সিরিজ রচনা করেছেন। তাঁর লেখা রহস্য সিরিজ "দস্যু বনহুর" ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর সৃষ্ট এই দস্যু বনহুর চরিত্রের জন্যেই মূলত তিনি বিখ্যাত। রোমেনা আফাজের লিখিত বইয়ের সংখ্যা ২৫০টি।

রোমেনা আফাজ শুধু একজন প্রতিভাময়ী লেখকই ছিলেন না, ছিলেন একজন সক্রিয় সমাজ সেবিকাও। ৩৭টি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি৷ তারমধ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থা, বগুড়ার সাবেক চেয়ারম্যান; ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ, বগুড়ার আজীবন উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা পৃষ্ঠপোষক; বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা, বগুড়ার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান; বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, বগুড়ার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান; বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতি, বগুড়ার সাবেক সদস্য; শিশু একাডেমী, বগুড়ার সাবেক উপদেষ্টা; বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম, বগুড়ার সাবেক উপদেষ্টা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য৷

সাহিত্য ও শিল্পকলায় অসাধারণ অবদানের জন্য ২০১০ সালে বাংলাদেশের "সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার" হিসাবে পরিচিত "স্বাধীনতা পুরস্কার" প্রদান করা হয় তাঁকে। রোমেনা আফাজের অবদানকে ধরে রাখার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রোমেনা আফাজ স্মৃতি পরিষদ৷ সাহিত্যে প্রশংসনীয় বিশেষ অবদানের জন্যে বিভিন্ন সংগঠন থেকে পেয়েছেন বহু পুরস্কার৷ তারমধ্যে নারী বিকাশ সংস্থা, বগুড়া থেকে বেগম রোকেয়া স্বর্ণপদক -২০০০; বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম, বগুড়া থেকে ২১শে পদক (সাহিত্য)২০০৩; গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার (সিডিএল) নারী ফোরাম থেকে নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত সম্মাননা পদক, ২০০৬ (মরণোত্তর) ইত্যাদি অন্যতম৷ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন থেকে সাহিত্যে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি-স্বরূপ বিভিন্ন সময়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়; তারমধ্যে ঢাকার নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা গুণীজন-১৯৯৯ সংবর্ধনা উল্লেখযোগ্য৷

সেই আশির দশকের কথা। স্কুলের পাঠ্যবইয়ের আড়ালে, পেছনের বেঞ্চে বসে গোপনে , লুকিয়ে লুকিয়ে 'দস্যু বনহুর' সিরিজের বই পড়া ছিলো তখনকার তরুণদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে।

সত্তর থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত তার এই 'দস্যু বনহুর' সিরিজ তরুণ পাঠক সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

কিন্তু একজন জনপ্রিয় লেখক হিসেবে এ প্রজন্ম তাঁর নাম জানে না বা তাঁর কোনো বই পঠিতও হয় না। তথ্যপ্রযুক্তির আজকের এই যুগে তিনি আজ পাঠক সমাজের কাছে বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছেন।

'দস্যু বনহুর' ষাট থেকে আশির দশক পর্যন্ত পাঠকের হৃদয় কাঁপিয়ে বেড়ানো এক স্বপ্নের নায়কের নাম। নব্বইয়ের দশকেও অনেকেই এর সাথে পরিচিত।

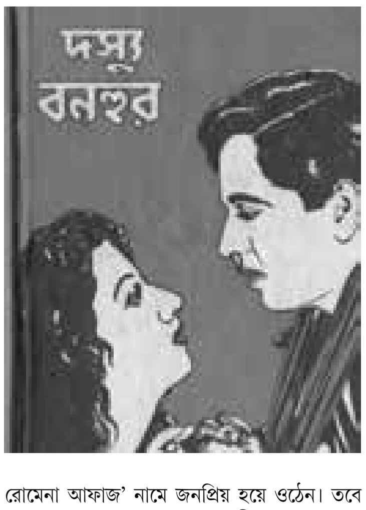

জানো খুকি, আজ কী হয়েছে!'

খুকি নড়েচড়ে বসল। সারা দিন ধরে সে অপেক্ষায় রয়েছে এই 'কী হয়েছে!' শোনার জন্য।

দুই বন্ধু (কিশোর) বন্দুক নিয়ে পাখি শিকার করতে নদীর ঘাটে গিয়েছিল। শিকার থেকে এক বন্ধু ফিরে এল, আরেক বন্ধু এল না। ওই বন্ধুর মা–বাবা পরে ফিরে আসা বন্ধুকে গিয়ে ধরল। বন্ধু বলল, ওর তো বাসায় ফিরে যাওয়ার কথা! কেন যায়নি, তা সে জানে না। পরে মা–বাবা থানায় এল। আমি ওই বন্ধুকে নিয়ে নদীর ঘাটে শিকারের জায়গায় গেলাম। গিয়ে দেখি, বালুতে কিছু একটা টেনে নেওয়ার গভীর ছাপ। সেই ছাপ শেষ হয়েছে যে জায়গায়, সেখানের বালু খুঁড়ে পাওয়া গেল নিখোঁজ বন্ধুর লাশ।'

৯ বছরের রোমেনা খাতুন খুকি পুলিশ পরিদর্শক বাবা কাজেম উদ্‌দীন আহম্মদের কাছ থেকে এমন রোমহর্ষক সব ঘটনা শুনতো চোখ বড় বড় করে।

বাবার কাছে আরেক দিন জানতে পারে কচুবাগানে এক নেতিয়ে পড়া কচুগাছ দেখে বাবা কীভাবে এক হত্যা রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। বাবার পেশাগত অভিজ্ঞতা ক্রাইম ফিকশন ও থ্রিলার লেখায় আগ্রহী করে তোলে রোমেনা খাতুন খুকিকে। পরিণত বয়সে যিনি দস্যু বনহুর লেখক রোমেনা আফাজ নামে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। রোমেনা আফাজ মানেই অনেকের কাছে স্মৃতিরা হুড়মুড় করে সামনে চলে আসা। অলস সময়ে বা পাঠ্যবইয়ের আড়ালে নিয়ে 'আউট বই' পড়ায় মজে যাওয়া এবং সেই দিনগুলোর কথা ভেবে সুখ-বেদনামিশ্রিত অনুভূতিতে মন কেমন করে ওঠা।

বাবা কাজেম উদ্দীন আহম্মদ ছিলেন পুলিশ পরিদর্শক। কাজের সূত্রে তাঁকে অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হতো। ফলে তিনিও বাবার সঙ্গে বাংলাদেশ ছাড়াও দিল্লি, আগ্রা, হুগলি, কলকাতা, লক্ষ্মৌ, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান ঘুরেছেন। বাবার মুখে অপরাধ ও অপরাধীর রোমহর্ষক কথা শুনে এবং ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে প্রভাবিত হয়ে রহস্যোপন্যাস লিখতে অনুপ্রাণিত হন। বগুড়া জেলার সদর থানার ফুলকোট গ্রামের চিকিৎসক মো. আফাজ উল্লাহ সরকারের সঙ্গে মাত্র ১৩ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় । বিয়ের পরও তিনি লেখালেখি চালিয়ে যান। নয়জন সন্তানের মা রোমেনা আফাজ ঘর-সংসার, সন্তান ও সামাজিকতা সামলেও লিখেছেন।

দস্যু বনহুরের ভয়ে দেশবাসী প্রকম্পমান। পথে-ঘাটে-মাঠে শুধু ঐ এক কথা-দস্যু বনহুর-দস্যু বনহুর। কখন যে কোথায় কার ওপর হানা দিয়ে বসবে কে জানে। ধনীরা তো সব সময় আশঙ্কা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। তাদের ভয়ই বেশি।" -এই লাইনগুলো ষাটের দশকের বিখ্যাত 'দস্যু বনহুর' সিরিজের প্রথম বই 'দস্যু বনহুর'- এর প্রথম প্যারা থেকে নেয়া। এ এক বীরত্বপূর্ণ অশ্বারোহী ডাকাতের গল্প। যে কিনা গরীবের বন্ধু, অত্যাচারীর যম। ধনীর বাড়িতে ডাকাতি করা অর্থ-সম্পদ বনহুর বিলিয়ে দিতো গরীব, অসহায়ের মাঝে। এই সিরিজের স্লোগান হচ্ছে 'সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক দস্যু বনহুর'। এ যেন বাংলা সাহিত্যের এক রবিন হুডের গল্প!

'দস্যু বনহুর' এই সিরিজ তাঁকে এতটাই জনপ্রিয়তা এনে দেয় যে, তিনি 'দস্যু বনহুর খ্যাত রোমেনা আফাজ' নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তবে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিকদের ভীড়ে সে-সময়ে রোমেনা আফাজের তুমুল জনপ্রিয়তা প্রমাণ করেছিলো, একজন আটপৌরে নারীও রহস্য ও গোয়েন্দা উপন্যাস রচনা করে সফল লেখক হতে পারেন। পাশাপাশি তিনি আরও অনেক সামাজিক উপন্যাস এবং গল্প ও কবিতা লিখেছেন। তাঁর প্রথম বই 'রক্তে আঁকা ম্যাপ'। বগুড়ার 'সাহিত্য কুঠির'নামের একটি প্রকাশনা সংস্থা ১৯৫৯ সালে বইটি প্রকাশ করে। তাঁর লিখিত বইয়ের সংখ্যা মোট ২৫০টি। তার মধ্যে দস্যু বনহুর সিরিজ ১৩৮টি । তাঁর লেখা উপন্যাস অবলম্বনে ছয়টি বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মিত হয়, সেগুলো হলো- কাগজের নৌকা (১৯৬৬), মোমের আলো (১৯৭০), মায়ার সংসার (১৯৭৪), মধুমিতা (১৯৭৫), দস্যু বনহুর (১৯৭৬), মাটির মানুষ (১৯৯৪)। এর মধ্যে কাগজের নৌকা পরিচালনা করেন বিখ্যাত পরিচালক সুভাষ দত্ত, দস্যু বনহুর পরিচালনা করেন চিত্রনায়ক ও পরিচালক সোহেল রানা। চলচ্চিত্রগুলো ভীষণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিখ্যাত দস্যু বনহুর সিরিজের প্লট এরকম- ভদ্রঘরের সন্তান মনির ছোটবেলায় নৌ দুর্ঘটনায় হারিয়ে যায়। দস্যু সরদার তাকে বড় করে এবং দস্যু বনহুর রূপে গড়ে তোলে। গরীব, অসহায় মানুষের কাছে সে বন্ধু আবার চোরাকারবারী, অসদুপায়ে ধনসম্পদ অর্জনকারীর কাছে সে যমদূত। নিউজ প্রিন্টে প্রকাশিত এই সিরিজের কাহিনীর ঠাস বুনন পাঠককে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারতো। প্রতিটি সিরিজের শেষে পরবর্তী সিরিজের নাম দেয়া থাকতো।

রোমেনা আফাজ ভক্তদের খুব মূল্যায়ন করতেন। আলমারি ভর্তি এখনো ভক্তদের চিঠি। তিনি বইয়ের পেছনে কোনো কোনো ভক্তের চিঠির উত্তর দিতেন, কারও কারও নাম উল্লেখ করতেন। ১৯৭৬ সালে মেয়ের মৃত্যুর শোকে একবার লেখালেখিতে ভাটা পড়ে। দ্বিতীয়বার তাঁর লেখায় ভাটা পড়ে ১৯৯৪ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর।

জীবদ্দশায় ব্যক্তিগত পাঠাগার ছিল রোমেনা আফাজের সবচেয়ে প্রিয়। চারতলা বাড়ির চারতলায় তাঁর পাঠাগার ছিল। বইয়ের আলমারির চাবি তিনি পরে ছোট ছেলে মন্তেজুরকে হস্তান্তর করেন। রোমেনা আফাজের মৃত্যুর পর ওই পাঠাগারটিকে 'রোমেনা আফাজ স্মৃতিঘর' গড়ে তোলেন তিনি।

মৃত্যুর ৭ বছর পর ২০১০ সালে রোমেনা আফাজ স্বাধীনতা পুরস্কার পান। এর বাইরে ২৭টি পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন রোমেনা আফাজ।

রোমেনা আফাজ একজন ব্যতিক্রমী লেখক। যে সময়ে তিনি রহস্য উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলেন তখন আর কোনো নারী লেখক এই ধারায় আসেননি। তাঁর চিন্তা, চেতনা, মননশীলতা এবং সৃজনশীলতার পুরো জায়গাটি আমার কাছে ভীষণ অর্থবহ মনে হয়। তাঁর এই রহস্য ও রোমাঞ্চ উপন্যাসগুলো পাঠক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিশোর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত প্রত্যেক পাঠকের মনোজগৎকে তাঁর লেখাগুলো যেভাবে আলোড়িত করেছে সেখানেই রোমেনা আফাজের কৃতিত্ব।

প্রায় এক শতাব্দী আগে, যে সময়টাতে লেখালিখির ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বলতে গেলে হাতে গোনা, নারীর জন্য সমাজের শিল্প-সাহিত্য-পেশা সব অঙ্গনেই অজস্ররকম বাধা প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান, সে সময়ে জন্ম নেওয়া যে নারী লেখকের তুখোড় কলম এদেশের পাঠকসমাজকে এক রোমাঞ্চকর সাহিত্যের সন্ধান দিয়েছিলো, তিনি রোমেনা আফাজ। সিরিজগুলোতে নায়ক বনহুর যে কিনা রবিনহুডের মতই দুঃসাহসী, শক্তিশালী, নির্ভীক, দুর্জনের শত্রু আর গরিবের বন্ধু, যাঁর অসাধারণ জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অপরাধের উৎস অন্বেষণে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভায় একের পর এক জয় করে চলে বাধার পাহাড়, ভয়ংকর পরিস্থিতি মোকাবেলায় যার সাহস পাঠককে বিস্ময়ে অভিভূত করে তোলে, একজন নারী লেখকের হাতে নির্মিত এমন একটি পৌরুষদীপ্ত চৌকস চরিত্রের সাক্ষাৎ পেয়ে বাংলার পাঠকসমাজ অভিভূত হয়েছিল। রোমেনা আফাজ বনহুরকে দস্যুতার ওপরে প্রেম আর মানবতার আলোয় স্থাপন করেছিলেন। ফলে বাংলার পাঠক এই নায়ককে খুব ভালোবাসতো। তাঁর প্রতিটি কর্মকাণ্ড পাঠকের মনকে উদ্বেলিত করতো। তা ছাড়া রহস্য ও রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মূল বিষয় যেটি, কাহিনিকে ক্রমশ সমস্যা আর রহস্যের জটিল জটাজালের ভেতরে নিয়ে এসে আস্তে আস্তে তার গ্রন্থিগুলো ছাড়িয়ে নেয়া।

বই পাঠের নেশা ধরানো ছিল যার কাজ, দস্যু বনহুরখ্যাত তিনি রোমেনা আফাজ- কথাটি মিথ্যে নয়। স্বাধীনতারও আগে, ১৯৬৫ থেকে আশির দশক পেরিয়ে নব্বইয়ের সূচনালগ্ন পর্যন্ত দস্যু বনহুর সিরিজে পাঠক এতোটাই বুঁদ হয়ে ছিলেন যে, প্রকাশক এক পর্যায়ে লেখিকাকে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, আপনি যদি লিখতে না চান তাহলে অন্য কাউকে দিয়ে লেখাব? না। লেখিকা প্রকাশককে হতাশ করেননি। তিনি পাঠককেও বঞ্চিত করেননি দেশীয় পটভূমিতে গোয়েন্দা কাহিনির রস আস্বাদনে। সে সময়ের শতসহস্র পাঠক এর প্রতিদান দিয়েছিলেন লেখিকাকে হৃদয়ের মণিকোঠায় ঠাঁই দিয়ে।

যদিও পাঠকের হাতে মাসুদ রানার আগেই দস্যু বনহুর পৌঁছেছিল। দুজনের প্রকাশকালের পার্থক্য খুব বেশিদিনের নয়- এক বছর। এর বাইরে ওপার বাংলায় তখন রয়েছে দস্যু মোহন, দস্যু বাহরাম এমনকি কিরীটি রায়। তাদের পাঠকও কম নয়। কিন্তু সব ছাড়িয়ে বনহুর প্রকাশের পর পাঠক আপন করে নিল। এ দস্যুর প্রতি পাঠকের ছিল অপার ভালোবাসা, অকুণ্ঠ পক্ষপাত। মাথায় কালো হ্যাট, মুখে রুমাল বেধে বনহুর যখন ঘোড়ার পিঠে অরণ্যে ছুটে চলত তখন পাল্লা দিয়ে ছুটত পাঠকের কল্পনা। ক্লাসের পেছনের বেঞ্চে পাঠ্যবইয়ের আড়ালে পঠিত হতো বনহুর। সেখানেই শেষ নয়। গল্পের শেষ পরিণতি জানতে মাঝরাতে টুটে যেত কিশোরের ঘুম। বনহুরের প্রতি নূরীর প্রেম রাত জাগা হ্যারিকেনের আলোয় শিহরণ জাগাতো গ্রাম্য কিশোরীর মনে। অনেক তরুণী পাঠক বনহুরের প্রেয়সী মনিরার মাঝে খুঁজে পেত নিজের ছায়া। এভাবেই বনহুরকে নিয়ে রোমেনা আফাজ পৌঁছে গিয়েছিলেন শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম্য তরুণী এমনকি কুলবধূদের কাছেও। চিরকালের বঞ্চিত যারা তাদের নায়ক হয়ে উঠেছিল বনহুর। সে যেন বাংলার রবিনহুড। যে ধনীর অবৈধ সম্পদ লুট করে এনে বিলিয়ে দেয় গরিবদের। শোষিতের বঞ্চনার প্রতিবাদে নিজেই ঘোষণা করে শোষকের শাস্তি। দুষ্কৃতিকারীর শেষ পরিণতি জানতে (যা অনেক সময় বাস্তবে দেখা যায় না) পাঠক উল্টে যেত পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা- বইয়ের একেবারে শেষ অবধি। পাঠক ততক্ষণে কল্পনায় নিজেই হয়ে উঠত দস্যু বনহুর।

এখানেই রোমেনা আফাজের লেখনীশক্তির পরিচয়। বনহুরের দুরন্ত প্রতিবাদী জীবনের স্বপ্ন তিনি পাঠকের চোখে এঁকে দিতে পেরেছিলেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। তিনি এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যার মধ্যে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও নিষ্ঠা থাকবে। দেশীয় পটভূমিতে সে হয়ে উঠবে পাশের জন। তার চারিত্রিক দৃঢ়তায় আকৃষ্ট হবে কিশোর-তরুণেরা। যে কারণে এই সিরিজের স্লোগান ছিল: সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক দস্যু বনহুর। যে সর্বদা এক কথায় গরিবের বন্ধু চোরাকারবারীদের চিরশত্রু, সাক্ষাৎ যমসম। ১৯৬৬ সালে লন্ডনের কাগজ 'আওয়ার হোম' রোমেনা আফাজকে বিশ্বখ্যাত গোয়েন্দা কাহিনির লেখিকা আগাথা ক্রিস্টির সঙ্গে তুলনা করে লিখেছিল: 'শি মে ওয়ানডে বি নোন অ্যাজ আগাথা ক্রিস্টি'। লেখিকার 'রক্তে আঁকা ম্যাপ' বইটির সমালোচনা করে পত্রিকাটি এ মন্তব্য করেছিল। সেখানে আরো যা লেখা ছিল তার বাংলা তর্জমা হলো: 'তাঁর রচনাশৈলি আকর্ষণীয় এবং কাহিনি চিত্তাকর্ষক। তিনি ইতিমধ্যে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের বাঙালি পাঠকের কাছে সুপরিচিত হয়ে উঠেছেন। বিলাতের বাঙালি পাঠকরাও তাঁর বই পছন্দ করেন।' সত্যি বলতে সে সময় পশ্চিম বাংলায় ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় পাঠকপ্রিয়তার শীর্ষে ছিলেন। তবে উভয় বাংলায় রোমেনা আফাজকেই বেশি পাঠকপ্রিয় মনে করা হতো। এর মূলে ছিল এই লেখিকার 'বনহুর' এবং 'রক্ত আঁকা ম্যাপ' দুটি থ্রিলার সিরিজ।

অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক 'বগুড়ার কথা' পত্রিকায় রোমেনা আফাজের প্রকাশিত কবিতাটির প্রথম চার পঙ্‌ক্তি:

'বাংলার চাষী
মুখে নাই হাসি
পেটে নাই ভাত
খাটে দিনরাত।'

কবিতাটিতে অল্প বয়সি এক কিশোরীর বাংলার কৃষকজীবনের সুখ-দুঃখ, বঞ্চনার কথা ফুটে উঠেছে। পরবর্তী জীবনে তাঁর সাহিত্যে আসানসোলের সাঁওতালদের দুঃখগাথা চিত্রিত হয়েছে। তিনি গণমানুষের কথা বলতে চেয়েছেন। আরো চেয়েছেন তাদের ভেতর থেকেই একজন নায়ক উঠে আসুক যে তাদের হয়ে প্রতিবাদ করবে, ন্যায় প্রতিষ্ঠায় হবে নির্মম, অধিকার আদায়ে হবে তেজদীপ্ত। এই বৈশিষ্ট্যগুলো বনহুরের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় ।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এক সময়ের বহুল পঠিত রোমেনা আফাজ এখন বিস্মৃতপ্রায়। তাঁর স্মৃতিটুকু অন্তত টিকিয়ে রাখার সরকারি কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ে না। জন্মদিন-মৃত্যুদিনে কোনো সাহিত্যপাতায় ছাপার অক্ষরে তাঁকে দেখা যায় না। তাঁকে স্মরণ করে উচ্চারিত হয় না শোক অথবা গৌরববাক্য।

বগুড়ার জলেশ্বরীতলাশ মন্তেজুর রহমান আঞ্জু পারিবারিক উদ্যোগে তিনি গড়ে তুলেছেন 'রোমেনা আফাজ স্মৃতি ঘর'। ছোট্ট সেই ঘর অসংখ্য বই, ফটোগ্রাফ, চিঠিপত্র এবং বিবিধ পুরস্কারে সাজানো। রোমেনা আফাজের বিভিন্ন বয়সের দুর্লভ ছবি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্কের সাক্ষ্য বহন করে। লেখিকার লেখা প্রায় সব বই-ই সেখানে সযত্নে গুছিয়ে রাখা আছে। আছে কাজের স্বীকৃতি পুরস্কারের ক্রেস্ট। উল্লেখ্য যে, রোমেনা আফাজ শুধু লেখিকাই ছিলেন না, তিনি সমাজকর্মী ছিলেন। কল্পনাতীত সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ত্রিশটিরও বেশি সংগঠনের সঙ্গে সক্রীয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সংগ্রহশালায় রয়েছে ভক্তের লেখা চিঠি। একটি-দুটি নয়, শত শত চিঠি, যেগুলো গুছিয়ে রাখা হয়েছে বড় দুটি আলমিরায়!

এখনকার সিনেপ্লেক্সে মহাসমারোহে চলে আয়রন ম্যান, স্পাইডার ম্যান, ব্যাটম্যান, সুপারম্যান। অথচ আমরা বনহুরকে নায়ক বানাতে পারি না। রোমেনা আফাজের কবিতার মাঝেই খুঁজে পাওয়া যায় সেই আক্ষেপের সুর:

'জীবনকালে যে পেলো না মালা
চিনিলো না যারে করি অবহেলা
মৃত্যুর পরে কি হবে তার সুনাম!
কি হবে আর তাঁহারে স্মরি!
কি হবে আর স্মৃতিসৌধ গড়ি!
প্রদীপ যদি নিভে যায়
কি হবে তায় তৈল ভরে হায়!

দস্যু বনহুর - এর কাহিনী, ঘটনার রোমান্স, থ্রিলিং সব কোথায় পালিয়ে গেছে! তবে জীবন কি বদলেছে? পড়ার অভ্যাস কি পাল্টেছে? আদৌ কি কেউ পড়ে? সেসব থ্রিলিং, টনটাইট উত্তেজনায় ঠাসা আখ্যানের বুননির ভেতর তীব্র সন্দেহ আর ত পেরুনোর যে উস্কানি তা কি এখন নেই- উবে গেছে; না আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে! এর কারণ কী প্রযুক্তি? সাদাকালোর বদলানো জীবন, রঙিন মুখরিত জীবনের চেয়ে তো কম নয়!

তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে তাঁর সৃষ্টি কর্মকে নূতনদের কাছে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমেই পরিচিত করা যায়, এর জন্য দরকার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা আর সবার আন্তরিকতা। শুধু পরিবারের দায়িত্ব নয়, এমন একজন গুণী সাহিত্যিক রোমেনা আফাজের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় স্মরণ করতে আমরাও যেনো কুন্ঠাবোধ না করি।

সময়ের প্রতিধ্বনি

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

জীবনের কত বসন্ত পেরিয়ে গেছে, কত ভোর বিবর্ণ হয়েছে? একটি ম্লান স্মৃতির মতো, জীবন ধীরে ধীরে অন্ধকারে ম্লান হয়ে যায়। প্রতিটি ভোর তার সাথে নিয়ে আসে আবিষ্কারের প্রতিশ্রুতি, নতুন শুরুর উত্তেজনা। আমরা অটল দৃঢ়সংকল্পের সাথে স্বপ্নের পিছনে তাড়া করি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন আমাদেরকে এক নতুন আশার আলো দেখায়। আমাদের আশাবাদ আমাদেরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়, প্রতিদিন আমাদেরকে নতুন লক্ষ্য স্থির করতে উদ্বুদ্ধ করে। সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে আমরা কখনও সফলতা, কখনও ব্যর্থতার সম্মুখীন হই। কিন্তু তবুও, আমাদের যাত্রা অব্যাহত থাকে, কারণ প্রতিটি নতুন দিন আমাদের জন্য নতুন সম্ভাবনা এবং সুযোগ নিয়ে আসে।

কিন্তু বছরগুলি যতই উন্মোচিত হয়, সময় তার অদম্য অগ্রযাত্রাকে প্রকাশ করে, তারুণ্যের একসময়ের প্রাণবন্ত বর্ণগুলি বিবর্ণ হতে শুরু করে। সময়ের সাথে সাথে আমাদের জীবনের প্রতিটি পর্বে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, যেগুলি আমাদের মানসিকতাকে প্রভাবিত করে। আমরা শিখি, বেড়ে উঠি এবং বিবর্তিত হই। জীবনের বিশৃঙ্খলার মধ্যে, সময়ের সাথে সাথে পাওয়া যায় সৌন্দর্য। যখন আমরা পেছন ফিরে তাকাই, তখন আমরা দেখতে পাই আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের মূল্য এবং গুরুত্ব। প্রতিটি অভিজ্ঞতা, সুখময় কিংবা দুঃখময়, আমাদের জীবনের বুননে একটি অনন্য রঙ যোগ করে।

ঋতু যেমন পরিবর্তিত হয়, তেমনি আমরাও বিবর্তিত হই। যে ভোরগুলি একসময় অন্তহীন বলে মনে হয়েছিল, সেগুলি এখন বালির দানার মতো আমাদের আঙ্গুল দিয়ে পিছলে যায়, আমাদের নিজেদের অস্থিরতার বাস্তবতার সাথে আঁকড়ে ধরে থাকে। আমাদের স্বপ্নগুলি কখনও পূর্ণ হয়, আবার কখনও ভেঙে যায়। প্রতিটি বসন্ত যেটি প্রস্ফুটিত এবং শুকিয়ে গেছে, প্রতিটি ভোর যা ভেঙে গেছে এবং বিবর্ণ হয়েছে, আমাদের সত্তার বুননে স্মৃতির লেজ রেখে গেছে। প্রতিটি স্মৃতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের মূল্য এবং গুরুত্ব।

সময়, একটি অবিরাম নদীর মত, অবিরাম প্রবাহিত হয়, আমাদের তার স্রোত বরাবর বহন করে। আমরা প্রায়শই নিজেদেরকে জীবনের চাওয়া-পাওয়ার গণ্ডগোলে আটকে থাকি, বাধ্যবাধকতা ও দায়িত্বের তাড়ায় ভেসে যাই। জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই। কখনও আমরা সফল হই, আবার কখনও ব্যর্থতা আমাদের কাঁধে চেপে বসে। তবুও, এই চ্যালেঞ্জগুলোই আমাদের সত্যিকারের মানসিক শক্তিকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করে। আমরা যখন এই চ্যালেঞ্জগুলি অতিক্রম করি, তখন আমরা বুঝতে পারি আমাদের আসল ক্ষমতা এবং সামর্থ্য।

জীবন, তার সমস্ত প্রাণবন্ততা এবং প্রাণশক্তি সহ একটি ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত। একটি ফুলের পাপড়ি যেমন ভোরবেলা ফোটে যা কেবল সন্ধ্যায় শুকিয়ে যায়, তেমনি আমরাও জীবনের মধ্য দিয়ে যাত্রা করি ক্ষণস্থায়ী এবং ভঙ্গুর। আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী হলেও এর প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যেই রয়েছে গভীর অর্থ এবং মূল্য। আমরা এই পৃথিবীর অস্থায়ী বাসিন্দা, আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সজাগ থেকে উপভোগ করতে হবে। আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই একটি মূল্যবান উপহার, যা আমাদের প্রতিদিন নতুন কিছু শিখতে এবং বেড়ে উঠতে সাহায্য করে।

জীবনের প্রতিটি স্তরেই আমরা নতুন কিছু শিখি, নতুন কিছু অর্জন করি। সময়ের স্রোতে ভেসে যেতে যেতে আমরা বুঝতে পারি, জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য কোথায়। প্রতিটি দিনের শেষেই আমাদের মনে হয়, আমরা আরও কিছু সময় পেলে হয়তো আরও অনেক কিছু করতে পারতাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সময়ের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই রয়েছে জীবনের আসল মাধুর্য। আমরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে নতুন কিছু শিখি, নতুন কিছু আবিষ্কার করি। এই শিক্ষাগুলি আমাদের জীবনের বুননে একটি অনন্য রূপ যোগ করে এবং আমাদেরকে আরও প্রাজ্ঞ করে তোলে।

এইভাবে, সময়ের সাথে সাথে আমরা আরও প্রাজ্ঞ হয়ে উঠি, আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠি। আমাদের জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা আমাদের একটি নতুন দৃষ্টিকোণ দেয়, যা আমাদেরকে জীবনের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সাহায্য করে। সময়ের প্রবাহে আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই একটি মূল্যবান উপহার, যা আমাদের প্রতিদিন নতুন কিছু শিখতে এবং বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। আমরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সজাগ থেকে উপভোগ করি এবং তা থেকে শিখি।

সময়ের সাথে সাথে, আমরা বুঝতে পারি যে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। প্রতিটি বসন্ত, প্রতিটি ভোর, প্রতিটি স্মৃতি আমাদের জীবনের বুননে এক একটি অনন্য রঙ যোগ করে। আমরা জীবনকে যেভাবে দেখি এবং অনুভব করি, সেটাই আমাদের প্রকৃত সত্তাকে প্রকাশ করে। আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই আমাদেরকে একটি নতুন দৃষ্টিকোণ দেয় এবং আমাদেরকে আরও মানবিক করে তোলে।

তাই, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সজাগ থেকে উপভোগ করুন। প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করুন এবং তা থেকে শিখুন। জীবন তার সমস্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্য সহ আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়, যদি আমরা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকি। সময়ের প্রবাহে আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই একটি মূল্যবান উপহার, যা আমাদের প্রতিদিন নতুন কিছু শিখতে এবং বেড়ে উঠতে সাহায্য করে।

আধুনিক রূপকথা এবং আমাদের রাজাদের গল্প

শেখর ভট্টাচার্য

কেঁচো খুড়তে যখন সাপ বেরিয়ে আসে তখন মাছের মায়ের পুত্র শোক শুরু হয়ে যায়। আধুনিক যুগ বড় বিচিত্র! এ'যুগে উল্টো পুরাণ। মাছের মায়ের কোন ভূমিকা নেই, সাপ বেরোতে দেখলে মাছের বাবারা শোকের বদলে রাগে-গোস্বায় ফেটে পড়েন। স্বাভাবিক অবস্থায় পুত্রেরা টাকার যোগানের জন্য চিন্তা করেন না। পিতা গৌরি সেন পুত্রের স্বাদ, আহ্লাদ মেটাতে টাকার পাহাড় পুত্রের সামনে হাজির করেন। পুত্রের কাছে তিনি দয়ার সাগর, যেমন এককালে হাজী মুহম্মদ মহসীন ছিলেন দরিদ্র মানুষের কাছে।

তবে আধুনিক গৌরি সেন যে কাজটি করলেন তা' দেখে আমাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেলো। কী নির্মম, কী নিষ্ঠুর এই আধুনিক গৌরি সেন। আদি গৌরি সেন কিন্তু এতো নিষ্ঠুর ছিলেন না। দেশবাসী বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলো, পুত্র যখন সামান্য একটি ছাগল কেনে আনন্দে বিগলিত হয়ে ছাগলের সাথে "ছাগল-ফি" সোশ্যাল ম্যাধ্যমে পোস্ট করলো, তখন কেমন করে জানি প্যাণ্ডোরার বাক্স উন্মোচিত হতে শুরু করলো। রাগে, দুঃখে বিবেক, বিবেচনাহীন গৌরি সেন সরাসরি কী না পিতৃত্ব অস্বীকার করে বললেন "এ'পুত্র আমার নয়"। বাংলা সিনেমার গল্প এক সময় এই পিতৃত্ব, মাতৃত্ব নিয়ে ঘুরপাক খেতো। পিতৃ পরিচয়হীন সন্তানের গল্প নিয়ে গোটা তিন ঘন্টার একটি বাংলা সিনেমা ঘুরপাক খেতো।সিনেমার নাম হতো এরকম, "ছেলে কার" অথবা ছেলে তুমি কার।তিন ঘন্টা ভর জট ছাড়ানো। কাহিনী একবার উত্তরে একবার দক্ষিণে, শেষ দৃশ্যে দর্শকরা পিতৃত্ব স্বীকার এবং মধুর মিলন দেখে হাততালি, সিটি বাজিয়ে সিনেমা হল থেকে বের হতো।

আর এক ধরণের গল্প ছিলো।বিষয় শ্রেণি সংঘাত। শ্রেণি চরিত্রের মহিমা না জেনে যে সব ছেলেরা প্রণয় কান্ড ঘটাতো তাদেরকে ত্যাজ্য পুত্র ঘোষণা করতে হরদম দেখা যেতো। বাংলা সিনেমায় চৌধুরী সাহেবরা (পড়ুন গৌরি সেন) সামান্য রিক্সাচালক, গাড়ির ড্রাইভার, কিংবা কাজের বুয়ার মেয়ের সাথে ঢলা ঢলি পছন্দ করলেও প্রেমে গদ-গদ হয়ে মোমের মতো গলে যাওয়াকে কোন ভাবেই মেনে নিতে পারতেন না।ধৈর্যের বাঁধ তাদের ভেংগে যেতো। গোপনে এসব মেয়েদের সাথে ফষ্টি নষ্টি করবে এটি তারা মেনে নিতেন তবে প্রেম করে ঘরের বউ হিসেবে তুলে নেবে এটি কোন ভাবেই মানতে পারতেন না।অগণিত সিনেমায় আমরা পিতা, পুত্রকে ত্যাজ্য ঘোষণা করছেন এরকম দৃশ্য দেখেছি। হল কাঁপানো কণ্ঠে চৌধুরী সাহেবকে বলতে শুনেছি, "বেরিয়ে যাও, তোমাকে ত্যাজ্য পুত্র ঘোষণা করলাম, এরকম নীচু কাজ যে করতে পারে সে আমার সন্তান নয়।" দর্শকের চোখের জলে সিনেমা হলের মেঝে ভেসে গেলেও ছেলেকে শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে বলেননা চৌধুরী সাহেব। শ্রেণি চ্যুতি বলে কথা!

সম্প্রতি জ্যান্ত (পড়ুন প্রকৃত) একজন বাবা সাপ বেরোনোর আলাআমত পেয়েই সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করেছেন। আহারে পুত্র যে দেশে হাজার কোটি টাকার নীচে রাগ ভৈরবী আলাপের সূচনা হয়না সে দেশে সামান্য পনের লাখ টাকার ছাগল নিয়ে কথা হওয়ায়, বাবা তার সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করলেন।এতোই সামান্য পরিমান অর্থ যা দিয়ে অনেকের পরিবারের সন্তানদের পাশের বাড়ি থাইল্যান্ড ট্রিপের খরচও কুলোয় না। দেশের ইজ্জত, সম্মান জলাঞ্জলি হলো।ছাগল কান্ডের পুত্রের অবস্থা দেখে দেশ প্রেমিক অর্থ পাচারকারীরা মুখ লুকোচ্ছেন।

কয়েকদিন আগে যাকে নিয়ে শোরগোল চলছিলো তিনি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিদর্শক।তিনি তো দর্শক হয়ে বসে থাকতে পারেন না। তিনি আবার শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত। তিনি মহাজন। তিনি আমাদের রোল মডেল।মেয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে একটি ফ্ল্যাট কিনে কী এমন অপরাধ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া "খুকুমনি" ক্লাস করতে করতে ক্লান্ত হয়ে বিরতীতে একটু বিশ্রাম নিতে চেয়েছিলো। মেয়ের আবদার বলে কথা। সামান্য কয়েক কোটি টাকা দিয়ে মেয়ের জন্য দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামাগার তৈরি করেছিলেন তিনি অভিজাত এলাকায়। তবে তিনি পিতৃত্ব অস্বীকারকারী নয়। একবারের জন্যও তিনি বলেননি, "এ মেয়ে আমার নয়"। তিনি বাংলা সিনেমার লাইনে হাটেননি, তিনি মার্জিত আধুনিক পিতা।

তবে বড় নিষ্ঠুর ওই রাজস্ব-পিতা, শব্দটি নুতন, শুনতে খারাপ লাগলেও আমার উদ্ভাবনীকে অনুৎসাহিত করবেন না পাঠক। তাকে আমি সম্মান করে রাজস্ব-পিতা হিসাবে সম্বোধন করছি।রাজস্ব পিতা, পুলিশ পিতার থেকে কিছুটা বোকা কিসিমের। তিনি ছেলেকে দিয়ে "ছেলে খেলা" না করালেও পারতেন। কোরবানির মহৎ উদ্দেশ্যে ছাগল কিনবে, ছাগলের সাথে গলাগলি করে "ছাগলফি" তোলার কী প্রয়োজন ছিলো। রাজস্ব পিতা পুলিশ পিতার মতো শুরুতে শত হাজার কোটিতে ধরা পড়েননি, তিনি ভাংতি টাকা অর্থাৎ পনের লাখ টাকার ছাগলে আটকে গেছেন। তবে দুজনই বাংলা বাগধারা অনুযায়ী শিখন্ডি খাড়া করেননি। বড়ই মহৎ,বড়ই স্বচ্ছ তারা। আধুনিক বিসিএস কাঙ্ক্ষীদের কাছে রোল মডেল।তবে অনেক দুষ্টু লোক বলছে, "মহা-দর্শকে"র দিক থেকে মুখ ফেরানোর জন্য নাকি রাজস্ব বাবুর মুখে আল ফেলানো হয়েছে। জানিনা, রাজা , রাজড়াদের কর্মকান্ডের মহিমা বোঝা দায়।

দেশে এক দল মানুষ সীমাহীন স্বাধীনতা ভোগ করছে। তাদের আগমন ঘটে ক্যাডার সার্ভিস এবং রাজনৈতিক দলগুলো থেকে। রাজনীতিকে তার মুঠোবন্দি করেন নানাভাবে।ক্ষমতাসীন দল থেকে টিকিট যোগাড় করে প্রথমে তারা সাংসদ পদ লাভ করেন।অন্যদিকে তারা যখন"জনসেবা" করেন তখন রাজনীতর মানুষ হয় তাদের হাতের পুতুল। রাজনীতির মানুষ যখন সাংসদ নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন আমলারা তাদের অজ্ঞতার সুযোগ নেন।

দোষ শুধু তাদের নয়, দোষ যদি দিতেই হয় তাহলে এসমস্ত কর্মকান্ডের সংস্কৃতি আমরা যারা তৈরি করেছি আমাদের সবার। তাদেরকে ডেকে আমরা ধর্মালয়ের, "মেম্বরস অনলি" ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত করেছি। সমাজ মেনে নিয়েছে "তাদেরকেই চাই" ধর্মালয়, ধর্ম-সভা, খেলেধুলা, সাহিত্য,শিল্প, সংস্কৃতির কর্ণধার রূপে। এ'ছাড়া পদাধিকার বলে তারা নানা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, সচিবতো আছেন।সবাই মিলে আমাদেরকে একটি শৃঙ্খল দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, শৃঙ্খলের ভেতর থেকে আমরা লম্ফজম্ফ করছি।

দেশে এখন দুরকম বংশের নাগরিক বসবাস করেন। একটি হলো উচ্চবংশীয় এবং অন্যটি চরম নিম্নবংশীয়। উচ্চবংশীয়রা সকল বংশীয় এবং সকল ভান্ডার থেকে নানা কায়দায় অর্থ দেশ বিদেশে নিজেদের সিন্দুকে রাখার সম্মতি পেয়েছেন। উচ্চবংশীয়রা চলেন উচ্চলয়ে, উচ্চতালে। এ'কারণে কোরবানির জন্য তাদের প্রয়োজন উচ্চবংশীয় ছাগল। রাজস্ববাবুর ছেলেটি যে কান্ডে ভাইরাল হলো, তাহলো ১৫ লাখ টাকায় 'উচ্চবংশীয়' ছাগল" কেনা।

একজন সরকারি চাকরিজীবীর কলেজ পড়ুয়া ছেলে কীভাবে এত বিলাসী জীবনযাপন করতে পারেন, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। পিতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালেরও প্রেসিডেন্ট। একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়েও শেয়ারবাজারে প্লেসমেন্ট শেয়ারের বড় ব্যবসায়ী তিনি। বিষয়টি তিনি নিজেও অস্বীকার করেননি। যে সন্তানকে অস্বীকার করে সম্পদের হেফাজত করতে চেষ্টা করছেন তার পরিচয় এখন শরতের সকালের আকাশের মতো স্বচ্ছ।পুত্রের মাতা রাজস্ব বাবুর দ্বিতীয় স্ত্রী।দ্বিতীয়ার বাড়ি ঘরের খবরও এখন সবার কাছে পরিশ্রুত জলের মতো। মহামান্যার বাবার বাড়ি ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের সোনাপুর গ্রামে।তিনি ফেনীর আওয়ামী ঘরানার বিখ্যাত হাজারী পরিবারের নিকট আত্মীয়। ছাগল কান্ড দিয়ে যে গল্পের শুরু হলো, সে গল্প বিস্তৃত হচ্ছে ক্রমশ। বিস্তৃত হতে হতে এটি হাজার লক্ষ কোটিতে ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে।

"এক দেশে ছিলো এক রাজা" এরকম বাক্য দিয়ে একসময় রূপকথার গল্প শুরু হতো। আধুনিক রূপকথা যারা লিখবেন তারা গল্প শুরু করবেন, একদেশে ছিলো হাজার হাজার রাজা। রাজারা ছিলেন বড়ই স্বাধীন।তাদের টাকশাল ছিলোনা আবার ছিলোও। তাদের হাতিশাল নেই, তবে কুকুর, বেড়াল, হরিণশাল আছে।প্রজাদের সাথে তাদের যোগাযোগ রক্ষার মাথা ব্যাথা নেই। প্রজাদের শ্রমে যে টাকশাল, ব্যাঙ্ক, শেয়ার-বাজার, ইন্সুরেন্স কোম্পানি গড়ে উঠে সে গুলো থেকে তারা প্রকাশ্যে অর্থ লোপাট করেন। রাজাদের মধ্যে বড়ই সদ্ভাব। একজনের বিপদে আর একজন দ্রুত এগিয়ে আসেন।দুষ্টু প্রজারা যখন তাদের নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা করেন তখন তারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। এ'কাজে তারা একে, অপরকে সহায়তা করেন।প্রজাদের মধ্যে তারা ধর্ম, রাজনীতি, সামাজনীতি নিয়ে সব সময় মারামারি, ঝগড়া ঝাটি বাধিয়ে রেখে দেশ পরিচালনা করতে আনন্দ উপভোগ করেন। তাদের আদর্শ, কৌশল বিশ্ববাসীর অনুসরন করা উচিৎ। (পুনশ্চঃ লেখাটি শুরু করেছিলাম রাজস্ব বাবু দেশে থাকা অবস্থায়, জাদুর কাঠি ব্যবহার করে তিনি রোববার ২৩ জুন,২০২৪ তারিখে দেশ ত্যাগ করেছেন বলে ঢাকার সকল পত্রিকা থেকে জানা গেলো)

SECI
Secure, Fast, Reliable.
Sonali Exchange Co. Inc.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1096789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

জনপদে থাকে বিচিত্র কাহিনী। সংগ্রাম-দুঃখ-কষ্টের পাশাপাশি থাকে সাফল্য ও প্রাপ্তির গল্প। উত্তরের জনপদে এখন গরমকাল, ভারী কম্বল আর জ্যাকেটের বোঝা ফেলে মানুষ বাইরের রোদ্দুরে বেরিয়ে এসেছে। সামনের তিন-চার মাস কেটে যাবে ব্যাকইয়ার্ডে পার্কে বারবিকিউ করে। সুমুদ্রের পাড়গুলো ভরে উঠবে দর্শনার্থীতে। লম্বা দিনগুলোতে সূর্য ডুবে অনেক দেরিতে। গাউন পরে, মাথার গ্র্যাজুয়েশন ক্যাপ বাতাসে উড়িয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থী হেসে উঠবে তাদের নিজস্ব সফলতায়। পাশে থাকা হাস্যোজ্জ্বল পরিবার দেখতে থাকবে আগামী দিনের স্বপ্ন। আবার অন্যদিকে কোন লেখিকা ছাপবে তার বই। তাতে উঠে আসবে পাঁচমিশালী প্রবাসের দিনলিপি। উত্তরের জনপদে দুটি গল্প এই জনপদকে ঘিরেই। ধন্যবাদান্তে—**সোহানা নাজনীন/ফরিদা ইয়াসমীন**

একাকিত্ব জীবন

পোর্ট অথোরিটির বাস টারমিনলে বসে আছে এক সাদা চুলের আমেরিকান ভদ্রলোক। নাম হেনরি, বয়স সত্তরের উপরে হবে। কিন্তু পোশাক পরিচ্ছদে আর ভাব-ভঙ্গিতে বয়স আরো কম মনে হচ্ছে। বার বার দেয়ালে ঝোলানো ডিজিটাল ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে হেনরি। ওখানে বিভিন্ন রুটের বাস কখন শহর ছেড়ে যাবে সেই তালিকা আপডেট হচ্ছে।

আমিও ওখানেই বসে আছি। ভার্জিনিয়া যাবার কথা একঘন্টা আগে, কিন্তু বাস ক্যান্সেল হবার কারণে আমাকে আর দুই ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। অলস চেহারায় এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, যদি কাওকে গল্পের সঙ্গী মনে হয়। পাশের সারিতেই দেখলাম এই হেনরিকে। ওর দিকে তাকিয়ে হাসি দিয়ে "হ্যালো" বলতেই লম্বা আলাপ গড়গড় করে বেরিয়ে এলো।

আলাপে আলাপে অনেক কিছু জানলাম। হেনরি এই শহরে থাকে না, মিনিয়াপোলিসে বসবাস তার। একমাত্র নাতি ছেলের কলেজ গ্র্যাজুয়েশনে যোগদান দিতে নিউইয়র্কে আসা। নাতির গ্র্যাজুয়েশন শেষে ফিরে যাচ্ছেন ছেলের কাছে কানেক্টিকাটে। হেনরির এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলেটা হার্ভার্ড থেকে পাশ করে জে পি মরগ্যান ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ আসনে আছে। ছেলে অনেক টাকা সেলারি পায়, হেনরি কুঁড়ি বছরে যা আয় করেছিল তার ছেলে এক বছরেই এই টাকা কামিয়েছে। জানতে চাইলাম, "নাতি তাহলে কোন ঘরের? ছেলের ঘরের নাকি মেয়ের ঘরের?"

"আমার একমাত্র মেয়ের ছেলে, এইবার কলেজ শেষ করলো, তার গ্র্যাজুয়েশনেই এসেছি।"

হেনরি আরো জানালো তার মেয়ের ক্যান্সার, সেকেন্ড স্টেজ। দু'বছর আগে চিকিৎসা করিয়ে এখন অনেকটা ভালো আছে। মেয়েটার আর্থিক অবস্থা তেমন সুবিধার ছিল না। ক্যান্সারের শুরুর দিকে অনেক টাকা লেগেছিল চিকিৎসায়। সেই টাকা হেনরির ছেলেই দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে চিকিৎসার ব্যয়ভার আর চালাতে পারেনি। নিউইয়র্ক শহরে ফেলে রেখে গেছে বোনকে। কারণ নিউইয়র্কে আছে মেডিকেইড আর ফুড স্ট্যাম্পের সুবিধা। মেয়েটার শরীর বাঁচানোর খরচ ঐ থেকেই চলে যায়। নাতিটা বিনা খরচেই চার বছরের কলেজ শেষ করলো, নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্যে এখানের স্টেট এবং ফেডারেল গভর্নমেন্ট টিউশন ফি মাফ করে দেয়।

"তোমার ছেলে তো অনেক ইনকাম করে, একমাত্র বোন কে দেখে না কেন?"

আমি অবাক হয়য়ে হেনরি কে জিজ্ঞাসা করে বসি। হেনরি লম্বা শ্বাস ফেলে বলে,

"ভাই-বোন দুজনের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা সম্পর্ক আছে। বোনের অনেক কাজকর্ম আমার ছেলে সাপোর্ট করেনি, বেশ বিরক্ত ছিল বোনের উপরে। কি আর বলবো, আমার মেয়েটা নিজের পছন্দে এক অপদার্থকে বিয়ে করেছিল। দুবছর যেতে না যেতেই ছাড়াছাড়ি। মেয়েটা অনেক কষ্টে সিঙ্গেল মা হিসাবে ছেলেকে বড় করেছে। তারপর এখন তো শরীরে ক্যান্সার বেঁধেছে, আগের মতো কাজ করতে পারে না। পার্টটাইম কিছু একটা করে। নাতি ছেলে পড়া শেষ করেছে, এবার একটা চাকরি পেলেই ভালো।"

"তোমার ছেলেকে সাহায্যর জন্যে একটু অনুরোধ করলেই তো পারো!"

হেনরি উচ্চস্বরে হেসে ফেললো, আমার দিকে তাকিয়ে বলল,

"তোমাকে আগে দেখেই বুঝেছি যে তুমি ইন্ডিয়ান। ইন্ডিয়ান মেন্টালিটি এমন ধাঁচের। আমাদের কালচারে এমন কথা বলে না। আমি ছেলেকে কিছুই বলবো না, দেখি সে কয়দিন এভাবে বোনের দিক থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে।"

অস্বস্তির আভাস পেয়ে আমি প্রসঙ্গ পাল্টাই, বলি,

"কানেক্টিকাটে ক'দিন থাকবে?"

"সময়মতো রওনা দিলে আজকে রাতেই পৌঁছাব। তারপর কাল সকালেই আবার আমার শহরে।"

আমি তামাশা করে আবারো হেনরি কে জিজ্ঞাসা করি,

"ফেরার এতো তাড়া কিসের? বৌ কে খুব মিস করো নাকি?"

আমাকে অবাক করে দিয়ে হেনরি বলে,

"বৌ মারা গেছে সেই কবে, তারও ক্যান্সার হয়েছিল। তবে এখন গার্লফ্রেন্ড আছে। এই সপ্তাহে গার্লফ্রেন্ড ব্যস্ত তার নিজের বাচ্চাদের নিয়ে। আর আমিও এই ফাঁকে নিউইয়র্কে আমার মেয়ে আর নাতিকে দেখে গেলাম। তাছাড়া আবারো নতুন একটা ব্যবসা শুরু করার ইচ্ছা আছে, সে নিয়ে কাজ আগাতে হবে।"

চোখ কপালে তুলে আমি বলি,

"বল কি? এই বয়সে ব্যবসা! এতো পরিশ্রম সহ্য হবে তো? তোমার এখন উচিত হবে পরিবারের সাথে সময় কাটানো। নাতি-পুতির সাথে আড্ডা দিয়ে দিন পার করা।"

হেনরি আচানক ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিল, আমার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে বলল,

"তুমি চিন্তা ভাবনায় ইন্ডিয়ান সেটা আবারো প্রমাণ করলে। বয়স বেড়েছে তাতে কি? কাজ না করলে সুস্থ থাকা যায়না। তবে জানো কি? আমি ভীষণ একা, একাকিত্ব আমাকে কষ্ট দেয়।"

"আরে সেজন্যেই তো বলছি, ছেলে-মেয়ের সাথে থাকো।"

"ছেলে হার্ভার্ডে পড়েছিল, তাই ওদের হার্ভার্ড ক্লাবের কিছু সুবিধা আছে। ম্যানহাটানে এলামনাইদের হোটেলে প্যারেন্টস হিসাবে দুদিন ছিলাম। এতেই আমার শান্তি, আর কিছু চাইনা সন্তানদের কাছে। তোমাদের ইন্ডিয়ানদের মতো আমরা বুড়োকালে ছেলেমেয়ের ঘর কে শেষ আশ্রয় ভাবতে পারি না।"

হেনরির কথাটা খুব ঝাঁঝালোভাবে কানে লাগলো।'তোমাদের ইন্ডিয়ানদের মতো আমরা বুড়োকালে ছেলেমেয়ের ঘর কে শেষ আশ্রয় ভাবতে পারি না....!' কোথায় যেন আমি নিজেও প্রশ্নবিদ্ধ হলাম; দাবী, আশা, অধিকার কিংবা দখলে..!

সত্যিই তো! কেন শেষ বয়সে সন্তানের ঘরকে শেষ আশ্রয় ভাবতে হয় আমাদের? তবে কি এই সন্তান লালন পালন করতে গিয়ে আমরা একেবারেই নিঃস্ব হয়ে যাই, নিজের জন্য কিছুই

বৌ মারা গেছে সেই কবে, তারও ক্যান্সার হয়েছিল। তবে এখন গার্লফ্রেন্ড আছে। এই সপ্তাহে গার্লফ্রেন্ড ব্যস্ত তার নিজের বাচ্চাদের নিয়ে। আর আমিও এই ফাঁকে নিউইয়র্কে আমার মেয়ে আর নাতিকে দেখে গেলাম।

জনা রাখিনা! শৈশবে সন্তানের একমাত্র ভরসাস্থল ও এক মাত্রআশ্রয়স্থল তার বাবা মা। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সন্তান হয়ে উঠে আমাদের একমাত্র ভরসা ও আশ্রয়স্থল। এ যেন এক প্যারাডক্সিক্যাল হিসাব। এর থেকে বের হতে হলে আমাদেরকে হেনরির সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির ছোঁয়া দরকার যেখানে আমরা পাবো নিজেদের দাড় করাতে সকল সুযোগ সুবিধা ও সরকারী সহায়তা। হেনরি কখনোই জানবে না, আমাদের গড়ে উঠা, পরিবারের সীমাবদ্ধতা, জানবে না সংস্কৃতির দায়বদ্ধতা, বাঙালি বাবা মায়ের আর্থিক টানাপোড়েনের গল্প কিংবা শেষ বয়সে সন্তানই কেন হয়ে উঠে আমাদের আশ্রয়স্থল!

হেনরি গট গট করে হেঁটে গেল, তাকে দেখে কেউ বলবে না যে সত্তরের ঘর ছাড়িয়েছে।

আমি আপন মনে হাসলাম, নিজেই নিজেকে উত্তর করলাম, "প্রথমত আমি ইন্ডিয়ান নই, আমি বাঙ্গালি। আর দ্বিতীয়ত, আমাদের কালচারেও আজকাল সন্তান তাদের বাবা-মা'কে ধরে রাখছে না কিংবা বলা যায় আমরা অনেকেই এখন আধুনিক হতে গিয়ে সন্তানদের সাথে থাকছি না। শেষ বয়সের একাকিত্ব আমাদেরও পিছু ছাড়ছে না।"

শিরীন আক্তার এক অনুপ্রেরণার নাম

এই জনপদের বাতাসে এখন উৎসবের আমেজ। একে তো সামার, তার উপর আছে গ্র্যাজুয়েশন এবং বিয়ের অনুষ্ঠানের হিড়িক। কবি - লেখকদেরও বসে থাকার সময় নেই। শহরে বইমেলার আয়োজন, আজ কবিতা উৎসব তো কাল মোড়ক উন্মোচন। আরো আছে দল বেঁধে গল্প- কবিতার বিভিন্ন আড্ডা আলোচনা। নবীন-প্রবীণ সবাই সে আসরের আনন্দ লুটে নিতে চায়। কত নিত্যনতুন লেখক কবির আত্মপ্রকাশ ঘটছে এই আড্ডা আলোচনার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। আবার অনেক লেখক কবির জন্ম খুবই সংগোপনে, একান্ত আপন জগতে। আজ আমি এমনি একজন লেখিকার সাথে এই জনপদের পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেব। যিনি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পরে লেখালেখি শুরু করেন এবং বইও বের করেন। আশাকরি, তার এই উদ্যোগ জনপদের মানুষকে উৎসাহিত করবে। আমরা বুঝতে শিখবো বয়স কেবল নিজেকে গুটিয়ে নেবার সময় নয়, বয়স মানুষকে আরো নতুন কাজে উৎসাহিত করারও একটা সময়।

লেখিকা শিরীন আক্তার ২০০০ সালে স্বামী ও তিন কন্যার সাথে আমেরিকা আসেন। এখানে আসার পরে বিভিন্ন পাবলিক স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করেন। ২০১৭সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসরের পরে সাধারণত মানুষ বিশ্রামে থাকে। জীবনকে উপভোগ করেন ভিন্ন এক আঙ্গিকে। আবার সেই বিশ্রামও কখনো হয়ে উঠে আমাদের হতাশা ও একাকিত্ত্ব কারণ। এমন বিষাদ আর একাকিত্বের ছোঁয়া লাগেনি শিরীন আক্তারের গায়ে। তিনি নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। এ যেন এক নতুন অধ্যায়ের শুরু। তার লিখার বিষয়বস্তু তার চতুর্দিকের জীবন নিয়ে। যে জীবনে সাধারণ মানুষ আছেন, নিজের ভাই বোন আছেন, আছেন মা বাবা এবং সন্তানেরাও। আমাদের চারপাশের যে ঘটনাগুলো আমরা অবহেলায় এবং নির্লিপ্ততায় এড়িয়ে চলি, লেখিকা শিরীন আক্তার সেই ঘটনাগুলোই তার কলমের আগায় নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলেন। সেই জন্যই তার লেখায় উঠে এসেছে রেমিটেন্স যোদ্ধার কষ্টের কথা, আমেরিকার নিঃসঙ্গ মায়ের হাহাকারের কথা। দুজনের কষ্টই যেন দিন শেষে একই রকম। রেমিটেন্স যোদ্ধা তার সমস্ত টাকা দেশে পাঠিয়ে দেয় সবার সুখের জন্য, কিন্তু দিনশেষে তার কষ্টের কথা কেউ ভাবে না। তেমনি ভাবে একজন মা তার সন্তানকে বড় করে নিজের সমস্ত মায়া-মমতা ভালবাসা দিয়ে। দিনশেষে সে সন্তান যখন দূরে চলে যায় মায়ের কথা সে মনে রাখে না। নিঃসঙ্গ মা পথ চেয়ে থাকে শুধু মাদার্স ডে তে একটি কার্ডের আশায়! এসব চরিত্রগুলোই লেখিকা শিরীন আক্তার তার গল্পগ্রন্থ "পাঁচফোড়নে "তুলে এনেছেন।

লেখিকার সাথে কথা বলে বুঝতে পেরেছিলাম তার গল্পের বইয়ের নাম কেন "পাঁচফোড়ন"। একটি নির্দিষ্ট আঙ্গিকে উনার লেখা ধরে রাখেননি। তাই এই মসলার নামে বইটির নাম। তার গল্পে অনায়াশেই উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধে সন্তান হারানো পরিবারের করুণ কাহিনী। সন্তান হারিয়ে তারা দেশের স্বাধীনতার সূর্য দেখেছেন কিন্তু হারিয়েছেন বসতভিটা। নষ্ট রাজনীতির নিষ্ঠুর চালে সন্তানহারা শহীদ পরিবার বসতভিটা আর ফিরে পায় না। সন্তান হারানো হাহাকারের সাথে বসতবাড়ি হারানোর কষ্টটা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

তার গল্পে আরও এসেছে এদেশের খেটে খাওয়া মহিলাদের কথা। যারা ঘরে বাইরে সমান তালে কাজ করে যাচ্ছেন আবার নিজেকে তৈরি রাখছেন সুন্দরভাবে। এসেছে সেই ক্লিনিং লেডির কথা। যে কিনা এক বিন্দু কাজে ফাঁকি না দিয়ে ওনার মেয়ের ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে গিয়েছিলেন। উনি শ্রদ্ধা ভরে তাদের স্মরণ করেছেন। উনি আরো লিখেছেন ওনার মা-বাবার বিয়ের সময়কার ঘটনা এবং মজার ব্যাপার তাদের দুজনের বিয়ের কার্ড কেমন ছিল সেটাও তিনি লিখেছেন। বিয়ের কার্ডের ব্যাপারটা আমাকে খুবই চমৎকৃত করেছে।

আজ শিরীন আক্তারের অবসর সময়ে লেখালেখিতে মনোযোগ দেয়ার বিষয়টা জনপদের পাঠকদের কাছে শেয়ার করার কারণ হলো-অনুপ্রেরণা জোগানো। বিশেষত, যারা অবসর সময়ে নিজেদের সৃজনশীলতা বিকাশ করতে চান, তাদের জন্য এটি একটি উদাহরণ হতে পারে। আরো একটি কারণ হলো-তার লেখাগুলি পাঠকদের মধ্যে সাহিত্যিক চেতনা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা বিস্তার করা সহ এটি জনপদের পাঠকদের মধ্যে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, সংস্কৃতি, এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হতে পারে।

পরিশেষে বলব, জনপদ সুখ-দুঃখের কাহিনী নিয়েই আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়। আজ যে শিরীন আক্তারকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম, উনি নিঃসন্দেহে আমাদের আনন্দের এবং অনুপ্রেরণার এক দৃষ্টান্ত। এই জনপদের পক্ষ থেকে উনার জন্য একরাশ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইলো। আমি আশা করবো ভবিষ্যতে উনি আরো লিখবেন। উনার কলম অবসরে হয়ে উঠুক এক শক্তি এবং আমৃত্যু লিখে যাক-এই কামনা করছি।

শিরীন আক্তারের মতো সমস্ত অবসরপ্রাপ্তদের জন্য আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস-

অবসরের নিঃশব্দ প্রান্তরে, চলো হাতে কলম ধরি

শব্দেরা ফোটুক হৃদয়ের পাতায়, গাঁথুক মোহন কাব্যরথ

sমনের মেঘ কাটুক বৃষ্টিতে, শুকিয়ে বিষাদের ধারাপাত, আলোকিত হোক অন্তরের প্রাঙ্গণ, ফিরে পাই শান্তির পথ।

তীর্থ

আলতাফ শাহনেওয়াজ

বাসনার সব তীর্থ এলোমেলো,
শান্ত সন্ধ্যার তৃষ্ণায় অতর্কিতে ঘনিয়ে এসেছে
কেউ—যেন দুটো পাখি—
তারা শব্দের ধারণাহীন কোনো জগতে, না হয়
শব্দ থেকে দূরে
আকাশের তীব্র কোলাহলে একদিন
দুদণ্ড জিরিয়ে নিয়েছিল একে অপরের দেহের ভেতর;
কামনার কলস কতটা ভরল তাতে?
এ ভরা বিপাশা-সভ্যতায় দেহে দেহে পাখি ডাকে

ফুলের প্রহারে
তার রেণু কম্পমান, ফুলেল পাপড়ি আর তোমার নিশ্বাস
কতটা দূরত্বে থাকলে থির থির কাঁপতে পারে পরস্পর?

ধীর স্বরে গাঢ় হও, কাঁটা ও ফুলের ব্যাভিচার
তোমায় শেখাবে দেহ মেলে কীভাবে সুরের গন্ধে
দীর্ঘ হয় গান;

হে অযৌন কাম, হে লাজুক! বাতাসের মতো অন্ধকার
এই রাতে, ফুল ও কাঁটার নিচে, পাহাড়ের ধারণা কি পেতে পারে সামান্য মানুষ?

মায়ার চাদর

শেখর ভট্টাচার্য

তেরশত নদী, পুষ্প রথের মতো পানসি নৌকো,
জলের ওপরে কতো কতো ছবি, দাঁড়ের তুলি দিয়ে
এঁকে যাচ্ছে শাহ করিমের মহাজন।
টল টল জল, উদাসী বাউলের চোখ ছল ছল,
জলের সাথে মন ছুটে যায়,
নিস্তব্ধ আকাশের কোণে কোণে।

এতো মায়া,
পাখির ছায়াতে মায়া, বৃক্ষের চোখের ভেতর মায়া,
শিশুর কান্নাতে মায়া, সবুজ ঘাসের ভেতর মায়া
মায়ার ঘোর থেকে মুক্তি মেলেনা।

জলের ভেতরে জাগে বোধি বৃক্ষ,
বাউলেরা ধ্যানমগ্ন হয়,
অশ্রু কণা নদীর জলের সাথে মেশে
মুক্তির পথ খুঁজে,
মায়ার চাদরে আবৃত স্বপ্নের জাল ছিন্ন হয় হয়না,
কুয়াশার মতো ঘিরে রাখে মায়ার ছায়া।
আলো আঁধারির মাঝে বাউলের কাতর কণ্ঠস্বর,
"আমি অপার হয়ে বসে আছি...পারে লয়ে যাও আমায়"

আমি ফুসফুস পেতে আছি

জয়িতা চট্টোপাধ্যায়

কখনো লিখিনি বিবস্ত্র ঘরের কথা
যেখানে মারাত্মক নীল রোদে কবোষ্ণ শরীর
অগ্নিবিন্দু থেকে নেমে আসা বাসনার মতো
জ্বর ও অসুখ, নদীতে ঝড়ের উত্তাল তরঙ্গ,
অপর্যাপ্ত রাত, তবু তার ও তো একটা দাবী থাকে
তাই কালো আকাশ, সাজানো হয় হৃদয় নক্ষত্র দিয়ে
একক কবিতায় লেখা হয় বিনা চিকিৎসার মৃত্যুর কথা
সমস্ত কাটাকুটির পরও হিসাব মেলে না
অত্যন্ত দুর্বোধ্য প্রতিধ্বনি
শব্দের মতো বাজতে থাকে সন্ধ্যে থেকে মধ্যরাত
নিরন্তর জ্বেলে রাখা অসম্ভব চোখের ছোটাছুটি
মরণান্ত পথের শরীর,
যেখানে প্রেম ঢুকে যায়, সময় পূর্ণ হওয়ার আগেই...

ছোট্ট তমাল

ইশতিয়াক রুপু

হাঁটা পথে ঘাস দেখি না,
স্মৃতির খেরো খাতা!
পথের পাশে রথ দেখি না
সদ্য ঝরা সবুজ পাতা।

রাত জুড়ে বৃষ্টি গান
দেহে জমে অভিমান
মনের কোনে গল্প কথা
কে খুঁজে গো সাত আসমান!

সাঁতার কাটে শিশু বেলা
শান বাঁধানো পুকুর ঘাট
পুকুর পাড়ের লেবুর ঝাড়
পেরিয়ে গেলে খেলার মাঠ।

ভর দুপুরে ঝোঁপের কোনে
জোড়া তালের শব্দ পতন
বালক ছুটে দখল নিতে
তালের পিঠায় স্বাদের যতন।

সুরমা নামের ভরা নদী
ঘুম স্বপনে আসতো যদি
কার ছোঁয়ায় ভোর সকাল
মা ডাকে, সোনা আমার-
ছোট্ট তমাল!

বাঁশির রাখাল

লুনা রাহনুমা

যেমন প্রতিযোগিতা আছে ভালোবাসার
তেমনি প্রতিযোগিতা আছে ভুলে যাওয়ার,
অবহেলা, তাচ্ছিল্য আর ঘৃণার।

একদিন ভালোবাসা দিয়ে যে আনন্দ পাওয়া গিয়েছিল,
অবজ্ঞা দেখিয়ে ঢের বেশি পাচ্ছে তারা আজকাল।

চোখ ভরে দেখি অবিচার আর মুচকি হাসির আড়াল;
নয়া পাঞ্জাবি, নাগরা জুতা আর কাঁধে ভাজ ফেলা শাল
উদ্দীপক খোশবু ছড়ায় ইতর আতর, কেউ যেন শাসায়,
মন থেকে মুখ উসখুস করে, দুর্গন্ধ, দমবন্ধ লাগে, বাল!

অন্তর্যামী ছিলেন যে একদিন তিনি আমার,
এখনো প্রভাব রয়ে গেছে হয়তো কিছুটা তার।
কুশল জানতে না চেয়ে প্রশ্ন করলেন সমান্তরাল:
আচ্ছা, আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন আর?

দূরত্বের সাগরে খাবি খেতে খেতে ইতস্তত করি,
আহাম্মকের মতো শোনায় যদিও, গলা উঁচু করেই বলি:
নতুন কিছু না জনাব, সেই একই প্রস্তাব রাখছি আবার,
আমি হই বাঁশের বাঁশরী আর আপনি হন আমার রাখাল!

জীবন এক গ্রন্থিত গল্পমালা

নূরুন্নাহার নীরু

উপন্যাস রচনার ধৈর্য নেই—
নেই পঞ্চকোষ পাঠে নিবিষ্টতা,
ঠিক তখনি যেন আমিই হয়ে গেলাম উপন্যাসের নায়িকা,
কী ভীষণ মিল গল্পে আর বাস্তবে!

হাসি-কান্না, বিরহ-ভালোবাসা, দেয়া-নেয়া অর্থহীন,
বোধের বিলাপে বুকের জমিনে নতুন শস্যের চাষাবাদ।
বাঁক ঘোরে প্রত্যাবর্তনের মোড়ে
নুয়ে আসে হৃদ-মাথা-অবয়ব বিনম্র সেজদায়।

গড়ে ওঠে পর্ব থেকে পর্বের উপাখ্যান ,
জীবন আটকে যায় গহীন গল্পকথার গ্রন্থিত বন্ধনে।

তবুও

শঙ্খশুভ্র পাত্র

তবুও ভুয়ো তো নয়, 'দুয়ো' বলে কুয়ো খোঁড়ো যদি!
খড়ের কি এসে যায়? খড়ি হাতে আমি পড়ি-মরি,
কিছু যে লিখব, আহা, নিচু হয়ে দেখি সেই নদী
আপন খেয়ালে বয়— তার বুকে ছোট এক তরী—

কালো রঙে আঁকা, যেন ঘনঘোর শ্রাবণের মেঘ
ঈশানে দিয়েছে শান, তুমি তাকে ভাবো ঠিক দিশা।
টলটলে ঢেউ, জলে কুচি-কুচি রোদের আবেগ
মিশে আছে, মরমিয়া— নক্ষত্রখচিত যেন নিশা।

তবুও কথার দানে কবুতর নতুবা সে তাঁবু
সাদাকালো চিত্রে স্থির—শান্তিদূত, অস্থায়ী শিবির.
এই ভালো সহজিয়া—সহজে কে হতে চায় কাবু!
সাহসই তো শেষকথা, উৎসাহ, আশ্লেষ নিবিড়।

পৃথিবী ঘূর্ণায়মান—দিনমণি, নীবিবন্ধ, স্থির।
দু'চোখ মুদ্রিত করি—হে সমুদ্র, তুমি জানো তীর...

ছায়া ও মেঘ

দর্পণ কবীর

ছায়াটির নিজস্ব কোন রঙ ছিল না।
একটি ঘাসফড়িং বিকেল এসে
ছায়াটির সামনে আয়না হয়ে দাঁড়ালো যেই,
পার্পল রঙের মুখচ্ছবি দেখতে পেলাম।
আমি বিহবল কণ্ঠে বললাম, এমন একটি বিকেল
হয়ে তোমাকে হিরণ্ময় করে দেবো একদিন।
তুমি হেসে বললে, যে ছায়ায় তুমি
রঙ মাখা মুখ দেখছো, ওটা মুখ নয়। ও তো
দীর্ঘশ্বাসের মেঘপুঞ্জ!

মায়ের জন্য গাঁথামালা

মৃধা আলাউদ্দিন

মা—পৃথিবীর মধুরতম ডাক। ছোট্ট এ শব্দের ভেতরে লুকানো থাকে গভীর স্নেহ, মমতা আর পৃথিবীর সবচেয়ে অকৃত্রিম ভালোবাসা। শৈশব থেকে আনন্দ-বেদনা-ভয় কিংবা উদ্দীপনা- প্রতিটি মানবিক অনুভূতিতে জড়িয়ে থাকে মায়ের নাম। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল মা নামের ওই মমতাময়ী নারীর আঁচল।

প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় রোববার পালন করা হয়বিশ্ব মা দিবস। এ হিসাব অনুযায়ী, রোববার ১২ মে সারা বিশ্বে পালন করা হয়েছেমা দিবসটি। এই দিনটি মাকে বিশেষভাবে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা জানানোর দিন। বিশেষ এই দিবসটি কীভাবে এলো তা হয়তো অনেকেরই অজানা। ইতিহাস বলছে, অনেক পথ পেরিয়ে এই দিবসটি নতুন রূপ পেয়েছে। ধারণা করা হয়, মাদিবসের সূচনা প্রাচীন গ্রিসের মাতৃরূপী দেবী সিবেলের এবং প্রাচীন রোমান দেবীজুনোর আরাধনা থেকে। এ ছাড়া ইউরোপ ও যুক্তরাজ্য অনেক আগে থেকেই মায়েদের এবং মাতৃত্বকে সম্মান জানানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন রোববারকে বেছে নিয়েছিলেন। ষোড়শ শতকে এটি ইংল্যান্ডে মাদারিং সানডে বলে পরিচিতি লাভ করে। অনেকেই ক্যাথলিক পঞ্জিকা অনুযায়ী এটিকে লেন্টের সানডে যালেন্টের সময়ে চতুর্থ রোববারে পালন করতে শুরু করে। তবে ইতিহাসবিদদের মতে, জুলিয়া ওয়ার্ড হোই রচিত 'মাদার্স ডে প্রক্লামেশন' বা 'মা দিবসের ঘোষণাপত্র' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মা দিবস পালনের গোড়ার দিকের প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৮৭০ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পৈশাচিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে শান্তির প্রত্যাশায় জুলিয়া একটি ঘোষণাপত্র লেখেন। এরপর যুদ্ধ শেষে পরিবারহীন অনাথদের সেবায় ও একত্রীকরণে নিয়োজিত হন মার্কিন সমাজকর্মী আনা রিভিজ জার্ভিস ও তার মেয়ে আনা মেরি জার্ভিস। এ সময় তারা জুলিয়া ওয়ার্ড ঘোষিত মা দিবস পালন করতে শুরু করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে আনা রিভিজ জার্ভিস ১৯০৫ সালের ৫ মে মারা যান। মায়ের মৃত্যুর পর আনা মেরি জার্ভিস মায়ের শান্তি কামনায় ও তার সম্মানে সরকারিভাবে মা দিবস পালনের জন্য প্রচারণা চালান। তিন বছর পর ১৯০৮ সালের ১০ মে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার আন্ড্রেউজ মেথডিস্ট এপিসকোপাল চার্চে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম মা দিবস পালন হয়। এরপর ১৯১২ সালে এই দিবসটিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ব্যাপক প্রচার শুরু হয়। এই প্রচারধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কানাডা, মেক্সিকো, চীন, জাপান, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকায়। এই প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৪ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন মে মাসের দ্বিতীয় রোববারকে মা দিবস ও জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর থেকেই প্রতিটি দেশে মায়েদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এই দিনটি উৎসর্গ করা হয়। দেশে দেশে পালন করা হয় বিশ্ব মা দিবস।

২.
মা কথাটি খুবই ছোট্ট কিন্তু এর গুরুত্ব অপরীসিম। আমরা সবাই এই দুনিয়ার আলো দেখতে পাই এই মায়ের জন্য। একটা মা যে কতো কষ্ট করে তার সন্তানকে মানুষ করেন তার কোনো হিসাব বা তুলনা নেই। আমার মা মারা গেছেন প্রায় দেড় বছর। আমি মাকে খুব মিস করি। বাবা ছিলেন না, আমাদের দুটি ভাইবোনের জন্য মা অনেক কষ্ট করেছেন। হে আল্লাহ, ওপারে তুমি আমার মাকে ভালো রেখো- প্রতিনিয়ত এই কামনা করছি।

আমার মা সময় পেলেই জানা-অজানা অনেক গল্প শোনাতেন। পীর-আউলিয়াদের গল্প শোনাতেন। রান্না করতে ভালোবাসতেন। ছোটো না, বাজারের বড়ো ইলিশটা এনে দিলে- বাড়িতে রান্নার একটা ধুম পড়ে যেতো। আর ইলিশ আনলে আমাদের বাড়িতে কচু তরকারিও আনতে হতো। যাক সে কথা, আজ বলবো, মায়ের কাছে অনেক গল্প শোনার একটি করুণ গল্প। আমার মনে হয় গল্পটা অনেকেরই জানা- তবুও আমি আমার মায়ের কাছে শোনা গল্পটা এখন বলবো। গল্পটা দিয়েই আজ আমার 'মা' দিবসের লেখা শুরু করবো- গল্পটা হলো এই রকম- এক স্বামীহারা ভদ্র মহিলা তার সন্তানকে অনেক কষ্ট- মানুষের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। হাঁস-মুরগি পালন করে। ডিম-মুরগি বিক্রি করে সেই মা তার ছেলেটাকে- কামরুলকে লালন-পালন করতে থাকেন। কামরুল দিনে দিনে বড় হয়। স্কুলে যায়। মা প্রতিদিন তাকে স্কুলে দিয়ে আসতেন। নিয়ে আসতেন। কিন্তু সেই মায়ের একটি চোখ ছিল না। মা ছিলেন অন্ধ। তিনি এক চোখে দেখতেন। স্কুলের অন্য ছাত্ররা তাই কামরুলকে তিরস্কার করে বলতো- তোর মা অন্ধ। এতে করে কামরুল খুব অপমানিত বোধ করতো। শেষ পর্যন্ত মা যেনো স্কুলে না আসেন কামরুল তা-ই চাইতো। এভাবে ধীরে ধীরে মায়ের প্রতি কামরুলের ঘৃণা জন্মাতে থাকে। কালেকালে তা প্রকট আকার ধারণ করে।

৩.
অনেক দিন পর কামরুল পড়ালেখা শেষ করে বিদেশে চলে যায় চাকরির সন্ধানে। ভিটে-বাড়ি, ধানের জমি বিক্রি করে মা-ই তাকে বিদেশ পাঠান। কিন্তু কামরুল মায়ের সঙ্গে আস্তে আস্তে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। কোনো যোগাযোগই রাখে না কামরুল। এভাবে দিন যায়, মাস যায়- বছরের পর বছর পেরিয়ে যায়। কামরুল রেঙ্গুন গিয়ে ভালো চাকরি করে। বিয়ে করে এবং তার সন্তান হয়। বউ-বাচ্চা নিয়ে বেশ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে এই অকৃতজ্ঞ কামরুল। মায়ের কোনো খোঁজখবর রাখে না। জানেও না, মা বেঁচে আছেন না মারা গেছেন।

৪.
মায়ের মন অবুঝ। তিনি সন্তানের জন্য পাগল হয়ে যায়। রেঙ্গুন থেকে আসা মানুষজনের কাছে জানতে চায়, তার কামরুল কেমন আছে। কোথায় আছে এবং অনেক দিন পর মা অনেক কষ্ট করে কামরুলের ঠিকানা জোগাড় করে। সেই ঠিকানা মতো জাহাজে করে মা চলে যান রেঙ্গুন। ছেলের বাসায় যায়। মা যখন ছেলের বাড়িতে যায়, দরোজা নক করে, তখন তার নাতি-নাতনি দরজা খুলে দেয় এবং একজন অন্ধ, বুড়ো মহিলাকে দেখে তারা হাসাহাসি করতে থাকে। ঠিক এই মুহূর্তে কামরুল অফিস থেকে ফিরে তার বাসায়। এক চোখে বৃদ্ধ মা ছেলেকে দেখে দৌড়ে যায় ছেলের কাছে। কামরুল কোনো কিছু দিস করতে না পেরে, ছট করে পকেট থেকে বেশ কিছু টাকা বের করে মাকে দিয়ে বলে, তুমি এখান থেকে চলে যাও। আর এ বলাটা ছিল- অনেকটা তিরস্কার। এক নিঃশ্বাসে এতোগুলো কথা বলে আমার মা একটু দম নিলেন। চোখ মুছলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন। এতে করে সেই অন্ধ মা খুব কষ্ট পান। চলে যান যেদিকে চোখ যায়। মায়ের হাঁটার কোনো দিক ছিলো না। ডান ছিলো না। বাম ছিলো না এবং এভাবে ঘুরে ঘুরে মা একদিন চলে আসেন তার নিজের ঠিকানায়। স্বামীর ভিটায়।

৫.
তারও বহু বছর পর কামরুল জমি বিক্রি না কী যেন এককাজে তার জন্মভূমিতে যায়। তখন সেই এলাকার লোকজন কামরুলকে বলে, এতোদিনে এলে- কিছুদিন আগে তোমার মা মারা গেছেন। মারা যাওয়ার আগে তোমাকে একটা চিঠি লিখে গেছেন। যা আমাদের খুলতে নিষেধ করেছিলেন। বলেছেন, যদি তুমি কখনো দেশে ফিরে আসো- আমরা যেনো এই চিঠি তোমাকে দেই। সেই চিঠিটা কামরুলহাতে নিয়ে পড়ে আর অনুশোচনা করতে থাকে। কান্না করতে থাকে। চিঠিতে লেখা ছিল... 'কামরুল, আমি তোমার বাসায় গিয়েছিলাম তুমি কেমন সুখে আছো এটা দেখতে নয়; মনের টানে। আমার খুব ভালো লেগেছিল, তুমি ভালো আছো এটা দেখে। আমার মনে কোনো দুঃখ নেই। তবে বাবা কামরুল, তোমাকে একটা কথা আমি জানানো প্রয়োজন মনে করছি। খুব ছোটবেলায় গাছ থেকে পড়ে, একটা মারাত্মক দুর্ঘটনায় তুমি একটা চোখ হারিয়েছিলে। তোমার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি আমার একটা চোখ দিয়ে দেই তোমাকে। তুমি ফিরে পাও তোমার দুটি আঁখি।... আমার ভাবতে খুব ভালো লাগছে, আমার একটা চোখ দিয়ে হলেও তুমি এই সুন্দর পৃথিবীটা দেখছো, উপভোগ করছো।এটাই আমার আনন্দ। এটাই আমার বেদনা। এটাই আমার সুখ।'

সেপ্টেম্বরের জন্য প্রস্তুত হোন

আজই NYC পাবলিক স্কুলস্-এ এনরোল করুন!

on.nyc.gov/NewStudents

NYC Public Schools

Eric Adams
Mayor

David C. Banks
Chancellor

/nycschools 311

SHOWTIME MUSIC
GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
PRESENTS
ঢালিউড ফিল্ম এন্ড মিউজিক এওয়ার্ড
বহির্বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান
DALLYWOOD
FILM & MUSIC
AWARDS 2024
POWERED BY
rivertel
TICKETS AVAILABLE
KHAMAR BARI GROCERY
BOMBAY VIDEO
KHALIL BIRHANI HOUSE
SUCHANA SUPER MARKET
APNAR CHA GHOR
SUNDAY, 30TH JUNE 8PM
FOR MORE INFORMATION - 646 546 6038
VENUE - AMAZURA HALL 91 12 144TH, JAMAICA, NY 11435
TICKET PRICE
$50
$100
VIP $150
VVIP $250
CIP $500

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপূরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

ABRAMS
LAW GROUP
ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ
INJURED?
WE CAN HELP!!
FREE
Accident
Consulation
PERSONAL INJURY
TOP 10
LAW FIRM
2022
Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?
Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.
WE ALSO HANDLE
CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
DEPORTATIONS | নির্বাসন
ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ
ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.
GET HELP TODAY!
718-997-9797
104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375
abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc
প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

স্বাধীনতা দিবস

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
27 June 2024, Thursday, Issue 380

২৭ জুন ২০২৪, ১৩ আষাঢ় ১৪৩১, ২১ জিলহজ ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

আমেরিকান-বাংলাদেশি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

আমেরিকান-বাংলাদেশি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের মেলায় মানুষের ঢল

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৩ জুন রোববার ব্রংকসের পার্কচেষ্টারে আমেরিকান বাংলাদেশি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের মেলায় নেমেছিল মানুষের ঢল। এটর্নী মঈন চৌধুরী ও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার প্রেজেন্টস এই মেলাটি উদ্বোধন করেন কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টর ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী ও আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা ও ব্রংকস বরো প্রেসিডেন্ট ভ্যানাসা গিবসন। নির্বাচনী ব্যস্ততা থাকায় প্রধান অতিথি ওকাসিও কর্টেজ আসতে পারেন নি।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

এবার মেসিস ফায়ার ওয়ার্ক হাডসন নদীর পাড়ে

ফ্রি ১০ হাজার টিকিট

উত্তর আমেরিকা অফিস

৪ জুলাই—যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রতিবছর নানান আয়োজন করে থাকে নিউইয়র্ক সিটি। এবারও তার ব্যাতিক্রম নয়, স্বাধীনতা দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে নেওয়া হচ্ছে নানান উদ্যোগ। মেসিস ফায়ার ওয়ার্ক, হাডসন আর ইস্ট রিভারের পাড়ের আতশবাজি, আলোর ফোয়ারা প্রদর্শনী, কুচকাওয়াজ, কনসার্ট, কার্নিভাল, সভা, সেমিনারসহ নানান আয়োজনে রঙিন হবে এবারের ৪ জুলাই।

এদিকে স্বাধীনতা দিবসের উৎসবের আমেজ আরও বাড়িয়ে দিতে পৃথিবীজুড়ে সমাদৃত মেসিস ফায়ার ওয়ার্ক বা আতশবাজি দেখার জন্য ১০ হাজার বিনামূল্যের টিকিট দিচ্ছে নিডেইয়র্ক সিটি প্রশাসন। ২৫ জুন মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস। ২০১৩ সাল থেকে এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে এই প্রথম মেসিস ফায়ার ওয়ার্ক হাডসন নদীর ধার থেকে শুরু হবে।

অ্যাডামস বলেন, "আমরা জানি নিউইয়র্কবাসী মেসিস ফায়ার ওয়ার্কে অংশ নিতে সক্ষম হবেন। এরপরেও ১০ হাজার ফ্রি টিকিট দেওয়া হচ্ছে, যারা সামনের সারিতে বসে শো উপভোগ করতে পারবেন। সকলে যাতে চমৎকার এই আয়োজনে অংশ নিতে পারেন আমরা সেই ব্যবস্থা করছি।"

হাডসন রিভার পার্ক ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও নওরীন ডয়েল বলেন, "নিউইয়র্ক সিটির বাসিন্দারা যাতে নিরাপদে এই বছরের মেসিস ফায়ার ওয়ার্ক উপভোগ করতে পারে তার জন্য সিটি প্রশাসন সর্বোচ্চ কাজ করেছে।"

তিনি বলেন, "নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট, ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্য অনেক সংস্থা এই আয়োজনের পরিকল্পনায় সহায়তা করে আসছেন। আমরা হাজার হাজার লোকের সাথে দিনটি উদযাপন করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।"

নওরীন ডয়েল বলেন, "২০১৩ সাল থেকে এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে এই প্রথম মেসিস ফায়ার ওয়ার্ক হাডসন নদীর ধার থেকে শুরু হবে। এই আতশবাজি সিটির আকাশ রঙিন করে তুলবে এবং ম্যানহাটনের পশ্চিম পাশে মাইলের পর মাইল আলোকিত করবে।"

মেয়র অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২৬ জুন সকাল ১০টা থেকে www.nycjuly4.com- এ বিনামূল্যের টিকিট পাওয়া যাবে । যারা আগে আসবে তাদেরই এই টিকিট দেওয়া হবে। একজন ব্যক্তি কেবল

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

টক অব দ্য উইক

নাদিরা ফারুক

বাচ্চাদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি শেখাতে আমার ভালো লাগে: নাদিরা ফারুক

সোহানা নাজনীন

"ছোট বাচ্চারা যখন ক্লাসে এসে বসে, ওটাই তখন আমাদের বিরাট সাফল্য। ঐ বয়েসী বাচ্চারা একসাথে একাধিক কাজ করতে পারে। যেমন, খেলাধুলা, ছবি আঁকা, গান শেখা, নাচ শেখা সব কিছুর পরেও আবার বাংলা ভাষা শেখে। এটাই ওদের বড় সাফল্য। শুরুতে ওরা যখন স্কুলে আসে তখন ওতোটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। প্রথম দিকে কিছুটা ভয় পায়, লজ্জা পায়। অনেক বাচ্চা বাসায় বাংলায় কথা বললেও সেটা প্রমিত ভাষা হয়তো থাকে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

পদবঞ্চিত বিএনপি নেতাদের অভিমান

আমির খসরুকে নিয়ে গেটটুগেদার পণ্ড

যুক্তরাষ্ট্র সফর

মনজুরুল হক

আমীর খসরু

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কোন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর যুক্তরাষ্ট্র সফর উপলক্ষ্যে গত ১৮ জুন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শক্তির ব্যানারে সম্মিলিত গেটটুগেদার অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেও অনুষ্ঠানের ঠিক আগের দিন সভাটি বাতিল করা হয়। নিউইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনায় সভাটি হওয়ার কথা ছিল। নতুন কমিটিতে পদবঞ্চিত হয়ে ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে এ অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে বলে দলীয় নেতাকর্মীদের সূত্রে জানা গেছে। অনুষ্ঠানটি বাতিল হওয়ার তিনদিন পর এক বিএনপি নেতার বাড়ির ব্যাকইয়ার্ডে আঞ্চলিক লোকজন নিয়ে ভোজের আয়োজন করা হয়। এতে গোটা ৫০ জনের মত চট্টগ্রামের লোক উপস্থিত ছিলেন। ভোজের আয়োজনটির নাম দেয়া হয় আফটার ঈদ পার্টি। এদিকে কেন্দ্রীয় নেতার উপস্থিতিতে আওয়ামীলীগ আমলে দমন পীড়নের সময় ঐক্যবদ্ধ না থেকে এ ধরনের আভ্যন্তরীন আন্ত:দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে এবং দলীয় নেতাকর্মীরা হতাশা প্রকাশ করেছেন। একই সাথে ব্যাকইয়ার্ডের অনুষ্ঠানকে দলীয় সভা বলে নিউইয়র্কের স্থানীয় দুই তিনটি পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় নিউইয়র্কে অবস্থানরত বিএনপি নেতাকর্মীরা উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শক্তির ব্যানারে সম্মিলিত গেটটুগেদার সভা বাতিল প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী সাখাওয়াত

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যেন সমস্ত শিক্ষার্থীদের সামনে বাড়ায়: এরিক

এইচ বি রিতা

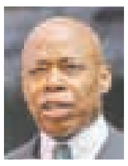

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটি শিক্ষা ব্যবস্থায় শীগ্রই দুটি বড় উদ্যোগ নিতে যাচ্ছেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্: স্পেশাল এডুকেশনের জন্য একটি নতুন সুযোগ এবং 'NYC solves' নামক একটি নতুন গণিত পাঠ্যক্রম। শিক্ষা ব্যবস্থায় সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ফলাফল উন্নত করতে এই উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমাদের বাচ্চাদের কারো কারো ভিন্নভাবে শেখার প্রয়োজন রয়েছে, আমরা চাই না আমাদের বাচ্চারা পিছিয়ে পড়ুক। আমিই নিউইয়র্ক সিটির প্রথম মেয়র যে প্রকাশ্যে ডিসলেক্সিক হিসাবে কথা বলেছে। আমি জানি স্কুলে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন না

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, স্যুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল:** নিউজ: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com